প্রসিদ্ধ
দেশ-পর্য্যটকদিগের
আবিষ্কার-কথা

ক্যাপ্‌টেন্ কুক্

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি.এ., বি.টি.

প্রণীত

অনুরূপ গ্রন্থাবলী

(১)

কলম্বাসের জীবন-কথা

১২ খানি ছবি, তার ৪ খানি তিন রঙের

(২)

মার্কো পোলোর জীবন-কথা

১২ খানি ছবি, তার ৪ খানি তিন রঙের

প্রসিদ্ধ দেশ-পর্য্যটকদিগের আবিষ্কার-কথা

ক্যাপ্‌টেন্ কুক্

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি.এ., বি.টি.

ম্যাক্‌মিলান্ এণ্ড কোং লিমিটেড্
২৯৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৯২৯
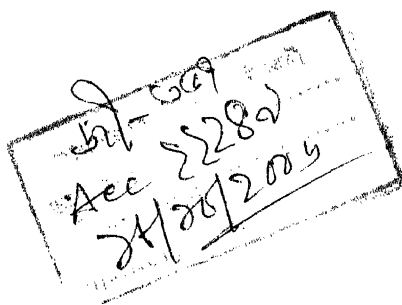
ভূমিকা

পৃথিবী বিশাল—নানাদেশে পূর্ণ ; দেশের মাঝে মাঝে সমুদ্র, মহাসমুদ্র, পাহাড়, পর্ব্বত, বনজঙ্গল, নদী, মরুভূমি। এক এক দেশে লোক সভ্য, কোথাও বা অসভ্য ; কোন দেশে গেলে লোকে আদর ক'রে অভ্যর্থনা করে, আবার কোন দেশের লোক অচেনা নতুন লোক দেখলে মেরে ফেলবার ছল সুবিধা খোঁজে। এ ছাড়া হিংস্র জন্তু তো আছেই।

এখনও পৃথিবীর এই অবস্থা, অনেক দিন আগে অবস্থা আরও খারাপ ছিল। এক দেশের লোক আর এক দেশের খবর রাখত না ; এক মহাদেশের লোক আর এক মহাদেশের নামই জানত না।

যাঁরা সেই যুগে পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘু'রে নানাদেশের খবর এনেছিলেন, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার ক'রে মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের কাহিনী পড়লে আমাদের মনে সাহসের সঞ্চার হবে, ঘরের কোণে ব'সে থাকার যে কোন মূল্য নেই তা মনে মনে বেশ বুঝতে পারা যাবে।

জেমস্ কুক্ এই হিসাবে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর কাহিনী এই বইতে কিছু কিছু বলা হয়েছে। মানুষে যে কত বড় সাহসের কাজ করতে পারে সে-কাহিনী থেকে তা কিছু কিছু বুঝতে পারা যাবে।

সূচী

ছবির সূচী

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ,—যাহার অনেক দ্বীপ ক্যাপ্টেন্ কুক্ আবিষ্কার করেছেন।

ক্যাপ্‌টেন্‌ কুক্‌

১

অজানার ডাক

শুধু ঘরের কোণে বসে থাকলে বড় কাজ করা যায় না। ইংরাজের রাজত্ব আজ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র। ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে বন্ধ থেকে ইংরাজরা এত বড় সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলতে পারেনি। দলে দলে ইংরাজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নতুন নতুন দেশের সন্ধানে গিয়েছে, নতুন নতুন দেশ জয় করেছে। বৎসরের পর বৎসর এই ঘটনা ঘটেছে। যারা বেরিয়েছিল তাদের মধ্যে ছেলে ছিল, প্রবীণ লোকও ছিল, আবার বুকভরা সাহস, উৎসাহ নিয়ে যুবকের দলও ছিল।

চার ধারে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা ইংরাজদের দেশ। প্রকৃতি জলের বাঁধন দিয়ে ছোট্ট দ্বীপটিতে ইংরাজদের আটক রাখতে চায়।

ইংরাজ কিন্তু সে-বাধা মানেনি, প্রকৃতিকে হারিয়ে দিয়ে জাহাজে চ'ড়ে অজানার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। নীল সমুদ্রের ওপর যত দূর দেখা যায় ফেনাজড়ানো বড় বড় ঢেউ,—ঢেউএর উপর ছোট বড় নৌকা, জাহাজ ভাসছে, নাচছে, ঢেউএর তালে তালে দুলছে। নীল আকাশ কখনও বা সূর্য্যের আলোয় ঝলমল, কখনও বা কুয়াসা মেঘে ঢাকা। বাতাসে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, কেউ বা জলের মধ্যে ছোঁ মেরে প'ড়ে মাছ ধরছে, কেউ বা তীরের দিকে আসছে, কেউ বা তীর হ'তে দূরে উড়ে চ'লে আকাশের কোলে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে ভেসে আসছে সমুদ্রের ডাক। সমুদ্র যেন তার গর্জ্জনের ফাঁকে ফাঁকে স্পষ্ট ভাষায় বলছে,—চ'লে এস আমার ওপর, বুকে ক'রে নিয়ে যাব,—যেখানে নতুন দেশে নতুন ফল, নতুন লোক, নতুন গাছপালা, নতুন জীব জন্তু জন্মাচ্ছে, বাড়ছে, খেলা করছে, আপন মনে আপনার জীবনের কাজ ক'রে যাচ্ছে। চ'লে এস,—আমার পাগল ঢেউএর তালে তালে ভেসে সেই দেশে যাবে, সেই সব দেখবে, আর সেই সব দেখাবার জন্য আবার দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

এই অজানা অচেনার ডাক যখন সমুদ্রের বুক থেকে বেরিয়ে আসে, ইংরাজসন্তান তখন সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। অনেকেই বেরিয়ে পড়ে, অনেকেই বড় কাজ করে। যাঁরা এমনি ডাক শু'নে বেরিয়ে পড়েছেন, ও বড় কাজ ক'রে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে জেমস্‌ কুকের নাম খুব বিখ্যাত। আজ এই বইতে কুকের জীবন-কাহিনী লিখে তোমাদের সমুখে ধরছি।

২

গোড়ার কথা

সে আজ দুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

ইংলণ্ডের উত্তর দিকে ইয়র্কশায়ার। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ঐ জেলার মার্টন্ নামক গ্রামে জেমস্ কুকের জন্ম হয়। যে কুটীরে কুক্ জন্মেছিলেন সে কুটীর আর নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জায়গাও বদলে যায়। কুকের অনেকগুলি ভাই বোন ছিল, কিন্তু অধিকাংশেরই অল্প বয়সে বা আর একটু বেশী বয়সে মৃত্যু হয়।

কুকের পিতা অতি সামান্য লোক ছিলেন। ক্ষেতে খামারে কাজ ক'রে তাঁকে পয়সা রোজগার করতে হ'ত। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না; তাই কুক্ যখন নেহাৎ ছেলে মানুষ তখনই তিনি বাপের মত চাষের কাজে লেগে যান। গ্রামে 'ওয়াকার' নামে এক অবস্থাপন্ন চাষার বাস ছিল। 'ওয়াকার' সাহেবের খামারে কুক্ একটা কাজ পান। 'ওয়াকার' সাহেবের স্ত্রীর লেখাপড়া জানা ছিল। এই মেম সাহেবের অনুগ্রহে কুকের অক্ষর পরিচয় হয়।

কুকের বয়স যখন আট বৎসর, কুকের পিতা, মার্টনের দুই ক্রোশ দক্ষিণে আর একটি গ্রামে এক জমীদারের খামারে কাজ পান। সেই গ্রামের স্কুলে কুক্ মোটামুটি লেখাপড়া শেখেন; পড়ার খরচটা দিয়েছিলেন জমীদার নিজে।

কুকের পিতা শেষ জীবনে ক্ষেত-খামারের কাজ ছেড়ে দিয়ে রাজমিস্ত্রীর ব্যবসা ধরেছিলেন। নিজেদের বাসের জন্য তাঁর হাতের তৈরী, পাথরে গাঁথা কুটীরখানি এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কুটীরের দুয়ারের ওপর একখানি পাথরে কুকের পিতা ও মাতার নামের আদি অক্ষর কয়টি ক্ষোদা আছে। কুকের মা এখানেই মরেছিলেন। কুক্‌ গ্রামের গীর্জ্জার পাশে সমাধিক্ষেত্রে মার যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন, সেটি এখনও সেখানে অন্যান্য ভাঙাচোরা সমাধিস্তম্ভের মাঝে খাড়া হ'য়ে আছে, দেখতে পাওয়া যায়।

ওয়াকার সাহেবের মেমের কাছে বা এই গ্রামের স্কুলে তিনি লেখাপড়া যা শিখেছিলেন তা এমন বেশী কিছু নয়; তাঁকে বড় হবার জন্য যে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল তা তাঁর নিজের চেষ্টাতে। সে কথা পরে বলব। এখন পর্য্যন্ত যা বলেছি তা হ'তে বুঝতে পারছ যে বড় ঘরে জন্মে কুক্‌ বড় হন নি। কুকের বাবা ছিলেন ক্ষেত-খামারের মজুর, শেষে হয়েছিলেন রাজমিস্ত্রী; মাও ইয়র্কশায়ারের এক সামান্য ঘরের মেয়ে। ইয়র্ক-শায়ার স্কটলণ্ডের খুব কাছে; কুকের বাবার দেহে স্কচ্‌ রক্ত ছিল। স্কটলণ্ডের লোকের অসাধারণ ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, বুদ্ধি ও কাজ করবার ক্ষমতা তিনি বাপমা'র কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

সমুদ্রের ডাক

কুকের বয়স যখন তের বৎসর, তখন কুক্ বাপ-মাকে ছেড়ে সাত আট ক্রোশ পূবে এক গ্রামে হাজির হলেন। সেখানে স্যাণ্ডার্সন্ নামে এক সাহেবের মুদীখানা ও কাপড়-চোপড়ের দোকান ছিল। কুক্ সেই দোকানে জিনিষপত্র বেচবেন ও দোকানের কাজ কর্ম্ম শিখবেন,—কুকের বাবা 'স্যাণ্ডার্সন্' সাহেবের সঙ্গে এই চুক্তি করেছিলেন। মাহিয়ানা অতি সামান্যই ছিল—যতদূর বোধ হয় কিছুই ছিল না; কেবল খাওয়া পরার খরচটা 'স্যাণ্ডার্সন্' সাহেব বইবেন, তা'র বদলে কুক্ জিনিষপত্র বেচতে শিখে একটা কাজের মানুষ হবেন,—এই রকম একটা কিছু দুজনের মধ্যে ঠিক হয়েছিল।

কুক্ সমস্ত দিন দোকানের বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে থেকে জিনিষপত্র বে'র করতেন, মনিবের ফরমাস খাটতেন, দোকানের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় দরকারমত ছুটাছুটি করতেন। রাতে তিনি সেই দোকান ঘরেই শুয়ে থাকতেন, ভোর হলেই উঠে আবার দোকান খুলে ঘর ঝাঁট দিয়ে, জিনিষপত্র সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। তারপর একপ্রস্থ আহার, তারপর দিনের খাটুনী আরম্ভ হত। যদি সকালে উঠতে দেরী হ'ত মনিবের বকুনীর চোট্ দেখে

কে ? উ'ঠেই সারাদিন আবার এই রকম খাটুনী। ছেলেপিলের এসব ভাল লাগবে কেন ?

ভাল না লাগবার আর একটা কারণ ছিল। জায়গাটা ছিল সমুদ্রের ওপর। সেখানকার অধিকাংশ লোকের কোন না কোন বিষয়ে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। অধিকাংশ লোকেরই কাজ ছিল সমুদ্রে মাছ ধরা। বড় বড় জাহাজ সেখানে ছিল না, কিন্তু জেলে ডিঙ্গী, মাছ ধরবার নৌকা ছিল বিস্তর। অনেকেই জাহাজে মাঝি মাল্লার কাজ করেছে, জাহাজে চ'ড়ে ইংলণ্ডের নানা স্থানে—দেশ দেশান্তরে গিয়েছে। জেলেরা নিজেদের সময়মত মাছ ধরতে বে'র হ'ত। বাদবাকী সময় সবাই গল্প ক'রে কাটিয়ে দিত। বালক কুক্‌ যে মাঝে মাঝে দোকান থেকে বেরিয়ে, বা ছুটির দিনে তাদের কাছে গিয়ে গল্প শুনতেন সে বিষয়ে ভুল নেই। মাঝিরা কেউ বা জেলে ডিঙ্গী ক'রে বা নৌকায় চ'ড়ে রাতে বাদ্‌লাবৃষ্টি, ঝড়, হিমের মধ্যে বেরিয়েছে মাছ ধরবে ব'লে, কেউ বা মাল-বোঝাই জাহাজে মাল্লার কাজ করেছে, কেউ বা উত্তর মেরুর দিকে সমুদ্রে গিয়ে তিমি মাছ শিকার করেছে, বর্শা দিয়ে শাদা ভালুক খুঁচিয়েছে, বরফের স্তূপের ওপর লাফালাফি ক'রে এসেছে ; কেউ বা দেশের যুদ্ধজাহাজে কাজ করতে করতে শত্রুর সঙ্গে লড়াই ক'রে এখন দেশে ফিরেছে। এরা সব নিজেদের দেখা জিনিষ ও নিজেদের করা কাজের সম্বন্ধে গল্প করত। সব কাজেতেই বিপদ ছিল, সব কাজেতেই সাহস, ধৈর্য্য ফু'টে বেরিয়েছে। ঝড়ে জলে ডুববার বা গোলা খেয়ে মরবার আশঙ্কা প্রত্যেক বারই ছিল। সে সব

গল্প শুনে কুকের চোখের সামনে যেন একটা নতুন রাজ্যের ছবি ভেসে উঠত। দোকানের একঘেয়ে কাজের মধ্যে সেই ছবি বার বার তাঁর মনে আনাগোনা করত। তাঁর মন উঠত ব্যাকুল হ'য়ে সেই সব দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বার জন্য। কখনও বা তিনি তাদের মুখে জাহাজে চড়ার কষ্টের কথা শুনতেন। ঝড়ে কোন্ জাহাজ ডুবে গিয়েছিল, ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে কোন্ জাহাজের তলা ফেঁসে গিয়েছিল, জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে কেমন ক'রে কে বেঁচে গিয়েছে, আর কা'কে বা হাঙ্গরে খেয়েছে, কোন্ জাহাজে ভাল খাবার জলের অভাবে প্রাণ বেরিয়ে যাবার মত হয়েছিল, টাট্‌কা ফলমূল, শাক সবজি না খেতে পেয়ে প্রত্যেক বারই কি ভীষণ চর্ম্মরোগ দেখা দিয়েছিল, জাহাজের ক্যাপ্‌টেন্ বা অধ্যক্ষ রেগে কার পিঠ চাবুক দিয়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিতেন—এসব গল্প চলত। কেউ বা বলত শত্রুজাহাজের সঙ্গে যুদ্ধের কথা, কারণ তখন ফরাসী ও স্পেনবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ তো প্রায় লেগেই ছিল। কুকের মনে তেজ ছিল; এ সব ভয়ের কাহিনী শুনে তিনি মোটেই দমতেন না। যখনই সাগরের জলো হাওয়া দোকানের জানালায় ধাক্কা দিয়ে কাঁপিয়ে দিত, তাঁর মনে হত—ঐ বুঝি সমুদ্র তাঁকে ডাকছে! সমুদ্রে গিয়ে, জাহাজে চ'ড়ে, হাওয়ায় দু'লে দিন কাটাবার একটা বিষম আগ্রহ তাঁকে অস্থির ক'রে তুলত।

তারপর একদিন ভোরে কাউকে কিছু না ব'লে কুক্ দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে চললেন,—সাড়ে চার ক্রোশ দূরে 'হুইট্‌বি'র দিকে। সঙ্গে ছিল একটি রুমালে বাঁধা একটা বড় চাকু-ছুরি, আর

মাত্র একটি কামিজ,—আর সম্বল ছিল পকেটে একটি 'শিলিং'। 'শিলিংটা' নিয়ে শেষে অনেক কথাই রটেছিল। কুকের মনিব 'স্যাণ্ডার্সন্‌' সাহেব প্রচার করেছিলেন,—যে দেরাজে তাঁর পয়সা কড়ি থাকে, কুক্‌ সেই দেরাজ থেকে 'শিলিং'টি বের ক'রে নিয়েছিলেন। কুকের ভক্ত যাঁরা, তাঁরা বলেন, 'শিলিং'টা কুকের নিজের, তবে কুকের 'শিলিং'টা ছিল পুরানো, আগের দিন এক খরিদদার চক্‌চকে একটা শিলিং দিয়েছিলেন, কুক্‌ সেইটার সঙ্গে নিজের পুরানো শিলিংটা বদলে নিয়েছিলেন। 'শিলিং'এর ব্যাপারটা যে কি তা ঠিক বুঝা যায় না; তবে কুক্‌ যে দোকান ছেড়ে চ'লে এসেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ কিচ্ছু নেই।

কুক্‌ এলেন 'হুইট্‌বি'তে। 'হুইট্‌বি' এক উপত্যকার ওপর ছোট দুটি পাহাড়ের মাঝে বেশ একটি ছোট খাটো বন্দর। জায়গাটা খুব প্রাচীন। ইংলণ্ডের খুব প্রাচীন কবি কিড্‌মন্‌ এইখানে তাঁর মধুর কবিতা রচনা ক'রে সেকালের লোকদের মুগ্ধ করেছিলেন। জায়গাটিতে প্রায় হাজার দশেক লোক তখন বাস করত; বাড়ী-গুলোও তাই খুব ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে তৈরী। কাজের গোলমালে 'হুইট্‌বি' ছিল সদাই সরগরম। হুইট্‌বিতে অনেক মাঝি মাল্লা বাস করত, মাছ ধরা ব্যবসাও বেশ চলত। সেখানে জাহাজ তৈরী হ'ত, জাহাজের রশারশি পাল প্রভৃতি যা দরকার তা'ও তৈরী হ'ত। 'হুইট্‌বি' থেকে জাহাজে ক'রে লোহা ও অন্যান্য মাল লণ্ডনে পাঠান হ'ত, আর অনেক জায়গায় কয়লাও চালান যেত। 'হুইট্‌বি' থেকে নর্‌ওয়ে, সুইডেন্‌, জার্ম্মানীর বন্দর ও বল্‌টিক্‌ উপসাগরের নানাস্থানে

জাহাজের যাতায়াত ছিল। কাজেই 'হুইট্‌বি'তে অনেক পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ অনেক জাহাজের মালিক, আর কেউ বা বড় বড় ব্যবসা চালাতেন।

কুক্‌ গিয়ে এক জাহাজে কাজ চাইলেন। জাহাজখানা যাচ্ছিল লণ্ডনে; তিনি সামান্য গোছের একটা কাজ পেলেন। তাঁর বুদ্ধি-সুদ্ধি ভাল ছিল, জাহাজের কর্ম্মচারীরা তাঁর তারিফ করলেন। একজন কর্ম্মচারী বললেন,—"এ রকম 'ঠিকে' খাটুনী খেটে লাভ নেই, বাপু! এতে কিছু হবে না। যদি দিন গুছিয়ে নিতে চাও, জাহাজের মালিকদের সঙ্গে বছর কতকের জন্য কাজ চুক্তি ক'রে নাও। এই যে আমায় দেখছ—আমি তো এই রকম ক'রেই উন্নতি করেছি।" কুক্‌ বুঝলেন পরামর্শটা ভাল।

জাহাজের মালিক ছিলেন দুই ভাই,—জন্‌ ওয়াকার্‌ ও হেন্‌রি ওয়াকার্‌। 'হুইট্‌বিতে' ফি'রে এসে ওয়াকার্‌ দুজনের সঙ্গে কুক্‌ দেখা করলেন। পাছে শেষে কোন গোলমাল হয়, সেইজন্য তাঁরা কুকের বাপের মত জেনে কুক্‌কে তিন বৎসরের জন্য চুক্তি ক'রে কাজে নিলেন।

৪
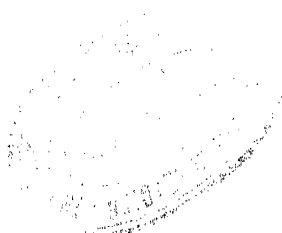
সাগর দোলায়

কুক্ প্রথমে চাকরী পেলেন 'ওয়াকার'দের 'ফ্রি লভ্' নামে এক জাহাজে। জাহাজটির কাজ ছিল কয়লা বোঝাই নেওয়া। জাহাজে মাল ধরত সাড়ে চারশো টন। একে জাহাজে জায়গা কম, সমুদ্রের ঝড়ো ঠাণ্ডা, কন্‌কনে হাওয়া, তার ওপর বিষম খাটুনী। ক্রমে কুকের শরীর লোহার মত শক্ত হয়ে গেল। এই রকম ক'রে কয় বছর কাটল। যখন জাহাজে চ'ড়ে যেতে হ'ত না, তিনি 'হুইট্‌বি'তে ওয়াকারদের আশ্রয়ে থাকতেন ও সেই খানেই খেতে পেতেন। ক্রমে জাহাজ চালানো সম্বন্ধে যা যা জানতে হয় তিনি সব জানলেন, সব শিখলেন। জাহাজ মোটা-মুটি কি ক'রে সারাতে হয়, কেমন ক'রে রশারশি পাল খাটাবার ব্যবস্থা করতে হয়, তা পর্য্যন্ত নিজ হাতে শিখলেন। তখন তো আর ষ্টীমার জাহাজ হয় নি, কল কব্জা বয়লার প্রভৃতির হাঙ্গামা ছিল না। জাহাজে পাল খাটিয়ে চালাতে হ'ত। নৌকার ওপর পাল এক আধখানা খাটালেই চলে; কিন্তু জাহাজ নৌকার চেয়ে ঢের বড়, তার পালও সংখ্যায় ঢের বেশী, সে-সব খাটাবার ফেসাদও কম নয়। কুক্ এ সব শিখলেন। আবার এরই মধ্যে যখন সময় পেতেন তিনি লেখাপড়ার চর্চ্চা করতেন; অঙ্ক, গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে যতটুকু শেখা সম্ভবপর ততটুকু সাধ্যমত শিখতেন। জাহাজে চড়ে কোথাও
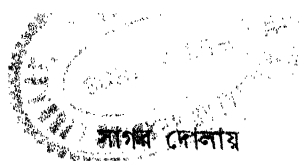
যেতে হ'লে অঙ্ক ক'ষে গতি ঠিক করতে হয়। এ রকম ক'রে তিনি যা শিখলেন এর পরে তা'তে তাঁর বড়ই উপকার হয়েছিল।

ক্রমে কুক্ সাধারণ মাঝি মাল্লা থেকে জাহাজের একজন কর্ম্মচারী হলেন, তাঁর পদ হল 'ক্যাপ্টেন্' বা অধ্যক্ষের পদের পরেই। জাহাজের কাজে ঢোকার দশ বৎসর পরে 'ফ্রেণ্ড্শিপ্' নামে জাহাজে কুকের এই চাকরী হয়। ফ্রেণ্ড্শিপ্ জাহাজখানি নেহাৎ ছোট নয়, সেটিতে চার শো টন মাল ধরত। কুক্ এ কাজ বেশ দক্ষতার সঙ্গে চালাতে লাগলেন। সকল সময় নতুন জিনিষ দেখবার ও জানবার প্রবৃত্তি তাঁর খুব বেশী ছিল। নিজের কাজের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর নজর এড়াত না। তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি এমনি ক'রে গাঁথা হচ্ছিল। এই ভাবে তিন বৎসর কেটে গেল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সাত বৎসর কাল এ যুদ্ধ চলেছিল ব'লে এর নাম সাত বৎসরের সমর। ইয়োরোপ, এসিয়া, আমেরিকা এই তিন মহাদেশেই যুদ্ধ চলেছিল। ভারতবর্ষে বন্দীবাসের যুদ্ধ এই সময়েই ঘটে। যুদ্ধের ফলে ফরাসীদেরই সর্ব্বনাশ হয়।

সে সময় ইংলণ্ডে সরকারী জাহাজের মাঝি জোগাড় করার একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল। যুদ্ধ-জাহাজে মাল্লার দরকার হ'লেই একদল লোক বেরিয়ে রাস্তায় ঘু'রে বেড়াত, জোয়ান মর্দ্দ, মাঝির কাজ করতে পারবে এমন চেহারা বা মাঝির মত চেহারা কেউ তাদের চোখে পড়লে তার আর নিস্তার নেই, তা'রা তাকে জোর ক'রে পাকড়াও ক'রে একেবারে নিজেদের আড্ডায় বা জাহাজে

হাজির করত। এ সব না করলে জাহাজে যুদ্ধের সময় লোক পাওয়া দুর্ঘট হ'ত। একে তো জাহাজে বিপদ লেগেই আছে, তার ওপর খাওয়া দাওয়া ও থাকার কষ্ট ছিল; সকলের চেয়ে ভাববার জিনিষ ছিল প্রাণটা,—জাহাজে জাহাজে যুদ্ধ হলেই গোলাগুলি ছোড়াছুড়ি হবে। একে ঢেউ ঝড়ে রক্ষা নেই, তার ওপর গোলা-গুলি। যাদের নেহাৎ বাতিক চাপত, তা'রাই আপনা হ'তে এই বিপদের মাঝে যেত। নইলে,—এই রকম জোর জবরদস্তী ক'রে লোক জোগাড় করতে হ'ত।

যখন ফরাসী-ইংরাজে যুদ্ধ বেধে গেল তখন চারদিকে ধুম পড়ল মাঝি মাল্লা ধরবার। কুকের জাহাজ তখন ছিল টেম্‌স্ নদীর ওপর। কুক্ ভাবলেন,—মাল্লা-ধরা দল যে কোন মুহূর্ত্তেই তো তাঁকে ধ'রে নিয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে নিজে হ'তে গিয়ে সরকারী জাহাজে কাজ করব বললে যে মান বজায় থাকে তিনি তা বুঝলেন। তাই কুক্ একদিন নিজের কর্ম্মচারী পদ ছেড়ে সরকারী জাহাজে সাধারণ মাল্লার কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন। সেই জাহাজের নাম ছিল 'ঈগল'।

উত্তর আমেরিকায় কানাডা ছিল তখন ফরাসীদের অধীনে। সেনা-পতি উলফ্ কানাডা দখল করতে চললেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য যুদ্ধ-জাহাজ কতকগুলো গেল, কুক্‌ও সেই সঙ্গে গেলেন। শীঘ্রই কুক্ মাল্লার পদ থেকে 'মার্করী' নামে এক যুদ্ধ জাহাজে কর্ম্মচারীর পদ পেলেন। তাঁর কাজ হ'ল জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করা।

কানাডার প্রধান সহর 'কুইবেক্'। উল্‌ফ্ 'কুইবেক্' অধিকার

করবার চেষ্টা করছিলেন। কুইবেকের নীচে 'সেণ্ট্‌লরেন্স্‌' নদী। সহরে বিস্তর ফরাসী ফৌজ ছিল, আর আশপাশেও ছিল ফরাসীদের গোটা কতক ঘাটি। জায়গাটা নিতে হ'লে জলে স্থলে আক্রমণ করা চাই, নইলে আক্রমণের জোর হবে না। কিন্তু 'সেণ্ট্‌লরেন্স্‌' নদীর কোন্ খানে কত জল আছে জানতে না পারলে তো জাহাজ এগোতে পারে না,—এগোবার চেষ্টা করলে কম জলে আটক পড়তে পারে। কানাডা ইংরাজদের সবই অজানা। ডাঙ্গায় পথ চিনতে বেশী অসুবিধা নেই, কিন্তু জলে পথ চিনবার উপায় কি? কুক্ যে জাহাজে কাজ করতেন, তার অধ্যক্ষ কুকের বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর কথায় নদীর জল কোথায় কত খানি মাপ ক'রে একটা মানচিত্র তৈরী করবার ভার কুকের ওপর দেওয়া হ'ল। কুক্ আগে এ ধরণের কাজ কখনও করেন নি, কি ক'রে করতে হয় তাও জানতেন না। আর এতে বিপদের সম্ভাবনা খুবই ছিল। ফরাসীরা জানতে পারলেই সর্ব্বনাশ। কিন্তু কুক্ কোন বিষয়ে 'না' বলবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এ ভার নিলেন।

পাছে শত্রুরা টের পায়—সেই জন্য রাতারাতি কুক্‌কে কাজ করতে হ'ত। কয় রাত্রি বেশ কেটে গেল, নদীর খানিক অংশের জলের মাপ নেওয়া হ'ল। তার পর ফরাসীদের সন্দেহ হ'ল। তারা কুকের নৌকা ধরবার জন্য অনেকগুলো ডিঙ্গী লোক সুদ্ধ মোতায়েন রেখে দিল। পাশে একটা বনের ঝোপে তারা থাকল লুকিয়ে। কুক্ কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। এদিকে এরা তাঁর নৌকা ঘেরাও করবার চেষ্টা করল। কুক্ তাড়াতাড়ি নৌকা চালিয়ে

দিলেন, তা'রা করল পিছু পিছু তাড়া। যারা তাড়া করছিল তা'রা সে দেশেরই আদিম অধিবাসী, ফরাসীদের কাজ করছিল। তাদের সব পথ জানা, আর তা'রা ডিঙ্গী চালাতেও খুব পটু। কুক্‌ আর একটু হলেই ধরা পড়েছিলেন আর কি! কোন রকমে তিনি ডাঙ্গায় পৌঁছলেন। তিনি যেই নৌকা ছেড়ে ডাঙ্গায় লাফ দিলেন, তা'রা এসে কুকের নৌকার পিছন দিকে উঠে পড়ল। কুক্‌ তো দিলেন চোঁ চোঁ ছুট,—তারা কুক্‌কে ধরতে না পেরে কুকের নৌকাখানা নিয়ে ফিরে গেল।

কুকের জল মাপা কাজ সেখানে শেষ হয়েছিল। তারপর আর একবার তিনি নদীর মোহানার দিকে অনেকটা মাপ ক'রে বেশ একটা মানচিত্র এঁকে দিয়েছিলেন। এ সব জলের মাপ যা তিনি দিয়েছিলেন তার মধ্যে ভুল ছিল না। কুক্‌ ভুল কাজ করবার লোক ছিলেন না। তিনি যে সব মানচিত্র ক'রে দিয়েছিলেন তাই অনুসারে এখন পর্য্যন্ত জাহাজ চালানো হয়। তিনি যা করলেন তাতে তাঁর খুব নাম বেরিয়ে গেল। কানাডায় থাকতে থাকতেই তিনি নৌ-বিদ্যা, জ্যামিতি, গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে বিদ্যা, অঙ্ক এসব ভাল ক'রে শি'খে নিলেন। শুধু পাল তু'লে দিলেই জাহাজ চলে না। সমুদ্রের মাঝে গিয়ে পড়লে দিকহারা হ'য়ে যেতে হয়। তখন কোন্‌ দিকে কতখানি যেতে হবে অঙ্ক কষে বার করতে হয়, গ্রহ নক্ষত্র দেখে দিক নির্ণয় অনেকটা করতে হয়; আরও এমন অনেক কাজ থাকে যা অঙ্ক ভাল না জানলে করা যায় না। সেই জন্যই এই সব জানবার তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল। একটা সারা শীতকাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ক'রে কুক্‌ এগুলো শিখলেন।

তারপর তিনি ইংলণ্ডে ফি'রে এলেন। তিনি তখন 'নর্দ্দম্বরল্যাণ্ড' নামে একটা বড় যুদ্ধ জাহাজ চালাবার ভার পেয়েছেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে তিনি দেশে ফেরেন,—ঐ বৎসরেই শীতকালে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কুক্ বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী এলিজ্যাবেথ্ বেশ ভাল ঘরের মেয়ে ও দেখতে সুশ্রী ছিলেন। কুক্ সামান্য ঘরের ছেলে, তিনি একটু নামজাদা না হ'লে আর এমন ঘরে বিয়ে করতে পারেন নি। কুকের বয়স তখন চৌত্রিশ বৎসর।

বিয়ের চার মাস পরে কুক্ দুটি ছোট দ্বীপ জরিপ করবার ভার পান। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ শেষ ক'রে ইংলণ্ডে এলে কয় মাস পরেই তাঁকে নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্ দ্বীপের উপকূল জরিপ করবার ভার দেওয়া হয়। তিনি প্রতি বৎসর শরৎকালে দেশে ফিরতেন, আবার শীতকাল কাটিয়ে বসন্তকালে নিজের কাজে চলে যেতেন। এই রকমে চার বৎসর কেটে গেল। এই সময়ে নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ডে থাকতে থাকতেই তিনি একবার সূর্য্যগ্রহণ দেখে সেই সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন। তিনি সেটা বিলাতের রয়াল সোসাইটীর কাছে পাঠিয়ে দেন। কুক্ যে এমন উঁচুদরের প্রবন্ধ লিখতে পেরেছিলেন এ থেকেই তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ কত ছিল তা বেশ জানা যায়।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লাব্রাডর্ ও নিউফাউণ্ড্ল্যাণ্ডের উপকূলের জরিপ শেষ ক'রে কুক্ দেশে ফি'রে এলেন। দেশের কর্ত্তাব্যক্তিদের অনেকেই তখন বুঝতে পেরেছেন যে কুক্ সামান্য লোক নন।

৫

সাত সমুদ্রের পার

একজন খালাসী হ'য়ে কুক্ কয়লার জাহাজের কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এখন তিনি যুদ্ধ জাহাজের একজন বড় কর্ম্মচারী। নিজে এক কালে খালাসী ছিলেন ব'লে কুক্ খালাসীদের অভাব অভিযোগ, মনের ভাব বেশ বুঝতেন, তাদের কি ক'রে চালাতে হয় তাও জেনেছিলেন। জাহাজের কাজে ঝড়, জল, ঠাণ্ডা, হিম দস্তুরমত খাটুনী—সবই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল, ফলে তাঁর শরীর হয়েছিল খুব শক্ত। খাওয়ার সুখ জাহাজে উঠলে একটুও থাকে না,—কুক্ সে কষ্টও সহ্য করতে শিখেছিলেন। পরে তিনি যখন পৃথিবী ঘুরতে বে'র হয়েছিলেন, তাঁর অধীনে যে সব লোক ছিল তাদের মধ্যে সকলেরই খাওয়ার কষ্ট অসহ্য হ'য়ে উঠত, কুকের মুখে কিন্তু কোন কথাটি কেউ কখনও শোনে নি। যত রকমের কষ্ট থাকতে পারে সবই তাঁর সহ্য করার অভ্যাস ছিল। তাঁর চেহারা ছিল লম্বা—পাকা চার হাতের ওপর। গায়ে বেশী মাংস ছিল না, কিন্তু শরীরের হাড় ছিল খুব শক্ত, শরীরের বাঁধুনীও ছিল ভাল। মনে সাহস ছিল প্রচণ্ড,—বাধা পেলে বা বিপদ দেখলে দ'মে যাওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। চওড়া কপাল, লম্বা সোজা নাক, ছোট দুটি চোখ—চাউনী খুব তীক্ষ্ণ। মুখ দেখলেই ধারণা

হ'ত, ভেতরে মনের জোর আছে, হুকুম চালাবার ও হুকুম তামিল করাবার ক্ষমতাও আছে। তিনি বাজে কথা ক'ইতেন না; কেউ তাঁর কথা না শুন্‌লে তিনি তাকে বেশ শাস্তি না দিয়ে ছাড়তেন না। তাঁর রাগটা ছিল বেশী; কিন্তু রেগে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান তিনি হারাতেন না, আর কারও ওপর অন্যায় ব্যবহার তিনি পছন্দ করতেন না।

লোকের নেতা হওয়ার জন্য যে সব গুণ দরকার তার অনেক-গুলিই তাঁর ছিল। আবার লেখাপড়া অঙ্ক প্রভৃতিতে তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। তাই যখন তিনি নেতা হ'য়ে কাজ করবার সুযোগ পেলেন, তিনি নিজের ক্ষমতার পরিচয় বেশ ভাল ভাবেই দিতে পেরেছিলেন।

ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটী জানতে পারলেন,—১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্যের ওপর দিয়ে শুক্রগ্রহ চলে যাবে, আর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কোন দ্বীপ হ'তে সেটা ভাল দেখা যাবে। এ ব্যাপার সচরাচর ঘটে না। এই সময় শুক্রের গতি ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা যেতে পারবে। তাই সোসাইটীর সভ্য যাঁরা, তাঁরা ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ্জের কাছে দরখাস্ত করলেন,—এই কাজের জন্য একখানা জাহাজ ও একদল লেখাপড়া জানা পণ্ডিত পাঠিয়ে দেওয়া হোক। যেখান থেকে এটা ভাল দেখতে পাওয়া যাবে এমন দুএকটা দ্বীপের নামও তাঁরা ক'রে দিলেন; তার মধ্যে 'মার্কুইসাস্‌' দ্বীপের নাম ছিল। রাজা মত করলেন। কিন্তু যারা যাবে তাদের নেতা হবে কে? জাহাজ

চালাতে জানে অথচ বিজ্ঞানে দখল আছে এমন লোক খুঁজতে গেলে কুকের নামই লোকে আগে করবে। কুকের মত জিজ্ঞাসা করা হ'ল ;—কুক্‌ যেতে রাজী হলেন।

কুক্‌কে তাঁর নিজের পছন্দমত জাহাজ ঠিক ক'রে নিতে বলা হ'ল। কুক্‌ 'এণ্ডেভর্‌' নামে একখানা জাহাজ পছন্দ করলেন। যে 'হুইট্‌বি'তে তিনি খালাসীর কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এখানা সেখানেই কয়লা বোঝাই দেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিল। জাহাজটি তিনশো সত্তর টন ওজনের বোঝাই নিত ; আর বেশ শক্ত ক'রে তৈরী। জাহাজে খালাসী, নাবিক-সেনা, কর্ম্মচারী, ডাক্তার, ছুতারমিস্ত্রি এ সব তো থাকলই, তা ছাড়া বিজ্ঞান জানা পণ্ডিতও জন কয়েক থাকলেন। জোসেফ্‌ ব্যাঙ্ক্‌স্‌ নামে এক পণ্ডিত, সলাণ্ডার্‌ নামে আর এক জন পণ্ডিত, ও ছবি আঁকতে পারেন এমন দুজন সাহেবকে নিয়ে কুক্‌ জাহাজে উঠলেন। তখন ফোটোগ্রাফ্‌ নেবার যন্ত্র বে'র হয় নি, নতুন দেশে নতুন কিছু দেখলে তার ছবি নেওয়া দরকার, তাই ঐ দুজন চিত্রকর গেলেন। ব্যাঙ্ক্‌স্‌ সাহেবের অবস্থা ভাল ছিল, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তাই তিনি অজস্র পয়সা খরচ করতেন। শুক্রগ্রহের গতি লক্ষ্য করবার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি, সাজ সরঞ্জামের দরকার তা তাঁর খরচেই জাহাজে জোগাড় করা হ'ল। এ ছাড়া—যদি নতুন দেশে নতুন গাছপালা, নতুন জীবজন্তু দেখা যায়, তাদের সংগ্রহ ক'রে আনার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার, তা'ও তিনি করলেন। গ্রান্‌উইচের বিখ্যাত মানমন্দির থেকে গ্রীন্‌ সাহেব নামে একজন বিজ্ঞান জানা

পণ্ডিতও এই সঙ্গে পাঠানো হ'ল। সব সুদ্ধ লোক হ'ল পঁচাশী জন। গোটা কতক কামানও জাহাজে থাকল, আর থাকল এতজন লোকের দেড় বছরের উপযুক্ত খাবার। যাত্রা করবার ঠিক আগে শোনা গেল,—'টাহিটি' নামে একটা নতুন দ্বীপ আবিষ্কার হয়েছে। তখন ঠিক হ'ল টাহিটিতেই যাওয়া হবে—সেখান থেকেই শুক্রগ্রহের গতি লক্ষ্য করা হবে।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের প্লিমথ্ বন্দর থেকে 'এণ্ডেভর্' জাহাজের যাত্রা সুরু হ'ল। আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর পার হ'য়ে জাহাজ পৌঁছল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের রাজধানী রায়ো ডি জানীরো সহরে; তারপর চলল আরও দক্ষিণ দিকে, তারপর একেবারে এল যেখানে হর্ণ অন্তরীপ। হর্ণ অন্তরীপের অঞ্চলটা বড় ভীষণ। বড় বড় ঢেউ সামলে ও ঝড়ের দাপট সয়ে জাহাজ তেত্রিশ দিনে হর্ণ অন্তরীপ ঘুরল, তারপর গোটা কতক সামান্য উঁচু প্রবাল দ্বীপ ছাড়িয়ে—ইংলণ্ড ত্যাগ করার প্রায় আটমাস পরে টাহিটি দ্বীপে পৌঁছল।

কুকের জাহাজ দেখে টাহিটির অধিবাসীরা অনেকে ডিঙ্গী চ'ড়ে কাছে এল ও গাছের সবুজ ডাল তু'লে ধরল। এটি সে দেশে বন্ধুত্বের চিহ্ন। কুক্ তা বুঝতে পেরে ডালগুলো জাহাজের রশারশির সঙ্গে আটকে দিলেন। জাহাজ এসে মাতাভি বন্দরে নোঙ্গর ফেলল।

পরদিন দুজন সর্দ্দার জাহাজে এসে উপস্থিত। তাঁরা

কুক্‌কে দ্বীপে নেমে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। কুক্‌ আর বিজ্ঞান জানা জনকয়েক পণ্ডিত ডাঙ্গায় নেমে সেই অঞ্চলের বড় সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর নাম টুটাহা, তাঁর ভাই পো ওটু ছোট ব'লে তিনি তা'র হয়ে রাজ্য শাসন করছিলেন। কুক্‌ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন—সেই সময় এক মজার কাণ্ড ঘটল। সে দেশের লোকেরা সকলেই ছিল পাকা চোর ;—সভ্য দেশেও অমন ওস্তাদ গাঁটকাটা মিলত না। তা'রা সাহেবদের পকেট থেকে এমনি কায়দায় জিনিষ তু'লে নিলে যে তাঁরা কিছু টের পেলেন না। তারপর পকেট হাতড়ে তাঁরা আর জিনিষ পান না ! শেষে টুটাহা খোঁজ ক'রে জিনিষ তাঁদের আদায় ক'রে দেন।

শুধু টাহিটির লোক নয়,—ঐ অঞ্চলে যত দ্বীপ আছে সব কয়টির লোকই যে ওস্তাদ চোর, কুক্‌ তা বেশ জানতে পেরে-ছিলেন। সেবারও অন্যান্য সাহেবরা তাঁদের জিনিষ পেলেন ; তারপর থেকে তাঁরা খুব সাবধান হলেন। তবু কি চুরি কমে ? টাহিটির লোকেরা একটু সুবিধা পেলেই চুরি করতে ছাড়ত না। জাহাজে এসে ছোট বড় যে জিনিষই হোক্‌ না কেন, চুরি করতে পারলে তা'রা ছাড়ত না ; জাহাজের লোক একটু অসাবধান হলেই একটা না একটা জিনিষ হাতিয়ে ফেলত।

এই একটা দোষ ছাড়া সেখানকার লোকদের আর বেশী দোষ ছিল না। তা'রা এমনি লোক বেশ ভাল ছিল, আর সকল সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত। তাদের গায়ে ছিল উল্কি, তা'রা কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়িয়ে রাখত, আর একখণ্ড কাপড় মাঝে ফুটো

ক'রে তার মধ্যে মাথা গলিয়ে গায়ে ঝুলিয়ে দিত। স্ত্রী পুরুষের এই একই রকমের পোষাক ছিল। তাদের নাক ছিল ছোট ও চেপ্টা, ঠোঁট ছিল পুরু। এ ছাড়া তাদের দেহে নিন্দার কিছু ছিল না। বেশ লম্বা চেহারা, গড়নও বেশ ভাল, চুল কালো, শাদা ধবধবে সুন্দর দাঁত,—এ সব দেখলে কি কেউ নিন্দা করতে পারে? তাদের মেজাজও ছিল ভাল। সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কুক্ ও জাহাজের সকলের বেশ ভাব হয়েছিল। তা'রা কুক্‌কে বলত 'টুট্'—'কুক্' নামটা তা'রা স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারত না। বড় সর্দ্দার টুটাহার সঙ্গে কুকের নাম বদলাবদলি ক'রে বন্ধুত্ব পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল।

জাহাজের লোক এদের কাছে খাবার জিনিষ কিনত। তখনকার দিনে যাদের বেশী দিন সমুদ্রে বেড়াতে হ'ত তাদের স্কার্ভি বলে এক বিশ্রী চর্ম্ম রোগ হ'ত। টাটকা ফল, মূল, সবজি খেলে এ রোগ হয় না, যদি বা হয় তা হ'লে সেরে যায়। সেই জন্য কুক্ গোড়া হ'তে কপির আচার প্রভৃতি কতকগুলো এমন খাবার জিনিষ নিয়েছিলেন, যা'তে স্কার্ভির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; তা ছাড়া তিনি আসবার পথে যেখানে সুবিধা পেয়েছিলেন সেখান হ'তেই টাটকা ফল ও শাক সবজি যোগাড় করেছিলেন। তাঁর সুব্যবস্থার ফলে জাহাজে এ রোগ হয় নি। টাহিটির লোকে ডিঙ্গীতে নারকেল ও অন্যান্য ফল নিয়ে জাহাজের কাছে আসত। তা'রা রুটি-ফলও আনত। এ ফল আগুনে তাতিয়ে নিলে রুটির কাজ করত। এ সবের বদলে তাদের পেরেক ও ঐ ধরণের জিনিষ
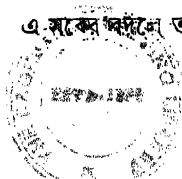
দুচারটে দিলেই চলত। সেখানে ত টাকা পয়সার চলন ছিল না, তাই জিনিষের বদলে জিনিষ দিতে হ'ত। শূয়োর বেশী পাওয়া যেত না। শূয়োরের সংখ্যা সেখানে কম ছিল ব'লে কেউ তা বিক্রি করতে চাইত না। এক একটা শূয়োরের দাম ছিল এক একটা কুড়াল। কিন্তু কুড়াল তো জাহাজে বেশী ছিল না, কাজেই জাহাজের লোকের শূয়োরের মাংস খাওয়ার সাধ ভাল ক'রে মিটত না। শূয়োর আর কুকুর ছাড়া চার পা'ওয়ালা জন্তু সেখানে লোকে চোখে দেখেনি। কুক্ সেখানে অনেক দিন ছিলেন। তিনি তাদের কাছে আদর যত্ন পেয়েছিলেন ব'লে তাদের একটু উপকার করতে ইচ্ছা করলেন। জাহাজে অনেক জীব জন্তু তিনি এনেছিলেন; তাই গোটাকতক তাদের দিলেন। তার মধ্যে কয়টা ছাগল ছিল। ছাগল পেয়ে তাদের ভারী স্ফূর্ত্তি। তা'রা তো আগে কখনও ছাগল চোখে দেখেনি। তা'রা ছাগলের নাম দিল—শিং-ওয়ালা শূয়োর! কুক্ এসেছিলেন শুক্রগ্রহের গতি লক্ষ্য করতে। সে ব্যাপারটা ঘটবে জুন মাসে, আর তাঁরা এসেছিলেন এপ্রিলে। সুতরাং অনেক দিন তাঁদের ব'সে থাকতে হয়েছিল। তাঁরা মাতাভি উপসাগরের ওপর একটা ছোট অন্তরীপে একটা ছোট্ট কেল্লার মত স্থান তৈরী ক'রে তার মধ্যে যন্ত্রপাতি খাটিয়ে ফেললেন। কোনও কাজ কর্ম্ম নেই—কিন্তু শুধু কি ব'সে থাকা যায়? কুক্ সঙ্গে হরেক রকম বীজ এনেছিলেন, সেই সব বীজের কিছু কিছু পুঁতে দিলেন। সে দ্বীপে শশা, তরমুজ, সরিষা ছিল না,—এ সবের বীজ পুঁতে দেওয়া হ'ল, তার মধ্যে শুধু সরিষার বীজেরই চারা বে'র

হয়েছিল। ব্যাঙ্কস্ সাহেব নানারকম লেবু গাছের বীজ পুঁতে-ছিলেন.—সেগুলো সব জন্মেছিল।

ক্রমে শুক্রগ্রহ লক্ষ্য করবার দিন যত এগিয়ে এল, আকাশে ততই মেঘ ও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। পরিষ্কার দিন না হ'লে কিছুই লক্ষ্য করা যাবে না, অথচ এই জন্যই এত কষ্ট স'য়ে পয়সা খরচ ক'রে তাঁরা এত দূরে এসেছেন। কুকের মহা ভাবনা হ'ল। তিনি কাছাকাছি কতকগুলো দ্বীপে লোক পাঠিয়ে দিলেন—সেখান থেকে দেখার ব্যবস্থা করার জন্য। সব দ্বীপেই তো আর মেঘলা দিন হবে না, একটা না একটা জায়গা থেকে বেশ ভাল ক'রে দেখা যাবে, এটা নিশ্চয়। কিন্তু এত উদ্যোগ আয়োজনের দরকার ছিল না। সে দিনটা বেশ পরিষ্কার ছিল,—অতিরিক্ত গরম ছিল বটে কিন্তু যা কিছু দেখবার ভালই দেখা গেল।

টাহিটিতে আর কিছুদিন থেকে,—আসবার প্রায় তিন মাস পরে, কুক্ সেখান থেকে চ'লে গেলেন। যাবার সময় টুপিয়া নামে ঐ দ্বীপের একজনকে সঙ্গে নিলেন। টুপিয়াও যাবার জন্য খুব উৎসুক হয়েছিল। তা'কে নিয়ে গিয়ে কুক্ ভালই করেছিলেন, কারণ টাহিটির লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কইত, টাহিটির কাছা-কাছি দ্বীপের লোকও সেই ভাষায় কথা কইত; কুকের জাহাজ অনেকগুলো দ্বীপের কাছ দিয়ে গিয়েছিল। গোটাকতক দ্বীপে তাঁরা নেমেছিলেন। কুক্ তাদের যে নাম দিয়েছিলেন সেগুলো বেশ নতুন রকমের—হুয়াহাইনি, উলিটিয়া, ওটাহা, টুবাই ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রথম দুটিরই নাম উল্লেখ করবার মত। উলিটিয়ার

এখনকার নাম রাইএটিয়া। ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির নাম-অনুসারে টাহিটি ও তার আশপাশের এই দ্বীপগুলোর নাম হয়েছিল, —সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ।

এ সব দ্বীপের লোকের আচার ব্যবহার ছিল টাহিটি দ্বীপের মত। অনেক জায়গায় তাঁরা অদ্ভুত গোছের এক নাচ দেখে ছিলেন। টাহিটিতে যেমন বড় বড় পাথর সাজিয়ে তৈরী একটা উঁচু বেদী দেখা গিয়েছিল এসব জায়গাতেও তাই ছিল। এই বেদী হ'ল তাদের পূজার জায়গা, বেদীর ওপর শূয়োর বলি দেওয়া হ'ত। কুক্‌ অনেকগুলো শূয়োর ছানা যোগাড় করেছিলেন ও লোকেদের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়েছিলেন। হুয়াহাইনি দ্বীপের রাজা 'ওরি'ও তাঁর সঙ্গে নাম বদল ক'রে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন।

কুকের ধারণা ছিল, দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড দেশ আছে—তাই সেটা আবিষ্কার করবার জন্য তিনি দক্ষিণ দিকে জাহাজ চালালেন। টাহিটি অঞ্চলে তাঁরা বেশ সুখেই ছিলেন। কিন্তু যত দক্ষিণে যেতে লাগলেন ততই দারুণ শীত। অনেক শূয়োর-ছানা, হাঁস, মুরগী শীতে ম'রে গেল। শীতে আর এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব দেখে কুক্‌ জাহাজ ঘুরিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের দিকে চললেন। কুকের ওপর তাই হুকুম ছিল। ইংলণ্ড ছাড়বার আগেই তাঁকে ব'লে দেওয়া হয়েছিল—টাহিটিতে কাজ সেরে তিনি প্রশান্ত মহা-সাগরের দক্ষিণ দিকে নতুন জায়গা খুঁজে বে'র করবার চেষ্টা করবেন; যদি কিছু না পান, পশ্চিম দিকে জাহাজ চালিয়ে নিউ-জিল্যাণ্ড্‌ পৌঁছবেন। নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে তাঁকে ও দেশের আশ-

পাশ ও ভেতরের খবর যতটা জানতে পারেন তা জানতে হবে। তার পর তাঁর কাজ শেষ,—তখন যে পথ দিয়ে ইচ্ছা হয় তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসতে পারেন।

নিউজিল্যাণ্ডের যেটা উত্তর দিকের দ্বীপ, সেটাকে নর্থ দ্বীপ বলে, এবং দক্ষিণের দ্বীপটাকে বলে সাউথ দ্বীপ। কুকের যাওয়ার প্রায় এক শো পঁচিশ বৎসর আগে নিউজিল্যাণ্ড্ দ্বীপটি আবিষ্কার করেছিলেন একজন ওলন্দাজ,—নাম তাঁর ট্যাস্‌ম্যান্। লোকে তখন জানত না ওটা দ্বীপ। লোকের ধারণা ছিল দক্ষিণে একটা মহা দেশ আছে, আর তারই উত্তর দিকের খানিকটা অংশ নিউ-জিল্যাণ্ড্। নিউজিল্যাণ্ড্ যে দুটো দ্বীপ,—মহাদেশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই,—কুক্‌ই সেটা প্রমাণ ক'রে এ-ভুল ভেঙ্গে দেন।

টাহিটি প্রভৃতি দ্বীপের লোকেরা ছিল শান্ত,—কিন্তু নিউ-জিল্যাণ্ডের 'মাওরি' জাতি একটু দুর্দ্দান্ত,—ঝগড়া করতে তা'রা মোটেই পিছপাও নয়। নিউজিল্যাণ্ডের কূল থেকে যেই এণ্ডেভর্ জাহাজ দেখা গেল অমনি মাওরিরা দলে দলে সেখানে জমায়েত হ'ল। নর্থ দ্বীপের পূর্ব্ব অংশে যে 'পভার্টি' উপসাগর আছে তার মধ্যে এক নদী এসে পড়েছে। কুক্ জনকতক সঙ্গী ও টুপিয়াকে নিয়ে নৌকা ক'রে মোহানার মধ্যে ঢু'কে তীরের দিকে চললেন। তাঁদের কাছে আসতে দেখে মাওরিরা প্রথমে বনের মধ্যে গা ঢাকা দিল। কুকের প্রাণে ভয় ছিল না; তিনি আর জনকয়েক ডাঙ্গায় নেমে বনের দিকে এগোতে লাগলেন; এদিকে কতকগুলো 'মাওরি' লম্বা বর্শা নিয়ে বনের পাশ থেকে ছু'টে বেরিয়ে এসে নৌকায় যারা

ছিল তাদের ওপর চড়াও হল। নৌকার লোকের অধিকাংশ জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'মাওরিরা' তবু তাদের দিকে ছু'টে গেল দেখে নৌকার কর্ম্মচারী তাদের ভয় দেখাবার জন্য তাদের মাথার ওপর দিয়ে একটা গুলি ছুড়লেন। মাওরিরা কোন রকম ভয় পেল না, বরঞ্চ একজন মাওরি বর্শা নিয়ে যারা জলে সাঁতরাচ্ছিল তাদের একজনকে লক্ষ্য ক'রে ছুড়বার উপক্রম করল। নৌকার কর্ম্মচারী তাঁকে গুলি ক'রে মেরে ফেললেন। একে মাওরিরা কখনও বন্দুকের শব্দ শোনেনি, তার ওপর মানুষটা যে অত দূরে থেকেও কি রকম ক'রে মরল তা বুঝতে না পেরে একটু হতভম্ব হয়ে রইল; তার পর তা'রা মৃতদেহটাকে টান্‌তে টান্‌তে খানিক দূর গেল,—শেষে একেবারে চম্পট দিল।

কুক্‌ গিয়েছিলেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে,—মারামারি করতে যান নি। সেই জন্য টুপিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন; কারণ টুপিয়া ঐ অঞ্চলের লোক, হয় তো তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে পারবে। মানুষ ভাবে এক, হয় আর। প্রথম দিন একটা খুন হ'ল—কুকের মতলব পণ্ড হ'ল। তার পরদিন কুক্‌ আবার নৌকায় চ'ড়ে গিয়ে ডাঙ্গায় নামলেন। টুপিয়া সে বারও সঙ্গে ছিল। টুপিয়া কোন রকমে তাদের ভাষা বুঝতে পারল—টাহিটির ভাষা আর মাওরিদের ভাষা তো ঠিক এক নয়। সে তাদের বুঝিয়ে দিল—ইংরাজরা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে নি; যদি মাওরিরা কেউ ইংরাজদের আক্রমণ না করে, ইংরাজরা কাউকে কিছু বলবে না। টুপিয়া তারপর পেরেক ও রঙ্গীন কাচের ছোট বড় পুঁতি

হাতে ক'রে তাদের দিতে গেল। তাদের মনে যে সন্দেহের ভাব ছিল সেটা তখন একটু দূর হ'ল। তারা কাছে এল, একজন মাওরির সাহস এতই বেড়ে গেল যে সে গ্রীন্ সাহেবের তরোয়াল খানা ছিনিয়ে নিয়ে ছুট দিল। তখনও তা'রা বন্দুক যে কি জিনিষ তা ভাল টের পায় নি। অমন একটা হাতিয়ার হাতছাড়া হ'য়ে যাচ্ছে দেখে প্রথমে একবার বন্দুকে ছর্‌রা পূরে আওয়াজ করা হ'ল। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না; তাই একজন সাহেব দস্তুরমত এক গুলি চালিয়ে তাকে মেরে ফেললেন।

বন্ধুত্ব করতে গিয়ে নতুন নতুন হাঙ্গামা বাধে দেখে কুক্ জাহাজ থেকে আর বে'র হলেন না। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁরা জাহাজে থাকলে মাওরিরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না, ডিঙ্গী চ'ড়ে তাদের ভাবগতিক দেখবার জন্য নিশ্চয় কাছে আসবে। সত্যই তা'রা একদিন খানকতক ডিঙ্গী চেপে এল। কুক্ হুকুম দিলেন,—ওদের একটা ডিঙ্গী ধর। তাঁর উদ্দেশ্য—গোটাকতক মাওরিকে ধ'রে জাহাজে এনে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যে, সাহেবরা লোক খারাপ নয়, তাদের মতলবও খারাপ নয়। মাওরিরা দুর্দ্দান্ত,—সহজে কি বন্দী হ'তে চায়! তারা হাতে যা পেল তাই ছুড়ে প্রথমে বাধা দেবার চেষ্টা করল। শেষে সাহেবদের গুলি চালাতে হ'ল। চার জন মাওরী গুলি খেয়ে মরল। এতে কুকের মনে খুব দুঃখ হ'ল, কারণ তিনি তো নিষ্ঠুর লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'ল; তিনজন কম বয়সী মাওরি ধরা পড়েছিল। তাদের জাহাজে এনে খাইয়ে-দাইয়ে এমনি ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়া

হ'ল যে তারা শেষে জাহাজ ছেড়ে যেতেই চায় না। এইবার মাওরিদের সঙ্গে ভাব করার সুবিধা হ'ল। বন্দীদের একজনের আত্মীয় জাহাজে এসে দেখা ক'রে গেল। ক্রমে আরও লোক জাহাজের আশপাশে ডিঙ্গী চ'ড়ে যেতে আসতে লাগল! কুক্‌ এই সময় একবার একটু দক্ষিণে হক্‌ উপসাগর ঘু'রে এলেন। সমুদ্রের জল তো লোণা ;—যে জায়গায় খাবার জল ও জ্বালানী কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এমন একটা সুবিধাগোছের জায়গা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এদিকে মাওরিদের সঙ্গে জাহাজের লোকের আলাপ বেশ জ'মে উঠল। তারা ডিঙ্গী-বোঝাই মাছ নিয়ে আস্‌ত জাহাজের কাছে। তীরের কাছে নিরাপদ নয় ও কম জল ব'লে জাহাজ থাকত ডাঙ্গা থেকে একটু দূরে, সেই জন্য মাওরিরা ডিঙ্গী ক'রে সেখানে আস্‌ত। কিন্তু মাছের অধিকাংশই হ'ত পচা ; তার ওপরে আবার মাছের বদলে জিনিষ নিয়ে মাছ না দিয়েই তারা চেষ্টা করত চম্পট দিতে। বেশী চালাক কিনা? মেলামেশাটা বাড়াবার জন্য কুক্‌ পচা মাছ কিনতেও আপত্তি করতেন না। কিন্তু যখন তারা ফাঁকি দিয়ে মাছ নিয়ে চ'লে যেত, তখন জাহাজের লোক বাধ্য হ'য়ে গুলি চালাত। ছোট গুলি—কাজেই বিশেষ ক্ষতি হ'ত না। তবু এ অঞ্চলের লোকদের অভ্যাসটা শোধরাল না। কিন্তু জাহাজ যখন আর একটু উত্তরে ইষ্ট অন্তরীপ ঘু'রে একটা বড় উপসাগরে উপস্থিত হ'ল সেখানকার লোক বড় চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ নিয়ে আসত,—তারা ফাঁকি দেবার চেষ্টা করত না সেখানে এক রকম শাকও মিলে গেল। স্কার্ভির হাত থেকে

পরিত্রাণ পাবার জন্য কুক্ এই টাটকা শাক সিদ্ধ ক'রে জাহাজের লোকদের খুব খেতে দিতেন। নিউজিল্যাণ্ডের চারদিকের সমুদ্রে খুব মাছ পাওয়া যেত, জলে মাছ কিলবিল ক'রে বেড়াত। জাহাজের লোকদের খুব স্ফূর্ত্তি, একবার জাল ফেললেই জাল ভরতি মাছ। এ ছাড়া তা'রা সামুদ্রিক পাখী মাঝে মাঝে শিকার করত।

দ্বীপে জীবজন্তু বড় বেশী ছিল না, তবে পাখী ছিল নানা রকম। 'মোয়া' নামে এক রকম প্রকাণ্ড পাখী ছিল,—প্রায় আট হাত উঁচু, কিন্তু উড়তে পারত না। সে পাখীর জাত লোপ পেয়েছে। কুক্ যে জীবজন্তু নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু দ্বীপে ছেড়ে দিলেন। তাঁর আশা ছিল, এদের ছানা হ'য়ে দল বাড়বে। কিন্তু ছাগল ও ভেড়াগুলো ডাঙ্গায় নেমে তাজা ঘাসপাতা দেখে লোভ সামলাতে পারল না, যা তা খেতে আরম্ভ করল; শেষে কতকগুলো বিষাক্ত পাতা খেয়ে তা'রা মরল। শূয়োর যা ছাড়া হয়েছিল সেগুলো মরে নি, তা থেকে শেষে অনেক শূয়োর জন্মেছিল।

মাস কয়েক আগে টাহিটিতে শুক্রগ্রহের গতি লক্ষ্য করা হয়েছিল; এবার এখানে একদিন সূর্য্যের কাছ দিয়ে বুধগ্রহের গতি দেখা হ'ল। দিনটা ছিল পরিষ্কার, তাই বুধ ছোট্ট গ্রহ হ'লেও তার গতিটা দেখা হ'ল মন্দ নয়। যেখানে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা হয়েছিল, সে জায়গাটার নাম হ'ল মার্করি উপসাগর। ইংরাজীতে 'মার্করি'র একটা মানে বুধগ্রহ। কুক্ এইখানে নেমে, 'সমস্ত দ্বীপটা ইংরাজরাজ তৃতীয় জর্জ্জের অধিকারে এল',—এই

ব'লে ঘোষণা করলেন। মাওরি জাতি এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা। গত মহাযুদ্ধে তা'রা ইয়োরোপে গিয়ে ইংরাজদের হ'য়ে যুদ্ধ করেছিল।

কুক্‌ যখন গিয়েছিলেন তখন মাওরিরা ছিল অসভ্য। পুরুষরা নানা রকম গোল গোল রেখা টেনে মুখে উল্কি কাটত, মেয়েরা মুখে লেপত লাল রং ও তেল। পুরুষরা যে দুর্দ্দান্ত ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া আর একটি সাঙ্ঘাতিক দোষ তাদের ছিল। তা'রা এক হিসাবে রাক্ষস ছিল বললেই চলে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে যে সব শত্রু মরত, তা'রা তাদের মাংস খেত; বোধ হয় ভাবত,—শত্রুদের মাংস খে'লে ওদের মত সাহস তাদের হবে।

কুক্‌ নিউজিল্যাণ্ড্‌ যে শুধু দেখে গেলেন তা নয়, তার উপকূল জরিপ ক'রে সুন্দর মানচিত্রও তৈরী করলেন। তিনি সাড়ে ছয়মাস কাল নিউজিল্যাণ্ডের উপসাগর সব ঘু'রে, সুবিধা ও দরকার মত তীরে নেমে এই মানচিত্র করেছিলেন। এতে আন্দাজি বা ভুল কিছু ছিল না। সাধে কি লোকে কুকের প্রশংসা করে!

৬

কুকের আরও কীর্ত্তি

নিউজিল্যাণ্ডের নর্থদ্বীপ ও সাউথ দ্বীপের মধ্যে যে প্রণালী ছিল সেই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চালিয়ে কুক্ প্রমাণ করলেন নিউজিল্যাণ্ড্ ছুটি আলাদা দ্বীপ। তার পর তিনি চললেন অষ্ট্রেলিয়ার দিকে।

অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড থেকে সাড়ে বার শো মাইল দূরে। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ট্যাস্ম্যানিয়া দ্বীপ,—এটি আবিষ্কার করেছিলেন ট্যাস্ম্যান্। ওলন্দাজদের পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্ত্তা ভ্যান্ ডাইমেনের নাম অনুসারে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ভ্যান্‌ডাইমেনস্ ল্যাণ্ড। ট্যাস্ম্যান্ নিজে দ্বীপে নামেন নি, তাঁর জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রী সাঁতরে ডাঙ্গায় উঠে ওলন্দাজদের জাতীয় পতাকা সেখানে পুঁতে এসেছিল। ওলন্দাজদের মধ্যে সমুদ্র-যাত্রাতে ট্যাস্ম্যানের নাম সকলের ওপরে। তিনি বাটেভিয়া হ'তে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা করেছিলেন। কুকের আগে ওলন্দাজরা মহাদ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণ দিয়ে জাহাজ চালিয়ে গিয়েছিল, আর ড্যাম্পিয়ার নামে একজন ইংরাজ কুকের আসার প্রায় সত্তর বছর আগে পশ্চিম উপকূল জরিপ করেছিলেন। পূর্ব্ব উপকূলে কোন সাহেব এ পর্য্যন্ত যান নি। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কুক্ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে এসে পৌঁছলেন। উপসাগরের তীর হ'তে একটু দূরে জাহাজ

নোঙ্গর করল; জনকতক সাহেব তীরে নামলেন। যে কয়জন আদিম অধিবাসী সেখানে উপস্থিত ছিল, তা'রা সাহেবদের নামতে দেখে দিল চম্পট। সাহেবরা দেখলেন অনেক নতুন নতুন গাছ পালা সেখানে রয়েছে। তাই উপসাগরের নাম দেওয়া হ'ল 'বট্যানি' উপসাগর,—ইংরাজিতে 'বট্যানি' মানে উদ্ভিদ্-বিদ্যা। তবে সে সব গাছ আর তত নেই। আর সেখানে তখন পাখীই বা ছিল কত,—টিয়া, কাকাতুয়া প্রভৃতি ভাল ভাল পাখী ছিল, আবার কাকও ছিল, জলচর পাখীও ছিল অনেক। পাখীদের অধিকাংশেরই ছিল জমকাল রঙ। জায়গাটা যে বেশ ভাল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কুক্ তারপর চললেন উত্তর দিকে,—খানিক গিয়ে পৌঁছলেন আর একটা বড় উপসাগরের মুখে; সে জায়গাটার নাম কুক্ দিলেন পোর্ট্ জ্যাক্‌সন্। উপসাগরের ওপরে বিখ্যাত সিড্‌নি বন্দর রয়েছে; এমন সুন্দর বন্দর পৃথিবীতে নেই বললেই হয়। কুক্ উপসাগরে না ঢুকে, উপকূলের পাশ দিয়ে আবার উত্তর-মুখো চললেন; আর যেতে যেতে যে-সব উপসাগর, অন্তরীপ দেখলেন, তিনি তাদের এক একটা নাম দিয়ে গেলেন; সব ডাঙ্গাটার নাম দিলেন নিউ সাউথ্ ওয়েল্‌স্; অন্য যে নামগুলো দেওয়া হয়েছিল তা বেশীর ভাগই জায়গাগুলোর চেহারা অনুসারে।

ডাঙ্গায় গাছ পালা ক্রমেই কমে এল। যা দুএকটা গাছ ছিল তা হতে জাহাজের লোকে কোন উপকার পেল না। যেখানে সমুদ্র ডাঙ্গার মধ্যে ঢুকেছে সেখানে জলাভূমি ও এক রকম গাছের বন,—ভেতরে ঢুকবার উপায় নেই। কিন্তু জাহাজের লোকের খাওয়ার

কষ্ট ভোগ করতে হয় নি; তা'রা ছোট বড় পাখী শিকার করত, শঙ্কর মাছের মত এক রকম বড় চেপ্টা মাছ ধরত। এই মাছের প্রকাণ্ড লেজের শেষে যে কাঁটা থাকত তাই সেখানকার লোকে বর্শার ডগায় বাঁধত। জাহাজের লোকে একবার এই মাছ একটা ধরেছিল,—ওজন তার প্রায় চার মণ। এ ছাড়া বড় বড় কাছিম মিলত ঢের।

একবার সাহেবরা ডাঙ্গায় নেমে এক রকম অদ্ভুত জানোয়ার দেখতে পান। ব্যাঙ্ক্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে গ্রেহাউণ্ড্‌ জাতীয় ডালকুত্তা একটা ছিল। গ্রেহাউণ্ডের মত দৌড়াতে কোন কুকুরই পারে না। তিনি জন্তুগুলোর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিলেন, কিন্তু পাল্লায় ডাল-কুত্তার হার হল, জন্তুগুলো দুচার লাফে সে জায়গা থেকে গেল পালিয়ে। এগুলো কাঙ্গারু। সাহেবদের কাঙ্গারু দেখা এই প্রথম।

অষ্ট্রেলিয়ার ডাঙ্গা থেকে একটু দূরে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বরাবর প্রায় বার শো মাইল লম্বা প্রবাল দ্বীপের শ্রেণী,—নাম 'দি গ্রেট্‌ ব্যারিয়ার রিফ্‌'। প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে জলপথ ছিল তারই ওপর দিয়ে কুক্‌ জাহাজ চালাচ্ছিলেন। পথটা বড়ই খারাপ,—অজানা পথে চলার বিপদ আরও বেশী। হঠাৎ একদিন ডোবা প্রবাল দ্বীপের এক অংশে ধাক্কা লেগে জাহাজ আট্‌কে গেল। তখন পরিষ্কার রাত—এই যা সুবিধা, জাহাজে হু হু ক'রে জল উঠতে লাগল। দমকল চালিয়ে জল তুলে ফেলার চেষ্টা হল, তবু জাহাজ যায় যায়। জাহাজের তলা ফেঁসে গিয়েছে, কুল্‌ কুল্‌ করে

ভেতরে জল উঠছিল। জাহাজ হাল্কা করার জন্য অদরকারী ভারী জিনিষ যা ছিল, সব ফেলে দেওয়া হ'ল,—ছুচারটে কামান পর্য্যন্ত জলে গেল; কারণ কাছাকাছি এমন দ্বীপ ছিল না যেখানে এ-সব জিনিষ উপস্থিত রাখা যেতে পারে। তার পরের রাতে নতুন ক'রে জোয়ার এল, জল ফু'লে উ'ঠে জাহাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। জাহাজ তো ভাসল কিন্তু জাহাজে জল-ঢোকা বন্ধ হয় কিসে? অনেক কষ্টে একটা পাল ও দড়া-ছেঁড়া তাল পাকিয়ে ফুটোর মধ্যে কোন রকমে দেওয়া হ'ল। তার পর জাহাজ চলল অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলের দিকে, প্রতি মুহূর্ত্তেই সাহেবদের মনে হচ্ছিল—এই বুঝি জাহাজ ডোবে। শেষে কোন গতিকে ডাঙ্গায় পোঁছে জাহাজ-খানাকে তা'রা তীরের ওপর ঠেলে তু'লে কাত ক'রে রাখল। তখন দেখা গেল জাহাজের তলা অনেকটা ফেঁসে গিয়েছে,—এত বড় ফুটো হয়েছে যে পাল ও শণের তাল দিয়ে কিছুতেই জল আট্‌কান যাবে না। একটা পাথর ফুটোয় আট্‌কে ছিল বলেই রক্ষা।

খালাসীরা তীরে তাঁবু খাটিয়ে ফেলল, কারণ যে কয় দিন জাহাজ সারানো না হয়, সে কয় দিন তো তাঁবুতেই থাকতে হবে। তখনি জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রীরা ফুটো সারতে লেগে গেল। জাহাজের লোক সেখানেই রইল; জায়গাটার নাম দেওয়া হ'ল ট্রিবিউলেশন্‌ অন্তরীপ অর্থাৎ ছুঃখ কষ্টের অন্তরীপ।

এইবার আরও কতকগুলো কাঙ্গারুর দেখা পাওয়া গেল; একটাকে গুলি ক'রে মারা হ'ল। ব্যাঙ্ক্‌স্‌ সাহেব পণ্ডিত লোক তিনি নতুন জানোয়ার দেখে কি আর চুপ করে থাকতে পারেন।

তিনি তার চেহারা কেমন, শরীরের কোনখানটা কত বড়, সব খাতায় টুকে নিলেন। কাঙ্গারু ছাড়া সেখানে দেখবার মত আর একটা জীব ছিল,—সেটা হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড বাদুড়। একদিন এক খালাসী এই বাদুড় দেখে এসে খবর দিল,—শিংওয়ালা ডানাওয়ালা এক অদ্ভুত জীব সে দেখে এসেছে! প্রকাণ্ড তার চেহারা—একটা পিপের মত। যে জানোয়ার দেখে খালাসীর পেটের পিলে চমকে ছিল,—সেটা কিন্তু আর কিছুই নয়,—সে-দেশী বড় একটা বাদুড়।

সেখানে থাকতে থাকতেই সাহেবদের অনেকেরই 'স্কার্ভি' রোগ হ'ল। কুক্ অনেক চেষ্টা ক'রেও শাক সবজি জোগাড় করতে পারলেন না। কিছু দিনের মধ্যেই জাহাজ সারান শেষ হ'ল—জাহাজ জলে ভাসল। একদিন তীর হ'তে দেড় ক্রোশ দূরে একটা প্রবাল দ্বীপে গোটাকতক কাছিম ধরা হ'ল। এই কাছিম নিয়ে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মারামারি বাধে আর কি। অসভ্যেরা তাই দেখে ডিঙ্গী চ'ড়ে জাহাজে গিয়ে হাজির। তাদের আবদার,—একটা কাছিম তাদের দেওয়া হোক্। কথাবার্ত্তা তা'রা যা বলছিল, টুপিয়ার সাধ্য ছিল না তার কিছু বোঝে, বা তাদের বোঝায়; তবে তা'রা হাত মুখ নেড়ে যা দেখাল, তা'তে এটা বুঝতে পারা গেল যে একটা কাছিম পেলে তা'রা চ'লে যাবে। খালাসীরা ভাগ দিতে চায় না, তা'রাও নাছোড়বান্দা; শেষে যখন তা'রা জোর করে নিয়ে যেতে গেল, খালাসীরা তাদের দিল হাঁকিয়ে। রেগে গস্ গস্ করতে করতে ডিঙ্গী বেয়ে তা'রা তীরে এল। তীরে তখনও তাঁবু খাটানো ছিল, মধ্যে ছিল একটি রোগী; আর তাঁবুর আশপাশে জাহাজের

লোকের কাপড় চোপড় শুকাচ্ছিল। কাছেই সাহেবদের আগুন জ্বালা ছিল; অসভ্যরা সেই আগুন নিয়ে চারিদিকের শুক্‌নো ঘাসে দিল লাগিয়ে। সে আগুন নিবিয়ে দেওয়া হ'ল অনেক কষ্টে। তখন অসভ্যরা যেখানে জাহাজের মাছ-ধরা জাল পড়েছিল সেখানে ছুটে গেল। সেগুলোতেও তা'রা আগুন লাগাবার চেষ্টা করছে দেখে ছট্‌রা চালিয়ে তাদের একেবারে দূর করে দেওয়া হ'ল।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'বুশম্যান'। কতকগুলো ডালপালা দিয়ে একটা ছাউনি ক'রে তারা তার মধ্যে বাস ক'রত। মাছ, ঝিনুকের শাঁস, কাঁকড়া ইত্যাদি সব ছিল তাদের খাবার। তাদের মাথার ঘন, ঝোপাল চুল আর দাড়ি দেখলে মনে হ'ত তারা ঝগড়াটে ভীষণ লোক, কিন্তু বাস্তবিকই তাদের সাহস ছিল কম। চেহারা পাতলা, মাথায় খাটো,—আর একেবারে উলঙ্গ। কেউ কেউ নিজেদের নাকের দুই ফুটোর মাঝখান বিঁধিয়ে টুকরা কাঠ ঢুকিয়ে রাখত; এই জন্য চেহারাটা আরও বিশ্রী দেখাত। তাদের অস্ত্র ছিল বর্শা, আর ছুড়ে মারবার জন্য 'বুমারাং' নামে একটা বেঁকান শক্ত কাঠ।

কুক্‌ আরও উত্তর মুখে জাহাজ চালালেন। কষ্টেসৃষ্টে 'ব্যারিয়ার রীফে'র হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তাঁরা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির মাঝে যে প্রণালী রয়েছে, সেখানে এলেন। লোকে আগে জানত অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিউগিনির যোগ আছে। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে টরেস্‌ এই প্রণালীর মধ্যে দিয়ে জাহাজ চালিয়েছিলেন; সে কথাটা লোকে তেমন বিশ্বাস করেনি। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কুক্‌ আবার সেই

প্রণালী দিয়ে গিয়ে লোকের ভুল ভাল ক'রে ভেঙ্গে দিলেন। কুকের চেষ্টাতেই প্রণালীটির নাম হ'ল টরেস্ প্রণালী। এই সময় কুক্ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর অংশে নেমে,—'দেশটা রাজা জর্জ্জের অধিকারে এল',—এই ব'লে ঘোষণা করলেন।

নিউগিনির এখনকার নাম পাপুয়া। কুক্ পাপুয়া থেকে বাটেভিয়াতে গেলেন। সেটা ছিল ওলন্দাজদের অধিকারে। কুক্ তখন ভারত মহাসাগর, আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর অতিক্রম ক'রে দেশে ফিরবার মতলব করেছেন। অনেকটা পথ বাকী, তাই ভাবলেন,—জাহাজটা ভাল ক'রে সারিয়ে খাবার বোঝাই ক'রে নেওয়া দরকার। কিন্তু এর জন্য বাটেভিয়াতে যে কয়দিন অপেক্ষা করতে হ'ল, সে কয়দিনের মধ্যেই জাহাজে বড় বিপদ ঘটল। জাহাজের প্রায় সকলেরই হল জ্বর। মারা গেল অনেক। জাহাজের ডাক্তার নিজে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন; টুপিয়াও মরল। সেখান থেকে যাবার আগেই মরল প্রায় সাত জন। জাহাজ তার পর চলল আফ্রিকার দক্ষিণে; কারণ তখনো সুয়েজ খাল কাটা হয় নি, আফ্রিকার দক্ষিণ দিক ঘু'রে, আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর দিয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছতে হ'ত।

জাহাজের পাটাতন ও ঘরগুলো ভিনিগার দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হ'ত,—পাছে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। তবু পথে আরও লোক মরল—প্রায় প্রত্যেক দিনই একজন মরত; ব্যাঙ্ক্‌স্ সাহেব ও সোলাণ্ডার সাহেব অসুখে পড়েছিলেন, কিছু দিন ভুগে খাড়া হয়ে উঠলেন। কিন্তু গ্রীণ সাহেব মারা গেলেন। সব সমেত প্রায় তেত্রিশ জনের

এই রকমে মৃত্যু হ'ল। এত কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় ঘু'রে বেড়াবার সময় কুকের ব্যবস্থাগুণে সকলেই ভাল ছিল; কিন্তু ফিরবার সময় এতগুলো প্রাণ নষ্ট হ'ল ভাবলে মনে দুঃখ হয়।

১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঁরা ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলেন। দেশের লোক তাঁর কীর্ত্তির কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। পথে বে'র হ'লেই লোকে তাঁকে ধন্য ধন্য করত। জাহাজের কর্ম্মচারী হিসাবে তাঁর পদবৃদ্ধি হ'ল। রাজা নিজে তাঁকে ডেকে ঘণ্টা খানেক তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। এত সম্মান পেয়েও কুকের মন টলল না, মেজাজ একটুও গরম হ'ল না। লোকে সামান্য কাজ ক'রে নিজেদের কীর্ত্তি জাহির ক'রে—বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। কিন্তু কুক্‌ এত বড় বড় কাজ ক'রে এসেও একটুও বড়াই করতেন না।

৭

বরফের দেশ

জাহাজ চালিয়ে বরাবর দক্ষিণদিকে গেলে একটা প্রকাণ্ড দেশে পৌঁছান যাবে,—এ ধারণাটা তখন অনেকেরই ছিল। লোকে আরও ভাবত,—সেটা খুব সুন্দর দেশ, জিনিযপত্র টাকা কড়িতে ভরা, মোটা-মুটি সভ্য লোকের বাস। কুক্ যখন নিউজিল্যাণ্ড্, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ঘু'রে এলেন তখনও লোকের সে বিশ্বাস গেল না। তাদের ধারণা হ'ল—আরও দক্ষিণে সে দেশ আছে।

তাই কুকের ফিরে আসবার মাস পাঁচছয় পরে ঠিক হল, দুখানা জাহাজ সেই দেশের খোঁজে দক্ষিণে পাঠান হবে, কুক্ হবেন তাদের কর্ত্তা। কুক্ হুইট্‌বির তৈরী দু'খানা জাহাজ বেছে নিলেন,—একখানার নাম 'রেজলিউশন্', সেটায় কর্ম্মচারী খালাসী নিয়ে লোক থাকল ১১২ জন; আর একখানার নাম 'য়্যাড্‌ভেঞ্চার্', তা'তে লোক থাকল ৮১ জন।

নতুন জায়গায় নতুন জিনিষ দেখবার সম্ভাবনা; কাজেকাজেই দু'একজন পণ্ডিত লোক, বৈজ্ঞানিক সঙ্গে থাকলেন। এবার ব্যাঙ্ক্‌স্ সাহেব ও সোলাণ্ডার্ সাহেব আর গেলেন না। গ্রহনক্ষত্রের গতি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এমন এক এক জন পণ্ডিত প্রত্যেক জাহাজেই রইলেন। এক জন চিত্রকরও থাকলেন।

পাছে জাহাজের লোক স্কার্ভি রোগে কষ্ট পায় সে বিষয়ে কুক্ ব্যবস্থা করতে ভুললেন না। নানারকম মোরব্বা, আচার, লবণ দিয়ে জড়ানো বাঁধাকপি, চিনিমেশানো লেবুর রস আরও কত কি থাকল; তা ছাড়া খাবার জিনিষ নেওয়া হ'ল আড়াই বছরের মত। গম চিনি প্রচুর পরিমাণে থাকল। সে অঞ্চলে নানা দ্বাপে অসভ্যদের বাস, প্রথম বারের সমুদ্র যাত্রার ফলে কুক্ তা ভাল ক'রেই জেনেছেন। তাই তিনি তাদের নজরে লাগে এমন সব খুচরা জিনিষ অনেক নিলেন। তাদের খুসী করতে হ'লে, তাদের কাছ থেকে জিনিষ নেবার দরকার হ'লে এই সব চাই। এর ওপর থাকল অনেক জীবজন্তু,—গরু, ষাঁড়, ভেড়া, ভেড়ী, শূয়োর, ছাগল, হাঁস, মুরগী; সেগুলো নিজেদের কাজেও লাগবে, আর দরকার বুঝে নতুন জায়গায়—যেখানে সে সব জন্তু নেই,—ছেড়ে দেওয়া যেতে পারবে। ঠাণ্ডা দেশে যেতে হবে—সেই জন্য শক্ত গরম ফ্লানেলের কাপড় চোপড় নেওয়া হ'ল। খাবার জলও থাকল। জাহাজের লোকের উপর হুকুম ছিল,—ধোওয়া প্রভৃতি বাজে কাজ সমুদ্রের জলেই সারতে হবে,—নচেৎ খাবার জল নষ্ট করলে বিপদ হ'তে পারে। এ ছাড়া দুজাহাজেই ২০ টন বোঝাই ধরে এমন এক একটা নৌকার কাঠামো থাকল; আপদ বিপদ বা দরকার হ'লে সে-দুটোয় তক্তা এঁটে নৌকা ক'রে ফেলা যেতে পারবে। ভেবে চিন্তে আগে হ'তে যত দূর ব্যবস্থা করা যেতে পারে কুক্ তা করলেন।

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম দিকের ম্যাডীরা দ্বীপপুঞ্জ হ'য়ে জাহাজ দুটি আফ্রিকার দক্ষিণে টেব্‌ল্ উপসাগরে উপস্থিত হ'ল। সেখানে
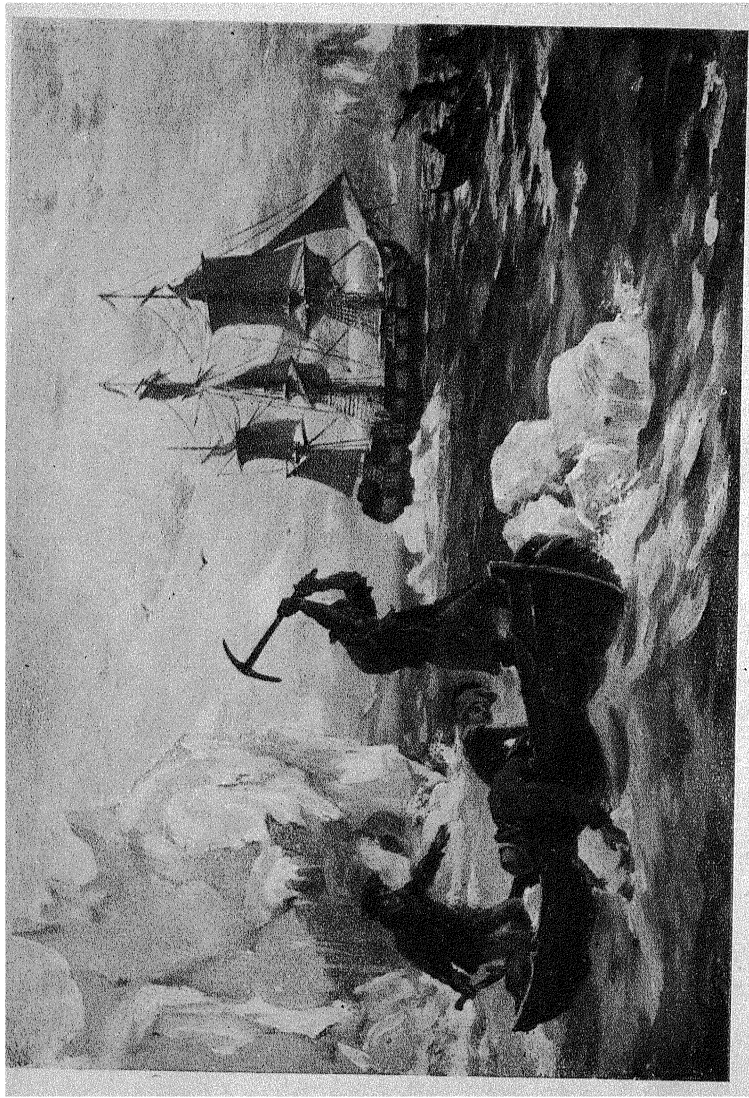
ভাল জলের জন্য বরফ জোগাড়

জাহাজ দুখানিতে ভাল ক'রে রঙ লাগিয়ে নিয়ে চালানো হ'ল আরো দক্ষিণ দিকে।

টেব্‌ল্ উপসাগর ছেড়ে খানিক দূর গিয়ে জাহাজের লোকে প্রথমে এক রকম বড় শাদা সামুদ্রিক পাখী দেখল; গোটাকতক পাখী তা'রা ধ'রে রেঁধে খেল। মুখ বদলান তো হ'ল। তারপর সে-পাখী আর পাওয়া গেল না; তখন বরফের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে। সেখানে পাওয়া গেল পেঙ্গুইন্ পাখী। ক্রমে বরফের প্রতাপ বাড়তে লাগল। শিলাবৃষ্টি, ঝড়-জল, ভোগ ক'রে জাহাজ চলল। ঝড়ে বরফ, জলে বরফ, বড় বড় বরফের চাঁই চারদিকে ভাসছে। আর কি ভীষণ শীত! গরম কাপড়চোপড় খালাসীদের আগেই দেওয়া হয়েছিল। তবু কি কাঁপুনী যায়! সে তো যে-সে শীত নয়, হাড়সুদ্ধ কাঁপিয়ে দেয়, হাত-পা অসাড় করে তোলে।

চারদিকে বরফের স্তূপ ভাসছে, কোন কোনটা ষাট সত্তর হাত উঁচু, তার ওপর সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছে। বরফের স্তূপগুলোর সূঁচাল চূড়া সব ঝক ঝকে, কিন্তু অস্ত্রের ফলার মত ধারাল ও ভয়ানক। এ সব দূর থেকেই দেখতে ভাল। জাহাজের কাছে যখন এই হিমশিলা-গুলো ভেসে বেড়াত, লোকের মনে আপনা আপনিই ভয় হ'ত। যদি জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তা হলে তো আর রক্ষা নেই। এর উপর আবার গাঢ় কুয়াসাও ছিল।

প্রথম প্রথম বরফের চাঁইগুলো ছন্ন-ছাড়া অবস্থায় ছিল। ক্রমে বরফের দেশ এল, কোথাও ফাঁক নেই; যত দূর দৃষ্টি চলে কেবলি বরফ, —বরফের পাহাড়, বরফের মাঠ, বরফের অন্তরীপ; যেখানে সমুদ্র

বরফের কোলে ঢুকেছে, সেখানে উপসাগরের মত হয়ে আছে। সে উপসাগরেও জীবের অভাব নেই,—বড় বড় তিমি মাছ সেই জলে খেলা করছে, আর লম্বা ডানাওয়ালা একরকম সামুদ্রিক পাখীও সে অঞ্চলে ছুটাছুটী করছে!

ঠাণ্ডা আরও বাড়ল। জাহাজের রশা-রশির গায়ে, মাস্তুলে আটকান যে লম্বা কাঠ পাল খাটাবার জন্য থাকে, তার ওপর,—সমস্ত জাহাজের গায়ে বরফের মালা ঝুলতে লাগল। জাহাজের লোক রশারশি নাড়তে বা টানতে গেলে বরফে হাত কেটে যেত। তাদের নাকের ডগায় পর্য্যন্ত বরফের কণা,—যেন শাদা মুক্তার নোলক! জাহাজে খাবার জলের দরকার হ'লে লোকে সমুদ্রে যে-সব বরফ ভাসত, তাই তুলে নিত; কিন্তু বিষম ঠাণ্ডায় হাত অসাড় হ'য়ে আসত, বরফ নাড়াচাড়া ক'রে আঙ্গুল ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যেত।

জাহাজের লোকের কষ্ট অবশ্য হচ্ছিল খুব, কিন্তু কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছিল দুজন বৈজ্ঞানিকের। তাঁরা জাতে জার্ম্মান, বাপ-বেটায় জাহাজে ছিলেন। তাঁদের জীবনের বেশী দিন কেটেছিল ডাঙ্গার ওপর; এখন দক্ষিণ মেরুর প্রচণ্ড শীতে জাহাজের ওপর খাওয়ার কষ্ট ভোগ ক'রে তাঁরা মনে মনে 'ত্রাহি' ডাক ছাড়ছিলেন। কুকের কিন্তু কোন বালাই ছিল না। খাওয়ার কষ্ট তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। উত্তর আমেরিকার কানাডা অঞ্চলের শীত ভোগ তাঁর অভ্যাস ছিল। তিনি আপন মনে কাজ ক'রে যেতেন। তিনি কখনও বা নৌকা পাঠিয়ে বরফের দেশে ঢুকবার পথ আছে কি না দেখছেন, কখনও জাহাজের গতি ঠিক করছেন, কখনও বা পরীক্ষা করছেন,—কি খাওয়ালে

জাহাজের লোকের স্কার্ভি হওয়া বন্ধ হয়। (যারা কাজের লোক তাদের কষ্ট সহজে হয় না।) Remember this.

বরফের দেশে ঢুকবার রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে কুক্ পূর্ব্বদিকে এগোতে লাগলেন। দুমাসের বেশী এতেই কেটে গেল। তারপর একদিন ফেব্রুয়ারী মাসে য়্যাডভেঞ্চার্ জাহাজখানা কুয়াসার মধ্যে যে কোথায় কাছ ছাড়া হ'য়ে গেল তার ঠিকানা পাওয়া গেল না। গোলা দাগা হ'ল—আশা, অনেক দূর হ'তে গোলার শব্দ শু'নে যদি তারাও সাড়া দেয়; কুক্ তিন দিন অপেক্ষা করলেন, কোন ফল হ'ল না। এদিকে দক্ষিণে বরফের দেশের মধ্যে আর এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবু কুক্ দক্ষিণ মেরুর যতটা কাছে গিয়েছিলেন, তাঁর আগে আর কেউ ততটা পারে নি। আরও দক্ষিণে যাওয়ার উপায় আর না দেখে কুক্ উত্তরে নিউজিল্যাণ্ডের দিকে রেজলিউশন্ জাহাজখানাকে চালিয়ে দিলেন। তখন মার্চ্চ মাস,—খানিক দূর উত্তরে যেতেই ঠাণ্ডা ক'মে গরম বোধ হ'তে লাগল; মাঝে মাঝে জল বৃষ্টি ছিল কিন্তু ঠাণ্ডার হাত থেকে পরিত্রাণ সকলে পেল। মার্চ্চ মাসের শেষে তাঁরা নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এক উপসাগরে পৌঁছলেন। খুব কাছেই ছিল ছোট্ট দ্বীপ। কুকের জাহাজের নাম অনুসারে দ্বীপটীর নাম হ'য়েছে রেজলিউশন্ দ্বীপ।

কুকের সুব্যবস্থার ফলে এবার জাহাজের লোকের স্কার্ভি হয় নি। কিন্তু জাহাজের ভেড়া ছাগলগুলোকে রোগ ধরেছিল; তাদের দাঁত এত আল্‌গা হ'য়ে গিয়েছিল যে তাদের ঘাস খাওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

জাহাজ নোঙর করা হ'ল। তারপর আহারের চেষ্টা। প্রথমেই

তো একটা 'সীল' মাছ গুলি ক'রে মারা হ'ল; তারপর ডাঙ্গায় নেমে শাকসবজির খোঁজ চলতে লাগল; এ ছাড়া মাছ ধরা, জলচর পাখী মারাও চলতে লাগল। গরম দেশে এসে, নতুন টাট্‌কা খাবার খেয়ে মুখ বদ্‌লে লোকে যেন বাঁচল।

সে অঞ্চলটায় লোকজন বেশী ছিল না, ছিল খুব বেশী বন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ,—এক একটার বেড় সাড়ে ছয় হাত, আর উঁচু প্রায় ষাট সত্তর হাত। কুক্‌ উপহার দিয়ে লোক কয়জনের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করলেন। লোকগুলো যেন কেমন ধারা,—নতুন লোক দেখে তারা কোন হৈ চৈ বা শত্রুতা কিছুই করল না। শত্রুতা করেছিল সেখানকার এক রকম ছোট ছোট ডাঁশ,—এত ছোট যে মশারীতে আটকায় না, আবার কামড়ালে চুলকানির চোটে প্রাণ বে'র হ'ত। তখন বর্ষাকাল,—অনবরত বৃষ্টি হচ্ছিল। কুক্‌ তখন আপন কাজে ব্যস্ত; তিনি এক রকম মদ ও চা তৈরী করেছিলেন। এই সবের গুণে জাহাজের লোক স্কার্ভির হাত থেকে এক রকম পরিত্রাণ পেয়েছিল বল্‌লেই হয়।

তারপর তাঁরা চললেন উত্তরমুখো,—কুইন্‌ সার্লট্‌স্‌ সাউণ্ডের দিকে। নিউজিল্যাণ্ডের সাউথ দ্বীপের উত্তর অংশে এই উপসাগরটি; এর নামটি কুকেরই দেওয়া। সেখানে নোঙর ক'রে জাহাজ রাখবার বেশ জায়গা ছিল; তাই কুক্‌ ঠিক করেছিলেন—দরকার হ'লে এইখানে গিয়ে উঠবেন, আর এইটি তাঁদের মিলবার জায়গা হবে।

কুইন্‌ সার্লট্‌স্‌ সাউণ্ডে যাবার পথে ভয়ানক জল-ঝড় ভোগ করতে হ'ল; এ ছাড়া আর এক ভয়ানক বিপদের হাত হ'তে তাঁরা

রক্ষা পেলেন। এক জায়গায় এক সঙ্গে ছয়টা জলস্তম্ভ তাঁরা দেখলেন, তবে কোনটাই জাহাজের কাছাকাছি ছিল না। আশ্রয়-স্থানে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, য়্যাডভেঞ্চার্ জাহাজ আগেই সেখানে এসে রয়েছে। কুকের মন থেকে একটা দুর্ভাবনার ভার নেমে গেল। য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজটা রেজলিউশন্ জাহাজের সঙ্গ ছাড়া হ'য়ে, বরাবর ট্যাসম্যানিয়ায় চ'লে এসেছিল; তার পর আগের কথামত নিউ-জিল্যাণ্ডের এক জায়গায় এসে নোঙর করেছে। মে মাসের মাঝামাঝি দুই জাহাজের মিলন হ'ল।

কুক্ ঠিক করলেন,—এই কয় মাস প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ঘু'রে দেখে বেড়িয়ে কাটাবেন, তারপর আবার গরমকাল এলে তবে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যাবেন। সেই বরফের দেশে তো শীতকালে যাওয়া চলবে না। এদিকে য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের অনেকেরই অসুখ হ'য়েছিল; তাদের সারিয়ে নেওয়ার দরকার। সুতরাং একটা চেনা জায়গায় যাওয়াই ভাল। টাহিটির লোকের সঙ্গে কুকের আগেই জানাশোনা ছিল, জায়গাটাও বেশ। তাই কুক্ চললেন বরাবর টাহিটীর দিকে।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি তাঁরা টাহিটিতে এসে পৌঁছলেন। দ্বীপের একটু দূরে সমুদ্রে আধ-ডোবা একটা ছোট্ট পাহাড়ে ধাক্কা লাগবার উপক্রম হয়েছিল। নানা হাঙ্গাম ক'রে রেজলিউশন্ জাহাজটা সেবার বেঁচে গেল। সেই সময় দ্বীপ থেকে অসংখ্য ডিঙ্গী এসে তাদের ঘিরল। টাহিটির লোকদের অনেকেই সাহেবদের চিনতে পারল; তখন তাদের খুব স্ফূর্ত্তি! যখন জাহাজের

লোক জাহাজ বাঁচিয়ে ডাঙ্গায় এসে নামল, তখন তাদের খাবার জিনিষের আর কোন অভাব রইল না। দ্বীপের অধিবাসীরা কলা, নারকেল, আরও নানারকম ফলমূল এনে হাজির করল; এর বদলে কাঁচের বড় পুঁতি ও পেরেক পেয়েই তা'রা খুসী।

৮

নতুন পুরানোর মাঝে

এই ক' বছরের মধ্যেই টাহিটির মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটেছে। কুক্ ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারলেন। দ্বীপের মধ্যে দুটো অংশ ছিল ; এই দুই অংশের সর্দ্দারদের মধ্যে একটা জবর গোছের লড়াই হয়ে গিয়েছে ; পুরানো সর্দ্দারদের অনেকেই হয় লড়াইএ, না হয় বুড়ো বয়সের দরুণ মারা গিয়েছেন। যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁরা অনেকে কুক্‌কে বেশ চিনতে পারলেন ; কুক্ ও তাঁর সঙ্গের সাহেবরা তাঁদের কাছে আদর-যত্ন যথেষ্ট পেলেন। কুকের বন্ধু 'টুটাহা' মারা গিয়েছেন ; টুটাহার ভাইপো ওটু এখন সর্দ্দার। ওটু সাহেবদের অনেক শূয়োর দিলেন, আর তাঁর হুকুমে তাঁর প্রজারা একদিন সাহেবদের নাচ দেখিয়ে গান শুনিয়ে দিল। য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের যে সব লোকের অসুখ করেছিল, তাদের তীরে এনে রাখা হ'ল ; টাট্‌কা ফল মূল খেয়ে তাদের শরীর সেরে উঠল। সেপ্টেম্বর মাসে আর কারও অসুখ রইল না।

তখন দুই জাহাজ মিলে হুয়াহাইনি দ্বীপে গেল। দ্বীপের সর্দ্দার 'ওরি' কুকের সঙ্গে এর আগেই বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন। তিনি এত দিন পরে কুক্‌কে আবার দেখে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। দুজনে কোলাকুলি করলেন। কুক্ 'ওরি'কে পিতার মত ভক্তি করতেন ; তিনি নিজের কাছে সব চেয়ে ভাল যে সব জিনিষ ছিল তাই দিলেন

ওরিকে উপহার। দ্বীপের লোকেও তাঁদের যথেষ্ট খাবার জিনিষ দিল। জাহাজ যখন হুয়াহাইনি ছাড়ল তখন দুই 'ডেক'ই বোঝাই,—তিন শো শূয়োর, আর কাঁদি কাঁদি কলা আর নারকেল ছিল দুই জাহাজে।

য্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ জাহাজে 'ওমাই' নামে সে অঞ্চলের একটি লোককে নেওয়া হল। তার বাড়ী ছিল উলিটিয়া দ্বীপে, কিন্তু সে সময় সে হুয়াহাইনি দ্বীপে এসেছিল। দুটো দ্বীপতো কাছাকাছি—মানচিত্র দেখলেই তা বুঝা যাবে। উলিটিয়ার নাম এখন রাইএটিয়া। অজানা লোকের সঙ্গে অজানা দেশে যেতে ওমাইএর আপত্তি ছিল না; সে ঠিক করেছিল সাহেবদের দেশ সে দেখে আসবে। টুপিয়া বেচারীর ভাগ্যে তা ঘটেনি, কিন্তু ওমাই বিলাত গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল।

হুয়াহাইনি ছেড়ে জাহাজ দুখানা গেল ওমাইএর দেশে,—রাইএটিয়া দ্বীপে। সেখানে কুক্‌ দ্বীপের সর্দ্দারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেলেন। সর্দ্দারের নাম 'ওরিও'। কুক্‌ সে ভোজের খুব প্রশংসা করেছিলেন। কাঁচা পাতা বিছিয়ে খাবার পাত্র হয়েছিল, তাঁরা খেলেন তার চার ধারে ব'সে। খাবার জিনিষ ছিল কলা, রুটিফল সেঁকা, আর শূয়োরের মাংস। জলের বদলে ছিল ডাব। বড় বড় শূয়োর কোনটা আধ মণের ওপর। কোনটা বা একটু কম—আস্ত সিদ্ধ করে রেঁধে দিয়েছিল, খেতে খুব সুস্বাদু হয়েছিল। কুক তাদের মাংস রান্নার খুব তারিফ করেছেন।

তারপর তাঁরা আশপাশের দ্বীপে অনেক ঘু'রে বেড়ালেন। টঙ্গাট্যাবু ও ইউয়া দ্বীপ দুটি তাঁরা দেখলেন। এ দুটি টঙ্গা বা ফ্রেণ্ড্‌লি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে,—সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে। ট্যাস্‌-

মার্কুইসাস্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ফল বেচছে
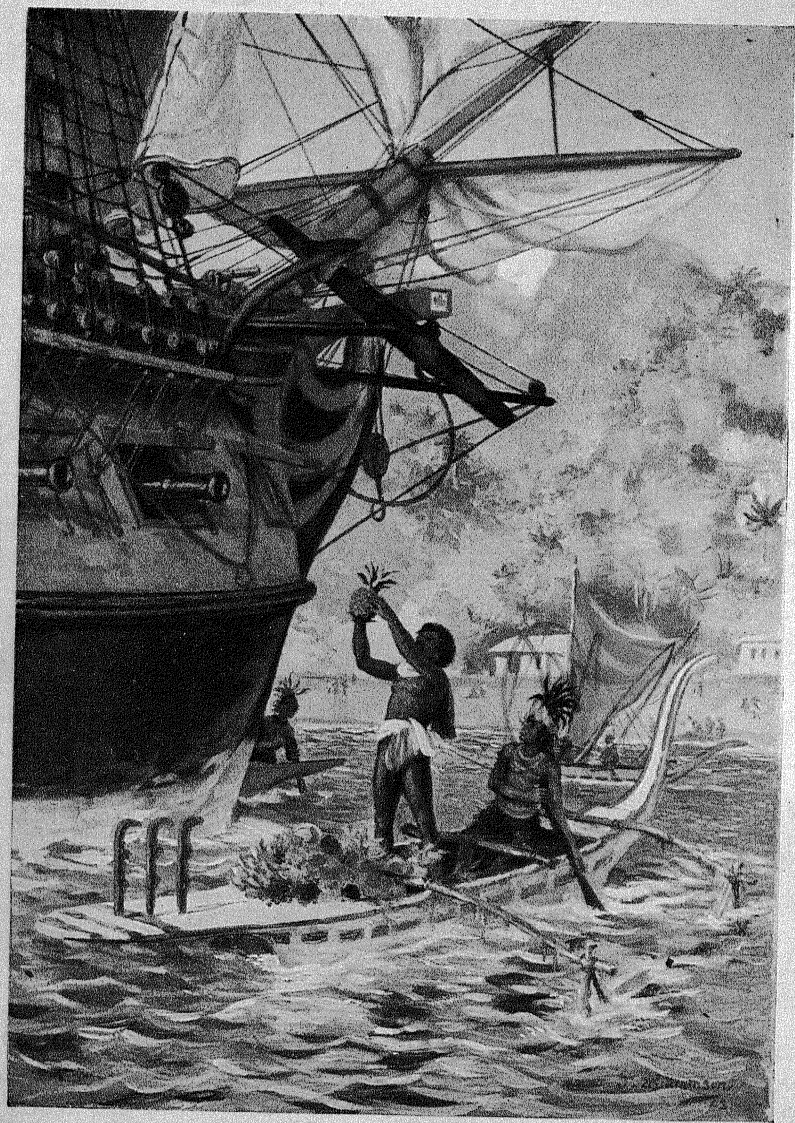
ম্যান্ এ দুটির নাম দিয়েছিলেন য়্যাম্স্টার্ডম্ আর মিড্‌লবর্গ। কুক্ এর পর গেলেন নিউজিল্যাণ্ডে, পথে য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের সঙ্গে আবার ছাড়াছাড়ি হ'ল; কুইন্ সার্লট্‌স্ সাউণ্ডএ গিয়েও দেখা মিলল না।

কুকের আর অপেক্ষা করবার সময় ছিল না। তিনি এসেছেন দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে মহাদেশ আছে কিনা দেখতে। টাহিটি নিউ-জিল্যাণ্ড্ প্রভৃতি দ্বীপে থাকার আরাম আছে, কিন্তু সেজন্য তিনি তো আসেন নি। এখন শীত কাল, এখন যাত্রা করলে তিনি গ্রীষ্মকালটা মেরু অঞ্চলে কাটিয়ে সে-দেশ খুঁজে বে'র করবার সুবিধা পাবেন। তিনি তাই য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের জন্য আর অপেক্ষা না ক'রে নভেম্বরের শেষাশেষি নিজের জাহাজ নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন।

এবারও তাঁর চেষ্টা বিফল হ'ল। বরফের দেশে গিয়ে বরফের দেওয়ালের সমুখে গিয়ে তিনি আবার বাধা পেলেন। যতদূর সমুখে দেখা যায় সেই বরফের দেওয়াল, তা ভেদ্ ক'রে জাহাজ চালানো অসম্ভব। সেই বরফের রাজ্যে বড় বড় বরফের পাহাড়—কুক্ সাতানব্বইটা পাহাড় বেশ স্পষ্ট দেখেছিলেন; দূরে আরও অনেক ঐ রকমের পাহাড় ছিল। বরফের ওপর হ'তে আলো ঠিক্‌রে প'ড়ে সমস্ত আকাশটা আলোময় ক'রে দিয়েছিল। জীব জন্তুর চিহ্ন একেবারে নেই বললেই হয়। পেঙ্গুইন্ পাখীর শব্দ শোনা গিয়েছিল বটে কিন্তু চোখে একটাও পড়ে নি; অন্য পাখী দুচারটে দেখা গিয়েছিল।

অবশেষে কুক্ আবার উত্তরমুখো জাহাজ চালিয়ে দিলেন। পথে তাঁর নিজেরই অসুখ হ'ল। তারপর জাহাজের ডাক্তার অসুখে

পড়লেন। ইষ্টার দ্বীপে এসে টাট্‌কা খাওয়ার জিনিষ মুখে দিয়ে তবে তাঁরা বাঁচলেন।

ইষ্টার দ্বীপে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেকগুলো পাথরের মূর্ত্তি আছে। সেগুলো কি, কাদের হাতে তৈরী সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কুক্ এদের বর্ণনা ক'রে অনেক কথা লিখেছিলেন। বিলাতের যাদুঘরে এই দ্বীপের দুএকটি মূর্ত্তি আছে।

এর পরে কুক্ গেলেন মার্কুইসাস্ দ্বীপপুঞ্জে। এখানকার আদিম অধিবাসীরা রুটি-ফল, কলা নিয়ে ডিঙ্গি চ'ড়ে বেচতে আসত; শূয়োর মাত্র একটি একবার এনেছিল। এই সব জিনিষের বদলে তাদের জিনিষ দিতে হ'ত। কিন্তু তাদের সঙ্গে কারবার করা দায় হ'য়ে উঠল। প্রথমতঃ তারা পাকা চোর,—কিছু চুরি করতে পারলে ছাড়ত না। একবার একজন জাহাজের একটা লোহার দাণ্ডা নিয়ে পালাচ্ছিল; তাকে ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালাতে গিয়ে ডিঙ্গীর অন্য এক জন লোকের গায়ে গুলি লাগে; তার পর থেকে অসভ্যরা আর তত ঘেঁষত না। দ্বিতীয় কারণ, একটা খালাসীর বোকামি; সে টঙ্গাট্যাবু থেকে কতকগুলো লাল পালক এনেছিল, সেই পালক দিয়ে এখানে সে একটা শূয়োর কেনে। এর পর থেকে লাল পালক না পেলে কেউ শূয়োর বেচতে চাইত না। লাল পালকের এত কদর!

তখনও য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের কোন খবর নেই। কুক্ ভাবলেন,—টাহিটিতে ফিরে একবার যাওয়া যাক্, হয় তো সেখানে য়্যাড্‌ভেঞ্চারের দেখা মিলতে পারে। তিনি টাহিটি গেলেন কিন্তু তার দেখা মিলল না। টাহিটির লোকের সঙ্গে কুকের বেশ ভাব ছিল। খাবার জিনিষ দিয়ে

তাঁ'রা জাহাজ বোঝাই ক'রে দিল। তারপর হুয়াহাইনিতে গিয়ে আবার 'ওরি'র সঙ্গে দেখা হ'ল। ওরির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কুক্ তাঁকে বললেন, "আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না— এই শেষ দেখা।" 'ওরি'র মন বড় ভাল ছিল; বন্ধুর কথা শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "তোমাদের ছেলেরা যেন এখানে আসে, আমরা তাদের আদর যত্ন করব, কোন অসুবিধা তাদের হবে না।" 'ওরি'র সঙ্গে কুকের এই শেষ দেখা নয়। আর একবার দেখা হয়েছিল,—কুক্ যখন শেষবার ভূপ্রদক্ষিণ করতে বে'র হন সেইবার।

তারপর পশ্চিম দিকে জাহাজ চালিয়ে কুক্ ফ্রেণ্ড্‌লি দ্বীপপুঞ্জে এলেন। নামুকা দ্বীপেও তাঁরা খাবার জিনিষ দরকার মত পেলেন। দ্বীপটি টঙ্গাট্যাবু দ্বীপের কাছে, আগে এর নাম ছিল রটারডাম্; ট্যাস্‌ম্যান এটি আবিষ্কার করেন। কাছাকাছি একটি ছোট দ্বীপে আগ্নেয়-গিরি থেকে আগুন, পাথর বে'র হচ্ছিল, তার ধূলো ও ছাই এত উড়ছিল যে জাহাজের লোক অস্থির হ'য়ে উঠল। আরও পশ্চিমে গিয়ে নিউ হিব্রিডিজ্ দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে তাঁরা তিনটি অতি অসভ্য জাতি দেখলেন; একটা জাতি তো প্রায় উলঙ্গ, মাথা ছোটো, বাঁদরের মত মুখ; তার ওপর রং ঘোর কালো; এরা তীরের ফলায় বিষ মাখিয়ে রাখত।

এই সময় কুক্ গোটাকতক নতুন দ্বীপ আবিষ্কার ক'রে ফেললেন— পামার্স্‌টন্ দ্বীপ, স্যাণ্ড্‌উইচ্ দ্বীপপুঞ্জ, এরোম্যাঙ্গো, নিউক্যালিডোনিয়া, আরও দুচারটে দ্বীপ। এরোম্যাঙ্গোতে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। কুক্ দু দশ জন লোক নিয়ে দুখানা নৌকা চ'ড়ে দ্বীপের দিকে এলেন

খাবার জল নেবার জন্য। তীরের ওপর আদিম অধিবাসীরা দাঁড়িয়ে-ছিল; কোথায় নৌকা ভিড়াতে হবে দেখিয়ে দিল। ডাঙ্গার খানিক অংশ—ছোট্ট একটা পাহাড়, জলের মধ্যে ঢুকে একটা ছোট্ট অন্তরীপের সৃষ্টি করেছিল; আদিম অধিবাসীদের কথা শুনে তাঁরা সেইটা ঘুরে একটা বালুময় উপকূলে এসে নৌকা ভিড়িয়ে দিলেন। অসভ্যরা এতক্ষণ ভাল ব্যবহারই করছিল, কুক্‌ তাদের আরও খুসী করবার জন্য অনেক জিনিব উপহার দিলেন। তা'রা জিনিষগুলো নিল কিন্তু কুক্‌ তাদের ব্যবহার দেখে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন না; তা'রা বর্শা, তীর ধনুক হাতে নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর তাদের সর্দ্দার কুক্‌কে ইঙ্গিত ক'রে জানিয়ে দিল—নৌকা দুটো তীরের ওপর টেনে আনা হোক; সর্দ্দার নিজের লোকদেরও কি বলল,—তা'রা তাই শুনে সাহেবদের দিকে এগিয়ে গেল। কুক্‌ এদের ভাবভঙ্গী দেখে বুঝলেন,—সাবধান হওয়া দরকার; এদের আর বিশ্বাস করলে বিপদের সম্ভাবনা। তিনি ডাঙ্গা ছেড়ে তখনি নৌকার ওপর উঠলেন; অমনি অসভ্যরা নৌকার মুখ এসে ধরল, আর দুখানা দাঁড় খালাসীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। কুক্‌ বন্দুক বাগিয়ে ধরতেই তা'রা একটু ভয় পেয়ে দাঁড় ছেড়ে দিল। কিন্তু বন্দুকের মহিমা তা'রা তখনও ভাল বুঝতে পারে নি। তীর, বর্শা, পাথর নিয়ে তা'রা তখন [illegible] ওপর ছুড়তে লাগল। তখন গুলি চলল; অসভ্যদের চার জন গুলি খেয়ে পড়ে গেল, তখন তারা দিল চম্পট। সাহেবদের এক জনের মুখে চোট লেগেছিল, আর কারও কিছু হয় নি। কুক্‌ কাছের পাহাড়টার নাম দিলেন,—ট্রেটর্স্‌ হেড্‌, অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকের অন্তরীপ।

এরোম্যাঙ্গো দ্বীপের অসভ্যরা কুকের নৌকার ওপর চড়াও হয়েছে

সব দ্বীপেই যে এ রকম কাণ্ড ঘটেছিল তা নয়। নিউক্যালিডোনিয়া দ্বীপে তাঁরা ভাল ব্যবহারই পেয়েছিলেন। দ্বীপটা এখন ফরাসীদের,—যাদের দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়, তারা ঐখানে থাকে। কুক্ যখন প্রথম গিয়েছিলেন তা'রা জাহাজ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; জাহাজে এসে তা'রা সব দেখে শু'নে যেত; ভাবত,—এ আবার কি সব আজব জিনিষ। এক একটায় হাত দিত আর ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকত। তাদের কাছে সবই প্রায় নতুন কিনা! তারা ছাগল, কুকুর, শূয়োর বা বেড়াল কখনও চোখে দেখে নি।

কাছাকাছি প্রায় সমস্ত দ্বীপই কুক্ দেখে শু'নে বেড়িয়েছিলেন, কিন্তু নিউক্যালিডোনিয়ার সব অংশ তিনি দেখতে পারেন নি; কেবল তার দক্ষিণ পশ্চিম দিকটা দেখে তাঁকে চ'লে যেতে হ'ল। দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলে আর একবার যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল,—তার সময়ও প্রায় হ'য়ে এসেছে। এর আগে আর একবার কুইন্ সার্লট্স্ সাউণ্ডে যাবার ইচ্ছা হ'ল; বোধ হয় য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের সঙ্গে যদি দেখা হয় এই আশাটা তিনি করছিলেন। তাই তিনি নিউজিল্যাণ্ডের দিকে জাহাজ চালিয়ে দিলেন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাঁরা সেখানে হাজির হ'লেন। য়্যাড্‌ভেঞ্চারের দেখা নেই। কুইন্ সার্লট্স্ সাউণ্ডের সে-অঞ্চলের লোকগুলো যেন কেমন কেমন ব্যবহার করতে লাগল। তা'রা প্রথম প্রথম জাহাজের কাছেই ঘেঁষত না; ক্রমে যখন আসতে আরম্ভ করল, তখন তাদের কথাবার্ত্তা কেমন এলো মেলো ঠেকতে

লাগল; একটা খুনো খুনি ধরণের কিছু হয়েছে, তা'রা খুব ভয় পেয়েছে,—এই ভাবের কথা গোটাকতক তা'রা বলল। কুক্ তখন কিছুই বুঝতে পারলেন না। আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে এদের ব্যবহারের মানে কি,—তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

যে কয় দিন কুক্ কুইন্ সার্লট্‌স্ সাউণ্ডে ছিলেন সে কয়দিনের মধ্যে জাহাজ খানাকে বেশ ক'রে পরিষ্কার করা হ'ল, পাল সব সারানো হ'ল, জাহাজে খাবার জল, ফল, মূল বোঝাই করা হ'ল। কুক্ যাওয়ার আগে সেখানে শূয়োর ছেড়ে দিয়ে গেলেন; তাঁর আশা ছিল—এদের বাচ্চা হয়ে দ্বীপে এক দল নতুন জন্তুর সৃষ্টি হবে। য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের দেখা পাওয়া গেল না। কাজেকাজেই কুক্ সেখান থেকে চললেন।

কুক্ এবার গেলেন দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে হর্ণ অন্তরীপে। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেই দিক থেকে একবার দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটা দেখবার শেষ চেষ্টা করা। হর্ণ অন্তরীপের কাছে তাঁরা বড়দিন কাটালেন। জায়গাটায় ভয়ানক শীত, আর সেখানকার দৃশ্য দেখলে প্রাণে আনন্দ না হয়ে আতঙ্ক হয়। তবু জাহাজের লোকেদের প্রাণে স্ফূর্ত্তি ছিল। একে তো বাড়ী যাবার আর বেশী দেরী নেই, সে জন্য মনে আনন্দ হ'তেই পারে; তা ছাড়া সেখানে খাওয়ার অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। সামুদ্রিক পাখী ও সীল মাছের মাংসে তাদের পেট ভরত; সীল মাছ মেরে আর একটা উপকার হয়েছিল, মাছের তেলে আলো জ্বালা হ'ত।

এই সীল মাছের চামড়া সেখানকার লোকের কাপড়ের কাজ করত। কেউ পরত একটা মাছের চামড়া, কেউ বা দুই তিন খানা
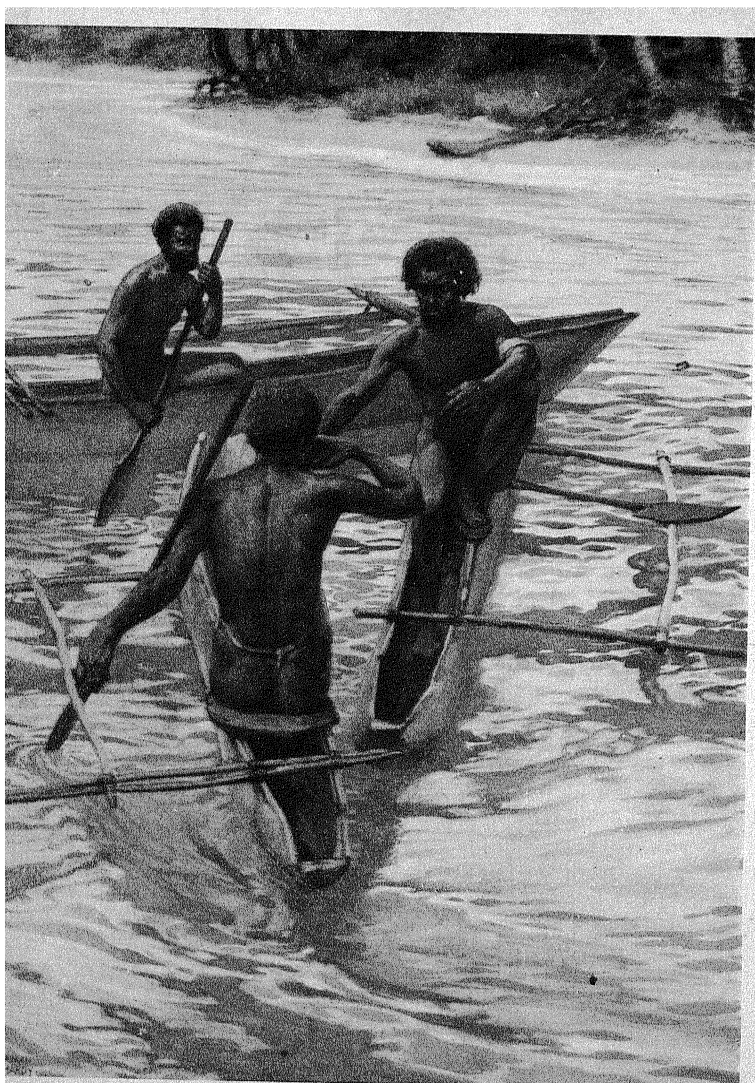
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপের লোক

ক্যাপ্‌টেনের চিঠি। 'য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌' কুকের আসবার অনেক আগে সেখানে পৌঁছে ইংলণ্ডে চ'লে গিয়েছিল।

কুইন্‌ সার্লট্‌স্‌ সাউণ্ডে য়্যাড্‌ভেঞ্চারের লোকেদের কি বিপদ হয়েছিল কুক্‌ এই বার তা জানতে পারলেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ডে যাবার পথে দুই জাহাজের ছাড়াছাড়ি হয়, তারপর আর দুই জাহাজ এক জায়গায় মিলতে পারে নি। কুক্‌ কুইন্‌ সার্লট্‌স্‌ সাউণ্ডে গেলেন, আবার চলে এলেন, কিন্তু য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ তখন ঝড় ভোগ করছিল। কুক্‌ চলে আসবার সময় একটা গাছে একখানা চিঠি রেখে এসেছিলেন; তাঁর চলে যাবার ছয়দিন পরে য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ সেখানে গিয়ে সে চিঠি পেল। জাহাজের অধ্যক্ষ তখন জাহাজটাকে মোটামুটি সারিয়ে সে-স্থান ত্যাগ করে যা'তে কুক্‌কে ধরতে পারেন তার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ফল মূল জোগাড় করবার জন্য জন দশেক লোককে একটা নৌকা ক'রে কাছাকাছি একটা জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। তাদের আসতে দেরী হচ্ছে দেখে একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নৌকা আর একখানা নিয়ে খুঁজতে বে'র হ'ল। একটা উপসাগরে পৌঁছে তা'রা দেখল কতকগুলো ডিঙ্গী রয়েছে, আর তার কাছে কয়েকটা ঝুড়িতে মাংস রয়েছে। এদিকে হাজার দেড়েক আদিম অধিবাসী বন থেকে বেরিয়ে আসছিল। সাহেবদের মনে তখন সন্দেহ হ'ল,—তা'রা যাদের খোঁজে বেরিয়েছে তা'রা বেঁচে নেই; এই অসভ্যরা তাদের খুন ক'রে ঐ ঝুড়িতে তাদের মাংস রেখেছে, খাবার জন্য। সাহেবরা তখন রাগে অন্ধ হয়ে অসভ্যদের উপর গুলি চালাল; অসভ্যদের

বিশেষ ক্ষতি হ'ল না, কারণ অনেকগুলো বন্দুক আওয়াজ করা গেল না। তীরে তখনও আগেকার দলের সাহেবদের কাটা মাথা, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি প'ড়ে ছিল। কিন্তু আর তো কোন উপায় ছিল না; অসভ্য যারা আসছিল তা'রা দলে পুরু; সুতরাং সাহেবরা সে স্থান ত্যাগ ক'রে চলে এল; আসবার আগে অসভ্যদের ডিঙ্গী ক'খানা পুড়িয়ে দিতে ভুলল না।

য়্যাড্‌ভেঞ্চার্ জাহাজের লোকেদের মধ্যে এতগুলো প্রাণ অপঘাতে গেল। কুকের জাহাজে মাত্র চার জন লোক মারা গিয়েছিল; দুজন ডু'বে মরেছিল, এক জন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়, অসুখে মরে মাত্র এক জন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে কুকের জাহাজ ইংলণ্ডে পৌঁছল।

উত্তমাশা অন্তরীপ ছেড়ে তার পর আবার ফি'রে আসতে কুক্‌কে জাহাজ চালাতে হয়েছিল প্রায় ত্রিশ হাজার ক্রোশ। তিনি যে পথে চলেছিলেন তা'তে পৃথিবীর বেড় প্রায় তিনবার ঘু'রে আসা যায়। একবার রেজলিউশন্ জাহাজ ক্রমাগত একশো বাইশ দিন চলেছিল, আর একবার একশো সতের দিন চ'লে সাড়ে পাঁচ হাজার ক্রোশের ওপর ঘুরেছিল,—এর মধ্যে ডাঙ্গার মুখ দেখেনি। ইংলণ্ড থেকে যাত্রা ক'রে আবার ফিরে আসতে লেগেছিল তিন বছরেরও ওপর। এর মধ্যে কুক্ কত কাজ করেছিলেন, কত নতুন দেশ দেখেছেন, আবিষ্কার করেছেন, কত নতুন খবর এনেছেন। দক্ষিণ মেরুতে চেষ্টা ক'রেও যেতে পারেন নি; কিন্তু মোটের ওপর তাঁর সমুদ্র-যাত্রা বিফল হয় নি।

৯

নিজের দেশে

কুক্ দেশে এসে বেশ সম্মান পেলেন। তাঁর পদের উন্নতি হ'ল, আর তিনি একটা নতুন পদও পেলেন,—সেটি গ্রীন্‌উইচ্ হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদ! তিনি ইংলণ্ডের 'রয়্যাল সোসাইটি'র সভ্য হলেন। যাঁরা দেশে খুব পণ্ডিত ব'লে বিখ্যাত তাঁরাই এ সমিতির সভ্য হ'তে পারেন। কুক্ নিজের ক্ষমতায় যে টুকু লেখা পড়া শিখেছিলেন ও লেখা পড়ার কাজ করেছিলেন তার জোরে তিনি এমন একটা বিখ্যাত সমিতির সভ্য হ'তে পেরেছিলেন। সমিতিতে তাঁর দুটি প্রবন্ধ পড়া হ'ল,—একটি অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব উপকূলে জোয়ার ভাটার বিবরণ, আর একটি প্রবন্ধ দূর সমুদ্রযাত্রার সময়ে কি উপায়ে জাহাজের লোক 'স্কার্ভি' রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে,—তার ওপর লেখা হয়েছিল। এই শেষের প্রবন্ধটির জন্য তিনি একটি ভাল সোনার মেডাল পেয়েছিলেন। এটা বছর বছর দেওয়া হ'ত,—বছরে পরীক্ষা ক'রে সব চেয়ে ভাল নতুন তত্ত্ব যিনি বে'র করতে পারবেন তিনিই এ পদক পাবার অধিকারী। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে 'স্কার্ভি' নিবারণ সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ দিয়েছিলেন তা খুবই ভাল হয়েছিল। কুকের বয়স তখন আটচল্লিশ বছর;—এর মধ্যে সমুদ্রে তাঁর চৌত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। কুকের বাপ তখনও বেঁচে,—তাঁর বয়স তখন বিরাশী বছর। কুকের তখন দুটি ছেলে বেঁচে,—বড়টি তের বছরের,

ছোটটির বয়স ছিল বারো। কুক্ ইংলণ্ড ছেড়ে শেষবার যাবার কিছু দিন পরেই আর একটি ছেলে হয়েছিল।

কুক্ অনেক কাজ করেছেন। তাঁকে এই কয় বছরে যে কত বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে তা বলবার নয়। তাঁর নামও খুব বেরিয়েছিল। এ রকম অবস্থায় অন্য লোক হ'লে ঘরে ব'সে ছেলে পিলে নিয়ে জীবনের শেষ ভাগটা কাটিয়ে দিত। তাঁর বয়স হয়েছিল, —তিনি ঘরে ব'সে থাকলে কেউ কিছু বলতে পারত না। সম্মান, টাকাকড়ি,—এই দুয়ের লোভে লোকে নানা দেশ ঘু'রে নানা কাজ করতে যায়। কুকের উপস্থিত কিছুরই অভাব ছিল না। তবু তিনি ঘরে ব'সে থাকতে পারলেন না। যে লোক একবার অজানার ডাকে নতুনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে, তার পক্ষে ঘরে আটক থাকা কষ্টকর। যে একবার নানা জায়গায় ঘু'রে দেশ দেখে, দেশ খুঁজে বেড়িয়েছে, সে ঘু'রে বেড়াতেই চায়। এ যেন একটা নেশা। আট-চল্লিশ বছর বয়স হ'লেও কুক্ বুড়ো হয়ে যান নি; শাদাসিদে ভাবে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন; আয়েস ভোগ করা বা খাওয়া দাওয়ার অত্যাচার এ সব তাঁর ছিল না। তার ফল হয়েছিল এই,—একজন যুবা পুরুষের গায়ে যে ক্ষমতা থাকে, পরিশ্রম ও কষ্টভোগ করবার যে শক্তি থাকে,—অত বয়সে কুকেরও তাই ছিল। তাই যখন সুবিধা এসে জুটল,—তিনি আর একবার বেরিয়ে পড়লেন,—এই হ'ল শেষবার তাঁর সমুদ্র যাত্রা।

দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে যে কোন মহাদেশ নেই,—লোকের এ ধারণা স্থির হ'য়ে গিয়েছিল। কুক্ ফিরে এসে লোককে যে কথা জানিয়ে

দিলেন তা হতে তা'রা বেশ বুঝেছিল,—তাদের আগেকার ধারণা ভুল, ওখানকার যে দেশ, তা বাসের অযোগ্য,—সেখানে মানুষ ইচ্ছা ক'রে বাস করতে যাবে না।

দক্ষিণ সম্বন্ধে লোকে নিশ্চিন্ত হ'ল বটে, কিন্তু তখন লোকের মনে আরো একটা ধারণা ছিল। সেটা হচ্ছে,—উত্তর-পশ্চিমে এমন একটা জলপথ আছে, যেটা দিয়ে গেলে চীন অঞ্চলে পৌঁছান যাবে। আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়ে, উত্তর আমেরিকার উত্তর দিক ধ'রে বরাবর জাহাজ চালালে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছিতে পারা যাবে,—লোকের এই ছিল বিশ্বাস। এই জল-পথটা আবিষ্কার হ'লে এশিয়া মহাদেশে যাবার সুবিধা হবে,—শীঘ্র যেতে পারা যাবে,—এই জন্য অনেকবার অনেক লোকে চেষ্টা করেছে, কোন ফল হয় নি। বিলাতের পার্লামেণ্ট সভা একটা পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করেছিলেন,—যদি কোন জাহাজ এ পথ বে'র করতে পারে তবে ঐ জাহাজের লোকে কুড়ি হাজার পাউণ্ড,—প্রায় তিন লাখ টাকা পাবে।

এতদিন ইউরোপের দিক্‌ থেকে এশিয়ায় যাবার চেষ্টা হয়েছিল,—সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নি। তাই লোকে ঠিক করল,—যদি এশিয়ার দিক্‌ থেকে ইউরোপে যাবার,—অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর থেকে যাত্রা ক'রে আমেরিকার উত্তর দিক্‌ ঘু'রে আট্‌লান্টিক মহাসাগরে আসবার—চেষ্টা করা হয়, তা হ'লে সুফল হবার সম্ভাবনা।

কিন্তু এ কাজের ভার দেওয়া হবে কার ওপর? অন্য সময় হ'লে এ কাজের ভার কুকের ওপর দেওয়া হ'ত। কিন্তু এই কয়দিন হ'ল তিনি পৃথিবী ঘু'রে এসেছেন,—এ অবস্থায় তাঁকে এ কথা বলা যায় কি

ক'রে? তবু অন্য উপায়ে তাঁর মতটা জানা দরকার, কারণ অমন উপযুক্ত লোক তো আর মিলবে না। তাই ইংলণ্ডের নৌবিভাগের কর্ত্তারা একটা মতলব ঠিক করলেন। লর্ড স্যাণ্ড্উইচ্ নামে এক জন বড় কর্ত্তা, অন্য অন্য কর্ত্তাব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করলেন, সে ভোজে কুকেরও নিমন্ত্রণ হ'ল, কারণ কুকের সঙ্গে লর্ড স্যাণ্ড্উইচের বেশ পরিচয় ছিল, আর কুকের মতটা বুঝবার এই একটা সুযোগ। খাওয়ার সময় কথাটা উঠল,—পথটা আবিষ্কার হ'লে পৃথিবীর কত উপকার হবে, আবিষ্কার করতে কত বিপদের মুখে পড়তে হবে, এই সবের আলোচনা যেই আরম্ভ হ'ল, কুকের উৎসাহ দেখে কে? তিনি আসন ছেড়ে উৎসাহে অধীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললেন,—তিনি এ কাজের ভার নেবেন। কেউ আর আপত্তি করলেন না।

জাহাজ দুখানা ও লোক ঠিক করবার ভার কুকের ওপরেই থাকল। রেজলিউশন্ জাহাজখানা সারিয়ে ঠিক করা হয়েছিল; সেখানা ও আর একখানা হুইট্‌বির তৈরী তিন শো টনের জাহাজ,—এই দুখানা কুক্ পছন্দ করলেন। দ্বিতীয় জাহাজখানার নাম তিনি দিলেন—'ডিস্কভারি'। তাঁর পুরানো লোকদের অনেকেই যেতে রাজী হ'ল। রেজলিউশনের অধ্যক্ষ হলেন কুকের পুরানো কর্ম্মচারী ক্লার্ক সাহেব। এণ্ডার্সন সাহেব থাকলেন ডাক্তার, বিজ্ঞান বিভাগের ভারও তাঁর ওপর থাকল। রেজলিউশন্ জাহাজে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি ঠিক করবার ও জাহাজ চালাবার যে যন্ত্রপাতি সব থাকল, তার ভার থাকল কুকের অধীন কর্ম্মচারী কিং সাহেবের ওপর। 'ডিস্কভারি' জাহাজের এই সব যন্ত্রপাতির ভার থাকল আর একজনের ওপর। এঁরা

সবাই পুরানো লোক। ছবি আঁকবার জন্য এক জন চিত্রকর থাকলেন তাঁর নাম 'ওয়েবার্‌'। 'ওমাই' কুকের সঙ্গে ইংলণ্ডে এসেছিল, সেও এই সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে ঠিক হ'ল। বাজনার যন্ত্র, সাঁজোয়া, ভাল ভাল কাপড় চোপড় প্রভৃতি নানা উপহার নিয়ে 'ওমাই' এসে জাহাজে উঠল। ইংলণ্ডে সে এত আদর যত্ন পেয়েছিল যে বাড়ী যাবার আনন্দে না নাচলে সে সেখান থেকে নড়তেই চাইত না।

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আট্‌লাণ্টিক্‌ মহাসাগরে যাবার রাস্তা খুঁজে বে'র করাই ছিল এবারের প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া ছোট খাট ভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়েছিল বিস্তর। নতুন নতুন জায়গা দেখলে তার অবস্থান ঠিক করতে হবে ; স্রোত, জোয়ার, ভাটার বিবরণ লিখতে হবে ; সমুদ্র কোথায় কতখানি গভীর, ডুবো পাহাড় কোথায় আছে, দেশ সব দেখবার যা উপায় আছে তা কি রকম, কি ফসল হয়, কোথায় কি পাখী, জীবজন্তুর বাস, সমুদ্রে যে সব নদী এসে পড়েছে তা'তে কি রকম মাছ, কোথায় কি রকম ধাতু বা পাথর পাওয়া যায়, আদিম অধিবাসীদের প্রকৃতি কি রকম ও তাদের সংখ্যা আন্দাজ কত,—এ সব দেখতে হবে। নতুন গাছ নজরে পড়লে তার বীজ আনতে হবে ; দামী পাথর বা খনিজ জিনিষ দেখতে পেলে তা কিছু কিছু নিয়ে আসতে হবে ; নতুন জীবজন্তু দেখলে তার ছবি এঁকে নিতে হবে, উপকূলের জরিপ করতে হবে। এই জন্যই কুক্‌ কর্ম্মচারী বেশী নিয়েছিলেন। নতুন আশা উৎসাহ নিয়ে সব লোক জাহাজে গিয়ে উঠল।

১০

আবার সমুদ্রের বুকে

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কুক্ রেজলিউশন্ জাহাজের অধ্যক্ষ হবার অনুমতি পেয়েছিলেন। যোগাড়যন্ত্র শেষ ক'রে তিনি জুলাই মাসে ইংলণ্ড ছেড়ে আবার বে'র হলেন। 'ডিস্কভারি' জাহাজখানা তখনও যাত্রার জন্য তৈরী হয় নি,—সেখানা আর কিছু দিন বাদে ছাড়ল।

টেব্‌ল্ উপসাগর হ'য়ে জাহাজ গিয়ে উঠল গোটা কতক দ্বীপে। এগুলো বছর চারেক আগে আবিষ্কার হয়েছিল। কুক্ এদের নাম দিলেন। তারপর আর একটা দ্বীপ দেখে তাঁরা গেলেন ট্যাস্ম্যানিয়াতে; 'য়্যাড্‌ভেঞ্চার্' উপসাগরে জাহাজ দুখানি নোঙর করল। জাহাজে গরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি জন্তু ছিল; তীরে ঘাসের অভাব ছিল না, তারা খেয়ে বাঁচল।

সেখানকার অধিবাসীরা সাহেবদের দেখতে এল, কোন রকম ভয় তা'রা পেল না। তা'রা অতি অসভ্য,—দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে যে আদিম অধিবাসীদের দেখা পাওয়া গিয়েছিল তাদের মতই এরা প্রায় অসভ্য, মূর্খ। এদের কাপড় চোপড় ছিল না। এণ্ডার্সন্ সাহেব পণ্ডিত লোক, এরা যে সব কথা ব্যবহার করে তিনি তার একটা তালিকা তৈরী ক'রে ফেললেন। কুক্ এখানে এক জোড়া শূয়োর ছেড়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছা ছিল,—এই শূয়োর জোড়ার ছানা হ'লে দ্বীপে

এক পাল শূয়োর হ'বে, দেশের লোকের উপকার হবে। সেই জন্য তিনি বনের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। বনের মধ্যে ছাড়ার উদ্দেশ্য,—যাতে দ্বীপের লোকেরা আগেই তাদের মেরে না ফেল্‌তে পারে। বোধ হয় কুকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি, কারণ তারা মানুষের হাত থেকে রক্ষা পেলেও বনের পশুর হাত থেকে সম্ভবতঃ রক্ষা পায় নি। সে দ্বীপে বাঘের মত দুরকম খুব হিংস্র জন্তু ছিল। তারা শূয়োর দুটীকে সাবাড় করেছিল নিশ্চয়।

তার পর চললেন তাঁরা পূবদিকে। দিন কতক ঝড় ভোগ ক'রে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরা এলেন কুইন্‌ সার্লট্‌স্‌ সাউণ্ডে। নিউজিলাণ্ডের এই জায়গাতেই সেবার 'য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌' জাহাজের কয়জন লোককে আদিম অধিবাসীরা বেঘোরে পেয়ে মেরে খেয়েছিল। তাই এবার জাহাজ দেখে তাদের প্রাণে ভয় হ'ল,—তা'রা ভাবল এরা বুঝি শাস্তি দিতে এসেছে। কিন্তু কুকের সে রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না। খালাসীরা তীরে নেমে রাগের কোন লক্ষণ প্রকাশ করল না,—বরঞ্চ তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে এই ভাব দেখাল। তখন তা'রা সাহস পেয়ে কাছে এল, আর জিনিষপত্র এনে বেচাকেনা করতে লাগল। কুক্‌কে তা'রা বোঝাতে চাইল,—তাদের কোন দোষ নেই, যত দোষ 'কাহুরা' নামে এক সর্দ্দারের। এই কাহুরার পরামর্শেই সেকাজ হ'য়েছিল, আর তার নেতা ছিল কাহুরা নিজে। কুক্‌কে বারবার তা'রা বলল,—কাহুরা বড় পাজী লোক,—তাকে মেরে ফেলা হোক। তিনি কোন কথা কানে তুললেন না। তখন কাহুরারও সাহস হ'ল,—সে একদিন জাহাজে এসে উঠল। ওমাই সেখানে তাকে দেখে

খুন করে আর কি,—ওমাই সেবার য়্যাড্‌ভেঞ্চার্‌ জাহাজে থেকে সব ব্যাপারই জানত, তাই তার এত রাগ। কুকের দয়ায় কাহুরা বেঁচে গেল।

জাহাজের পশুগুলোর জন্য ঘাস যোগাড় করতে মাঝে মাঝে নৌকা তীরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। দেশের লোকগুলো ছিল বদ্‌, এবারও তারা একটা নৌকার খালাসীদের মেরে ফেলবার মতলব করেছিল। আগে থেকে সেখানকার এক বুড়োর কাছে খবর পাওয়া গিয়েছিল,—তাই রক্ষা। যা হোক এবার আর কোন দুর্ঘটনা হ'ল না। ফলমূল, কাঠ, খাবার জল নিয়ে জাহাজ দুখানি চলল, সেখান থেকে আবার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। দুজন মাওরি ছেলে ইচ্ছা ক'রে জাহাজে উঠে সাহেবদের সঙ্গে চলল।

তাঁরা প্রথমে এলেন ম্যাঞ্জিয়া দ্বীপে, এটাও কুক্‌ আবিষ্কার করেন। দ্বীপের সর্দ্দার ছাগল কখনও চোখে দেখে নি, তাই জাহাজের ছাগল দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল,—এটা কি পাখী?

দ্বীপে দরকারী কোন জিনিষ মিলল না, তাই কুক্‌ সেখানে আর থাকলেন না। এর পর তিনি আর একটা নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করলেন,—নাম তার ওয়াটিয়া। এ সব ছোট ছোট দ্বীপ। এখানেও জাহাজ নোঙ্গর করবার জায়গা ছিল না, কাঠ জল কিছু মিলল না, মিলল শুধু কলা আর নারিকেল। কুক্‌ তাই একটা সুবিধা গোছের জায়গা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। এই সময়ে কুক্‌ গেলেন পামার্ষ্টন দ্বীপে। এই দ্বীপগুলোর এখন নাম হয়েছে কুক্‌ দ্বীপপুঞ্জ। তার পর জাহাজ এল পশ্চিমে,—ফ্রেণ্ড্‌লি দ্বীপপুঞ্জের মাঝে নামুকা দ্বীপে। কুক্‌ তিন বছর আগে আর একবার এখানে এসেছিলেন। ট্যাস্‌ম্যান্‌

এখানে এক শো চৌত্রিশ বছর আগে এসেছিলেন,—এর নাম তিনি দিয়েছিলেন রটার্ডাম্।

দ্বীপটি নীচু,—বেড় প্রায় ছয় মাইল। ছোট দ্বীপ হ'লেও সেখানে গাছপালা ঝোপ থাকাতে জায়গাটা বেশ সুন্দর দেখাত। তীরে তাঁবু খাটান হ'ল; দূরবীণ প্রভৃতি যন্ত্র নামিয়ে একটা সাদাসিদে রকমের মানমন্দির খাড়া ক'রে সেখান থেকে ঘড়ির সময় ঠিক ক'রে নেওয়া হ'ল। এ সব পাহারা দেবার জন্য লোকের ব্যবস্থা অবশ্য ছিল। গরু ছাগলগুলোকেও তীরে রাখা হ'ল, তাজা ঘাস খেয়ে তারা বাঁচল। জাহাজের লোকেও তাজা ফলমূল, মাংস খেয়ে পেট ভরাল। এখানকার লোকেরা সাহেবদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেছিল; তা'রা নির্ভয়ে জাহাজে শূয়োর, নানারকম পাখী, ফলমূল এনে বেচত, তার বদলে নিত পেরেক, ছোট কুড়াল ও কাচের পুঁতি। শূয়োর এত কেনা হ'ল যে কিছু মাংস লোণা ক'রে রাখা হ'ল। খাবার জল ভাল মিলল না, তার বদলে জুটল পেট ভ'রে ডাবের জল।

ফ্রেণ্ড্‌লি দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দু তিন মাস কেটে গেল; কিন্তু দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা ছিল ভয়ানক চোর। অন্য বিষয়ে তা'রা লোক বেশ ভাল ছিল, সাহেবরা তাদের ওপর খুব খুসীই হয়েছিলেন,—এমন কি একবার কতকগুলো আতসবাজী পুড়িয়ে তাদের স্ফূর্ত্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এই একটা বিষম দোষে তাঁরা অস্থির হয়েছিলেন। কুকের সহজে রাগ হ'ত না। তিনি পর্য্যন্ত রেগে তাদের দস্তুরমত শাস্তি দিয়েছিলেন,—এমন কি তাদের জন কতকের কান কেটে দিয়েছিলেন। ক্লার্ক সাহেব শেষে চোরের মাথা মুড়িয়ে

দিতে লাগলেন,—নেড়া মাথা লোক দেখে সবাই উপহাস করত। কেউ আর ইচ্ছা ক'রে ঠাট্টার পাত্র হ'তে যায় না তো,—তার ওপর কান কেটে নেবার ভয়ও ছিল। এই সব নরম গরম ব্যবহারের ফলে চুরি অনেক কমে গেল।

ফ্রেণ্ডলি দ্বীপপুঞ্জে অনেক দিন সাহেবরা ছিলেন, তাই আদিম অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ও গাছপালা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়েছিল। পুরুষদের দোষগুণের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। মেয়েরা ছিল নাচগানের খুব ভক্ত,—নাচগান ক'রে আমোদ আহ্লাদে তা'রা দিন কাটাত। তাদের কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ান থাকত, কাপড়টা ছিল হাঁটু পর্য্যন্ত কিন্তু বেশ পরিষ্কার, তাদের শরীরও তা'রা খুব পরিষ্কার রাখত। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের সঙ্গে এদের অনেক তফাৎ।

তারপর চললেন তাঁরা টাহিটির দিকে। পথে 'ইউয়া' দ্বীপে একবার থামলেন। আগের বারে কুক্ এখানে গাজরের বীজ পুঁতে গিয়েছিলেন; এবার এসে গাজর খেতে পেয়ে তাঁর ভারি আহ্লাদ হ'ল। অনেক কুকুরও তিনি দেখতে পেলেন। তিনি গতবার দ্বীপের সর্দ্দারকে যে এক জোড়া কুকুর দিয়েছিলেন, অনেকগুলো তাদেরই বাচ্চা, আর কতকগুলো অন্য সব দ্বীপ থেকে আনা হয়েছিল।

টাহিটিতে এসে তাঁরা দেখলেন যে আগে যে ছাগল তাঁরা এখানে রেখে গিয়েছিলেন সেগুলোর ছানা হ'য়ে অনেক বেড়েছে। মাঝে দুখানা স্পেন দেশের জাহাজ এসে দ্বীপের লোকদের একটা বেশ ভাল ষাঁড় ও গোটাকতক শূয়োর, কুকুর, ছাগল দিয়ে গিয়েছিল। কুক্

এবারও তাদের কতকগুলো পশু দিয়ে গেলেন,—তার মধ্যে ছিল এক জোড়া ঘোড়া, তিনটে গরু ও গোটাকতক ভেড়া। জাহাজে এ সব জন্তু পোষা বড় ফ্যাসাদ ; এই সব দিয়ে তাঁর নিজের ভার অনেক হাল্কা হ'ল, আর দ্বীপের লোকদেরও অনেক উপকার করা হ'ল।

কুক্ এখানে বেশী দিন থাকেন নি। যাদের সঙ্গে আলাপ আগে হ'তে ছিল তাদের সঙ্গে আর একবার আলাপ ঝালিয়ে নিয়ে সর্দ্দার 'ওটু'র সঙ্গে দেখা ক'রে কুক্ সেখান থেকে চল্‌লেন। যাবার আগে কতকগুলো হাঁস ও অন্যান্য পাখী 'ওটু'র জন্য কাছাকাছি একটা ছোট দ্বীপে রেখে গেলেন।

টাহিটি দ্বীপটা সাহেবদের বেশ ভাল লাগত। কিন্তু অধিবাসীরা যে বেশ অসভ্য ছিল তার প্রমাণ,—তা'রা দরকার হ'লে নরবলি দিত। এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের খানিকটা কুক্ স্বচক্ষে এবার দেখলেন। 'আই-মিয়ো' দ্বীপের লোকদের সঙ্গে টাহিটির লোকের ঝগড়া ছিল। যাতে টাহিটির জয় হয় সেই জন্য দেবতাদের কাছে এরা একটা মানুষ বলি দিয়েছিল।

টাহিটি থেকে কুক্ এলেন আইমিয়ো দ্বীপে। এখানে ছাগল নিয়ে একটা কাণ্ড বাধল। দ্বীপের সর্দ্দার কুকের কাছে একজোড়া ছাগল চেয়েছিলেন। কুকের জাহাজে ছাগল বেশী ছিল না, তাই তিনি দিতে চাইলেন না। তীরে ঘাস ছিল, সেখানে ছাগল চরত। এক দিন একটা ছাগল চুরি গেল। খোঁজাখুজি জিজ্ঞাসাবাদ অনেক হ'ল,—ছাগল পাওয়া গেল না। কুক্ এবার রেগে কাণ্ডজ্ঞান হারালেন। ছাগল চুরি যারা করেছে ব'লে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন তাদের

থাকবার ঘর ডিঙ্গী যা চোখে পড়ল সব তিনি পুড়িয়ে দিলেন। যাদের ঘর তা'রা পালিয়ে গেল, কেবল জনকতক বুড়ো মানুষ ও স্ত্রীলোক কাছে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি হাহাকার করতে লাগল। ডিঙ্গীর কতক কাঠ কুক্ জাহাজে নিয়ে এলেন। কেউ বাধা দেয় নি, তাই রক্তপাত আর হ'ল না। পরদিন আবার কাণ্ড চলল, শেষে সন্ধ্যাবেলা সেখানকার লোকে ছাগলটাকে জাহাজে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। কুকের মাথা বরাবরই ঠাণ্ডা, প্রাণে দয়ারও অভাব ছিল না। সুতরাং এমন কাজ কেন তিনি করেছিলেন ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় দ্বীপের লোকদের ওপর তাঁর ধারণা ভাল ছিল না, কারণ এরা টাহিটির সর্দ্দার 'ওটু'র শত্রু, 'ওটু'র সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ ছিল; তাই এদের সামান্য দোষ পেয়েই তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠেছিল।

হুয়াহাইনি দ্বীপে কুক্ গিয়ে দেখলেন তাঁর পুরানো বন্ধু 'ওরি' আর সেখানে সর্দ্দার নয়, সর্দ্দার হয়েছে তা'র দুই ছেলে। 'ওরি' আছে রাইএটিয়া দ্বীপে। 'ওমাই'এর ইচ্ছা হ'ল এই হুয়াহাইনি দ্বীপেই সে বাস করবে। আইমিয়ো দ্বীপ থেকে যে সব ডিঙ্গী-ভাঙ্গা কাঠ আনা হয়েছিল তাই দিয়ে দুই জাহাজের মিস্ত্রিরা মিলে ওমাইএর জন্য এখানে একটা ঘর তৈরী ক'রে দিল। বাড়ীর চারদিকে খানিকটে জমি কিনে 'ওমাই'এর একটা বাগান ক'রে দেওয়া হ'ল। জাহাজের লোকেরাই সে বাগানে আঙ্গুর, আনারস, তরমুজ ও অন্যান্য গাছ পুঁতে দিল। বাড়ী তৈরী হ'লে পর 'ওমাই'এর জিনিষপত্র সেখানে এল। কেট্‌লি, রেকাবী, কাচের ও অন্যান্য কত রকমের বাসন, পোষাক, জিনিষপত্র সব যখন বাড়ীতে উঠছিল, দ্বীপের লোক 'হাঁ' ক'রে

দেখতে লাগল। নিউজিল্যাণ্ড থেকে যে দুটি মাওরি ছেলে এসেছিল, তাদের এখানে থাকতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু কুক্ তাদের নিয়ে যেতে চাইলেন না। কুক্ ওমাইকে এক জোড়া ঘোড়াও দিলেন। কুক্ যাবার সময় ওমাইকে ব'লে গেলেন,—যদি দ্বীপের লোক তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে সে যেন কুকের কাছে একটা কালো কাচের পুঁতি পাঠিয়ে দেয়, যদি মাঝামাঝি রকমের ব্যবহার করে একটা নীল পুঁতি, আর ভাল ব্যবহার করলে একটা শাদা পুঁতি যেন পাঠিয়ে দেয়। তিনি একটা দ্বীপের নাম করলেন, সেখানে তিন সপ্তাহ পরে একটা ডিঙ্গীতে ক'রে ওমাই লোক মারফত পুঁতি পাঠিয়ে দিলে কুক্ তা পেয়ে সব বুঝতে পারবেন।

জাহাজ দুখানি তারপর এল রাইএটিয়া দ্বীপে। খাবার জিনিষ এখানে খুব মিলল। কুকের সঙ্গে তাঁর অনেকদিনের মিতে 'ওরি'র সঙ্গে দেখা হ'ল। এখানে থাকতে থাকতে 'ওমাই'র কাছ থেকে একটা শাদা পুঁতি এসে পৌঁছল; কুক্ বুঝলেন 'ওমাই' এখনও ভাল ব্যবহার পাচ্ছে।

এখানে গোলমাল বাধল নিজেদের লোক নিয়ে। জাহাজে থাকা সব সাহেবদেরই যে ভাল লাগছিল তা নয়। কাছেই এমন সব সুন্দর সুন্দর দ্বীপ, দ্বীপের লোকের ব্যবহারও ভাল। তাই প্রথম একজন পালিয়ে দ্বীপের মধ্যে লুকাল। খোঁজাখুঁজি ক'রে তা'কে তো ধ'রে আনা হ'ল,—তার শাস্তি হ'ল ঘা কতক বেত। তারপর জাহাজের আর দুজন লোক চম্পট দিল। তাদের খোঁজ প্রথমে মিলল না। আদিম অধিবাসীরা সাহেবদের কোন জিনিষ নিলে কুক্ অনেক সময়

তাদের সর্দ্দার বা মাতব্বর জন কতক লোককে জাহাজে অন্য অছিলায় ডেকে এনে আটক ক'রে রাখতেন ; যতক্ষণ না জিনিষ ফেরত পাওয়া যেত তা'রা জাহাজেই থাকত। এবারও কুক্ রাইএটিয়া দ্বীপের সর্দ্দারের ছেলে, মেয়ে ও জামাইকে জাহাজে ডেকে এনে আটক ক'রে রাখলেন ; সর্দ্দারকে ব'লে দেওয়া হ'ল যতক্ষণ জাহাজের লোক দুজনকে খুঁজে বে'র ক'রে না দেওয়া হবে, ততক্ষণ এরা জাহাজ থেকে যেতে পারবে না। সর্দ্দার খুব চিন্তিত হ'য়ে তখনি খোঁজ করবার ব্যবস্থা করলেন ; কুক্ নিজেও খুঁজতে লাগলেন।

হপ্তা খানেক পরে লোক দুজনকে দূরে একটা দ্বীপে পাওয়া গেল। সর্দ্দারের লোকে তাদের ধ'রে এনে জাহাজে দিয়ে গেল। লোক দুজনকে দিন কতক বন্দী করে রাখা হ'ল—এই হ'ল তাদের শাস্তি।

জাহাজের লোকে যদি সকলেই পালাতে আরম্ভ করে তবে জাহাজ চালাবে কে ? সমুদ্র-যাত্রার কষ্টের ভয়ে যদি এই ভাবে লোক পালায়, বা দ্বীপগুলো থাকবার পক্ষে বেশ ভাল জায়গা এই ভেবে যদি মাঝে মাঝে লোকে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়, তা হ'লে তো আর প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের মাঝে উত্তরদিক্‌কার সেই পথের সন্ধান করা হয় না। কাজে কাজেই কুক্ এত কাণ্ড করেছিলেন। তারপর তাঁরা গেলেন সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেই একটু দূরে বোলাবোলা দ্বীপে। তারপর জাহাজ চলল উত্তরমুখো, —সেই ভীষণ বরফের দেশে,—অজানা পথের সন্ধানে।

১১

উত্তর মেরুর কোলে

ইংলণ্ড ছেড়ে আসবার পর প্রায় দেড় বছর কেটেছে, অথচ যে উদ্দেশ্য নিয়ে কুক্ বেরিয়েছিলেন তার কিছুই হয় নি। যে সব দ্বীপের মধ্যে তাঁরা এসে পড়েছিলেন সে সব ত্যাগ ক'রে যেতে অনেকেরই মন সরছিল না। কুক্ তখন বিশ হাজার পাউণ্ডের সেই পুরস্কারের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের মন আবার চাঙ্গা ক'রে দিলেন।

বরাবর উত্তর দিকে জাহাজ চালিয়ে তাঁরা একটি ছোট্ট দ্বীপে এলেন; সেটা প্রবাল দ্বীপ। চার ধারে একটু উঁচু জমি, মাঝখানে জল; লোকজনের বসতি নেই। সেখানে তাঁরা 'বড়দিন' কাটিয়েছিলেন, তাই তার নাম দেওয়া হ'ল খ্রীষ্ট্‌ম্যাস্ দ্বীপ। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁরা সেখান থেকে সূর্য্যগ্রহণ দেখলেন। খাবার জিনিষ সেখানে পাওয়া গেল,—মাছ আর কাছিম। নতুন বছর পড়তেই তাঁরা আবার চলতে লাগলেন; দিন পনের বাদ 'হাওয়াই' দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হ'লেন। এবারের সমুদ্রযাত্রার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন লর্ড স্যাণ্ডউইচ্। কুক্ তাঁর নাম অনুসারে এর নাম রেখেছিলেন স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপপুঞ্জ।

দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় দ্বীপ 'হাওয়াই'। কুক্ সেখানে না গিয়ে উপস্থিত হলেন 'আটুই' ও 'ওনিহিও' দ্বীপে।

টাহিটি প্রভৃতি দ্বীপে লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কইত, এখানকার লোকেরও সেই ভাষা। এখানকার সর্দ্দারেরা লাল ও হলদে পালকের জমকালো বড় জামা পরত। ছোট্ট এক রকম পাখীর পালকে এই আঙ্‌রাখা তৈরী হত; একটা তৈরী করতে হাজার হাজার পাখী মারতে হ'ত। এ ছাড়া এক একটা পালকের তৈরী টুপীও তাদের মাথায় থাকত। কোন একটা উৎসব বা বড়লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার সময়ই তা'রা এই পোষাক পর্‌ত ;—এটা তাদের আট-পৌরে ব্যবহারের জন্য নয়।

লোকগুলো বেশ স্ফূর্ত্তিবাজ ; তা'রা নাচ ও নানা রকম আমোদ নিয়ে থাকত। দ্বীপগুলোতে শূয়োর, কুকুরের অভাব ছিল না। জায়গাগুলো সাহেবদের মন্দ লাগেনি কিন্তু তাঁরা তো সেখানে বাস করবেন ব'লে আসেন নি। ফেব্রুয়ারী মাস পড়তেই তাঁরা আবার চললেন উত্তর মুখে।

মার্চ্চ মাসে তাঁরা এলেন কালিফর্ণিয়ার উপকূলে। প্রায় দুশো বছর আগে রাণী এলিজাবেথের শাসনকালে বিখ্যাত নাবিক ড্রেক্ সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিক ঘু'রে এখানে আসেন ; তিনি কালিফর্ণিয়ার নাম দিয়েছিলেন,—নিউ আল্‌বিয়ন্। এর উত্তরে কি আছে না আছে সভ্য জগত সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান্‌ত না।

মার্চ্চ মাসে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন, তখনও দূরে উঁচু জমির ওপর বরফ দেখা যাচ্ছিল। নোঙ্গর করবার জায়গা ভাল মিলল না ব'লে তাঁরা চল্‌লেন আরও উত্তরে,—ভ্যান্‌কুভার্ দ্বীপে। সেখানে 'নুট্‌কা সাউণ্ডে' নোঙ্গর ফেলা হ'ল। দ্বীপে একটা চলনসই মান-

মন্দির তৈরী করা হ'ল। কাছেই বড় বড় গাছ; গাছ কেটে বড় বড় মাস্তুল তৈরী ক'রে কতকগুলো অকেজো পুরানো মাস্তুল বদ্‌লে বসান হ'ল, জাহাজ দুটার ফুটো ফাটা যা হয়েছিল তাও সারান চলতে লাগল।

ফল মূল এখানে মিলল না, মিলল খুব মাছ। কুক্‌ কর্ম্মচারী জন-কতক নিয়ে দ্বীপে নেমে আদিম অধিবাসীদের কুঁড়ে ঘরে গিয়েছিলেন; সেখানে শুঁটকি মাছের দুর্গন্ধে টেকা দায়। সেখানকার লোকের কাজ ছিল মাছ ধরা ও ফাঁদ পেতে পশু ধরা। এদের কাছ থেকে সাহেবরা পশুর চামড়া কিনতেন; ছালের ওপর যে লোম ছিল তাই দিয়ে সাহেবরা টুপী ও দস্তানা তৈরী করতেন, চামড়া দিয়ে বড় বড় জামা তৈরী হ'ত। সমুখে শীতের দেশ,—আগে থাকতে তাই এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আদিম অধিবাসীরা এই সবের বদলে নিত ধাতুর তৈরী কোন জিনিষ। কাচের পুঁতি, কাপড় এরা বেশী নিতে চাইত না, তাই এদের দেওয়া হ'ত ছোট কুড়াল, পুরানো তরোয়াল, বড় ছুরি; জাহাজে এ সব বেশী ছিল না, তাই লোহা, পিতল, তামা, টিনের তৈরী ভাঙ্গা চোরা অকেজো যত জিনিষ ছিল তা তাদের দেওয়া হ'ত। তা'রা যা পারত জিনিষ বেচে আদায় করত, আর চুরি করতে পারলে ছাড়ত না,—এইটে ছিল তাদের মহৎ দোষ।

এ জায়গা ছেড়ে তাঁরা চল্‌লেন আরও উত্তরে। ক্রমে দূর থেকে মাউণ্ট্‌ সেণ্ট্‌ ইলিয়াস্‌ দেখা গেল। পাহাড়টির নাম বেরিং সাহেবের দেওয়া। এঁর নিজের নামে একটা প্রণালী আছে—আরও উত্তরে,

এশিয়া আমেরিকার মাঝে; কুক্ অত দূর তখনও পোঁছেন নি। কানাডা দেশ ও আলাস্কার মধ্যে,—সমুদ্রের তীর থেকে খাড়া হ'য়ে পাহাড়টী উঠেছে আঠার হাজার ফিটের ওপর। কাছাকাছি আরও দুটো পাহাড় ছিল।

এইবার কষ্ট আরম্ভ হ'ল; জাহাজ যেমন চলতে লাগল, ঝড়, কুয়াসা তাঁদের সাথী হ'য়ে রইল। অবশেষে তাঁরা প্রিন্স্ উইলিয়াম্‌স্ সাউণ্ডে নোঙ্গর করলেন। এখানকার লোকে মাটির ঢিবির মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়ে তার ভেতরে বাস করত; এ রকম অদ্ভুত ঘরে বাস করা কষ্টকর, কিন্তু সুবিধার মধ্যে ছিল এই যে ঐ সব আটঘাট আটকান ছোট্ট জায়গায় কন্‌কনে বাতাসে তাদের কাবু করতে পারত না,—জায়গা-গুলো এমনিই অনেকটা গরম থাকত। তা'রা খেত কাঁচা মাছ, আর নাক ফুটো ক'রে গহনা পরত।

কুক্ যত এগোতে লাগলেন বাধা বিপত্তি ততই বাড়তে লাগল। ঝড় কুয়াসা তো ছিলই,—তার ওপর একটা বিষম ভয়ের কারণ ছিল,—অজানা পথ। এখন যারা জাহাজ চালায় তা'রা মানচিত্র দেখে পথ ঠিক ক'রে নিতে পারে; কিন্তু কুক্ যে পথে চলছিলেন তার কোন ভাল মানচিত্র ছিল না; যেটা ছিল সেটা অনেকটা আন্দাজের ওপর তৈরী, কাজে কাজেই তার ওপর বিশেষ নির্ভর করা যেত না। সমুদ্রের কোথায় জল কম, কোথায় বেশী, কোথায় জলে ডোবা পাহাড় আছে, কোথায় কোন দ্বীপ,—এ সব কুক্ কিছুই জানতেন না। কানাডার উত্তর-পশ্চিম দিকে যে আলাস্কা দেশ আছে কুক্ তার কোল দিয়ে চল্লেন; যাবার সময় যেখানে যে রকম জরিপ করতে হয় তা

করতে তিনি ভুললেন না ; প্রায় সাড়ে তিন হাজার মাইল তিনি এই ভাবে জরিপ করেছিলেন। যাবার সময় তাঁরা 'কাট্‌মাই' নামে আগ্নেয়গিরির পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন,—এটা সমুদ্রের কূলের ওপর থেকেই খাড়া হ'য়ে উঠেছে।

ক্রমে তাঁরা বেরিং সমুদ্রের মুখে এসে পৌঁছলেন। নুট্‌কা সাউণ্ড্ ছেড়ে কত বাধা কাটিয়ে, ভীষণ স্রোত ঠেলে প্রায় দু'মাস পরে তাঁরা এখানে এসে পৌঁছলেন। এলিউশিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের উত্তরভাগে উন্ আলাস্কা নামে একটা দ্বীপ আছে, এই দ্বীপের সাম্‌গানুঢা বন্দরে তাঁরা নোঙ্গর করে একটু জিরিয়ে নিলেন।

জাহাজ আবার চলল ; পথে এণ্ডার্সন্ সাহেব আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে মারা গেলেন। তিনি পণ্ডিত লোক ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে বড়ই ক্ষতি হ'ল। কুক্ এণ্ডার্সন্ সাহেবের নামে একটা দ্বীপের নাম দিলেন। তারপর তাঁরা একটা অন্তরীপ পেরিয়ে নোঙ্গর করলেন ; সেখানে তাঁরা এক রকম লোক দেখলেন, তাদের চেহারা ও আচার ব্যবহার অনেকটা এস্কিমোদের মত। এরা কাঠের ওপর চামড়া দিয়ে একরকম ডিঙ্গী তৈরী করত।

কিছুদিন পরে তাঁরা দস্তুর মত এক বরফের দেশে এলেন। সেখানে তাঁরা এক নতুন প্রাণী দেখলেন, সেটা সকলের পক্ষে নতুন না হলেও অনেকের কাছেই নতুন। এ প্রাণীর নাম সিন্ধুঘোটক ; ঘোড়ার মত চেহারা এর কোনখানটাই নয়। এর ছোট্ট মাথা, দুটো বড় বড় দাঁত বে'র করা, শরীরের ওপর দিক্‌টা পশুর মত, আর নীচের দিক্‌টা মাছের মত। সাহেবদের খেয়াল চাপল সিন্ধুঘোটক মেরে তার মাংস

খেতে হ'বে। কিন্তু তাদের মারা খুব সহজ ব্যাপার হ'ল না। তারা বরফের ওপর শুয়ে থাকত, গোটাকতক খাড়া হয়ে পাহারা দিত, কেউ কাছে গেলেই অমনি পাহারওয়ালা সিন্ধুঘোটকগুলো একটা বিশ্রী শব্দ ক'রে সঙ্গীদের জানিয়ে দিত যে শত্রু এসেছে, অমনি তারা জলে নেমে পড়ত। তখন আর তাদের নাগাল পায় কে? সাহেবরা অতি কষ্টে গোটা আষ্টেক দশ সিন্ধুঘোটক মেরে জাহাজে এনে তুললেন।

সিন্ধুঘোটকের মাংস খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়, একটা বিশ্রী দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী যেন পাক দিয়ে ওঠে। জাহাজে খাবার জিনিষের বিশেষ সুবিধা ছিল না, তাই দায়ে প'ড়ে সাহেবেরা সেই মাংস খেলেন, —চর্বি্ব যা বে'র হ'ল প্রদীপ জ্বালাবার জন্য তা তু'লে রাখা হ'ল।

'নর্টন্ সাউণ্ডে' গিয়ে তাঁরা যখন নোঙ্গর করলেন তখন দেখলেন এক রকম ছোট ছোট ফল বিস্তর আছে; এখানে খাবার জল ও জ্বালানি কাঠও পাওয়া গেল। তার পর তাঁরা 'প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্স্' অন্তরীপে এসে পৌঁছিলেন; এখান হ'তে এসিয়ার উপকূল মাত্র আঠার ক্রোশ দূরে; মাঝে যে প্রণালী তা শীতকালে জ'মে গিয়ে দুটি মহাদেশকে এক ক'রে দেয়।

কুক্ বেরিং প্রণালীতে উপস্থিত হ'লেন; তখন আগষ্ট মাস, কিন্তু দুর্জ্জয় শীত; সে শীতে জাহাজের ডেকের ওপরে যে জল থাকত তা জ'মে যেত। বেরিং দেড়শো বছর আগে এ অঞ্চলে এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে প্রণালীর মাঝে একটা বড় দ্বীপ আছে। কুক্ দেখলেন কোন দ্বীপ নেই। এই রকমে অনেকের অনেক ভুল ধারণা কুক্ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

কুক্‌ উত্তর মেরু-মণ্ডলের মধ্যে এসে পড়লেন। কিন্তু আর এগিয়ে যাওয়ার তো উপায় ছিল না। চারধারে বরফ, কন্‌কনে শীত, অনবরত তুষারপাত,—এর মধ্যে এগিয়ে যাওয়া মানুষের সাধ্য নয়। কুক্‌ ফিরলেন। তিনি বুঝেছিলেন,—এবারের মত এ চেষ্টা স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু সে সমুদ্র-যাত্রা একেবারে নিস্ফল হয় নি; সমুদ্রের নতুন নতুন অংশ সম্বন্ধে নানা বিষয় জানা গিয়েছিল, আর প্রায় হাজার চারেক মাইল উপকূল ভাল করে দেখা হয়েছিল।

জাহাজ দুটি আবার এসে 'নর্টন্‌ সাউণ্ডে' নোঙ্গর ফেলল; তার পর গেল 'উন্‌ আলস্কা' দ্বীপে। সেখানে 'সাম্‌গানুঢা' বন্দরে কিছুদিন তাঁরা থাকলেন। সেখানে তিনজন রুশিয়া দেশের ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হ'ল। কুক্‌ তাঁর উত্তরদিকে ভ্রমণের বৃত্তান্ত একখানা চিঠিতে লিখলেন। ব্যবসায়ী তিনজন বললেন যে তাঁরা সে চিঠি সাইবিরিয়া দিয়ে ইংলণ্ডের নৌবিভাগের কর্ত্তাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। চিঠিখানা ঠিক পৌঁছেছিল; এখন সেটা নৌবিভাগের দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে আছে। তারপর কুক্‌ চল্লেন দক্ষিণে,—স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

১২

সব শেষ

অক্টোবর মাসের শেষে কুক্ দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন; তিনি নভেম্বর মাসের শেষে স্যাণ্ড্উইচ্ দ্বীপপুঞ্জে হাজির হ'লেন। তিনি প্রথমে এসেছিলেন 'মৌঈ' নামে একটি ছোট্ট দ্বীপের কাছে; দ্বীপের লোকে ডিঙ্গী চ'ড়ে রুটি-ফল, কলা ও শূয়োর-ছানা বেচতে এল, এর বদলে তা'রা পেরেক ও লোহার যন্ত্রপাতি নিয়ে গেল।

দু একদিন পরে তাঁরা 'হাওয়াই' দ্বীপ আবিষ্কার করলেন। দ্বীপ-পুঞ্জের মধ্যে এইটিই বড় দ্বীপ। দ্বীপের কাছে গিয়ে দেখেন, দ্বীপের মধ্যে থেকে বরফ-ঢাকা উঁচু পাহাড়ের চূড়া জেগে রয়েছে। কুক্ দ্বীপে প্রথমে নামলেন না, দ্বীপের চারদিক ঘু'রে দেখতে লাগলেন কোথায় কি আছে, আর নোঙ্গর ফেলবার ভাল জায়গা কোথা পাওয়া যায়।

এই রকম ক'রে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ কেটে গেল,—নতুন বছর পড়ল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি তাঁরা একটা সুবিধা গোছের জায়গা দেখে নোঙ্গর করবেন ঠিক করলেন। জায়গাটি 'কারা-কাকুয়া' উপসাগর,—একটু দূরে 'কাকুয়া' গ্রাম।

এর আগে ডিঙ্গী চ'ড়ে দ্বীপের অনেক লোক জাহাজের আশে পাশে আসত। যে খাতায় কুক্ প্রতিদিনের বৃত্তান্ত লিখতেন তা

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের যে অংশে কুক্ প্রথমে নেমেছিলেন তার এখনকার অবস্থা।

থেকে জানা যায়,—কুক্ এদের প্রাণ-খোলা সরল ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না,—সে ক্ষমতা মানুষকে ভগবান দেন নি। যদি কুক্ জানতেন যে পরে কি ঘটবে তা হ'লে তিনি এদের এত প্রশংসা করতেন না। এই দ্বীপে এই লোকদেরই হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

উপসাগরটি যখন কুক্ পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা করছিলেন তখন দ্বীপের অধিবাসীরা দল বেঁধে তীরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তাদের মধ্যে শত্রুতার ভাব কিছু ছিল না। ডিঙ্গীতে চেপে অনেকে এসেছিল, আর মাছের ঝাঁকের মত শত শত লোক জাহাজের চার দিকে সাঁতার দিয়ে ঘুরছিল। কুক্ তাঁর খাতায় লিখেছেন,—তাঁর ভ্রমণযাত্রার মধ্যে এত লোক এক সঙ্গে এর আগে কখনও তিনি দেখেন নি। এই সব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল,—প্রশান্ত মহাসাগরে এই দ্বীপটি আবিষ্কার করা তাঁর সব চেয়ে সেরা কাজ হয়েছে। এই সম্বন্ধে সে দিন তিনি খাতায় যে কথা লিখেছিলেন সেই তাঁর শেষ লেখা। 'হাওয়াই' দ্বীপ আবিষ্কার সম্বন্ধে কুক্ যে ধারণা করেছিলেন, সেটা অবশ্য ঠিক ধারণা নয়, কারণ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড্ আবিষ্কারের কাছে 'হাওয়াই' আবিষ্কার কিছুই নয়।

দ্বীপের বড় সর্দ্দার 'টেরিয়াবো' কাছাকাছি 'মৌঈ' দ্বীপে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন; দুজন ছোট সর্দ্দার 'পারিয়া' ও 'কানীনা' কুকের সঙ্গে দেখা করতে জাহাজে এলেন।

সর্দ্দার দুজন বন্ধুভাবেই এসেছিলেন। তাঁদের চেহারা সুশ্রী, আর শরীরের গড়নও বেশ ভাল ছিল, দেখলেই মনে হয় যে সর্দ্দার

হওয়ার উপযুক্ত চেহারা বটে। দ্বীপের প্রধান পুরোহিত বড় সর্দ্দারের সঙ্গে মৌঈ দ্বীপে গিয়েছিলেন, তাই 'কোয়া' নামে আর একজন পুরোহিত এই সর্দ্দার দুজনের সঙ্গে এসেছিল। আর সঙ্গে এসেছিল দলে দলে দ্বীপের লোক, কেউ এসে জাহাজে চেপেছিল, আর অনেকে জলে সাঁতার দিতে দিতে জাহাজের গা ধ'রে ঝুলছিল। এদের ভারে জাহাজ ডুবু ডুবু দেখে কুক্ সর্দ্দার দুজনকে সে কথা বললেন। তাঁরা লোকগুলোকে হাঁকিয়ে দিলেন; তা'রা ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে জলে প'ড়ে জাহাজের চার ধারে সাঁতার দিতে লাগল।

লোকের এত উৎসাহের কারণ একটা ছিল। দ্বীপে একটা প্রবাদ ছিল যে বহু দিন আগে 'লোনো' নামে এক দেবতা সেখানে ছিলেন; তিনি একদিন রাগের মাথায় তাঁর স্ত্রীকে মেরে ফেলেন; তারপর দুঃখে তিনি পাগল হ'য়ে যান। এই অবস্থায় তিনি যাকে সমুখে দেখতেন তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, ঘুঁষাঘুঁষি করতেন। শেষে তিনি স্ত্রীর স্মৃতি দেশে বজায় রাখবার জন্য একটা মল্লক্রীড়ার ব্যবস্থা ক'রে দেশ ছেড়ে জাহাজে চ'ড়ে কোথায় চ'লে যান। যাবার আগে তিনি ব'লে যান,—তিনি আবার আসবেন একটা দ্বীপে চ'ড়ে, সে দ্বীপের ওপর নারকেল গাছ, শূয়োর আর কুকুর থাকবে। বহু দিন থেকে 'লোনো'র সম্বন্ধে এই প্রবাদ চ'লে আসছিল। কুক্‌কে দেখে সেখানকার লোকে ভেবেছিল,—ইনিই 'লোনো', এত দিন পরে এসেছেন; জাহাজ দেখে তা'রা ভাবল,—এইটেই 'লোনো'র দ্বীপ, আর লম্বা মাস্তুল হ'ল 'লোনো'র নারকেল গাছ। সুতরাং কুকই যে দেবতা 'লোনো', সে বিষয়ে লোকের কোন সন্দেহ রইল না।

এর ওপর আর একটা কাণ্ড হয়েছিল। দ্বীপের সর্দ্দার যুদ্ধে গিয়ে জয়ী হয়েছিলেন; বিজয়-দেবতা 'লোনো' অর্থাৎ কুকের প্রসাদেই এ সৌভাগ্য ঘটেছে দ্বীপের লোকে তাই বুঝল। এ ক্ষেত্রে কুকের যে কদর বেড়ে গেল তা না বললেও চলে।

পুরোহিত 'কোয়া' ও সর্দ্দার দুজনেরও ধারণা হয়েছিল,—কুক্ 'লোনো' দেবতা ছাড়া আর কেউ নন। তাঁরা জাহাজে এসেছিলেন কুক্কে দ্বীপে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁকে আদর, পূজা করবার জন্য। তাঁরা কুক্কে একটা শূয়োরের বাচ্চা উপহার দিলেন এবং তাঁকে 'লোনো' ব'লেই ডাকলেন। 'কোয়া' কুকের গায়ে একটা বড় জামা পরিয়ে দিল। 'কোয়া'র চেহারাটা ছিল বিশ্রী, বুড়ো বয়স ব'লে শরীর তো শুকিয়ে কাঠ হয়েছিল, তার ওপর আবার গায়ে ছিল ঘা। এমন লোকের হাত থেকে পোষাক নিতে কুকের গা ঘিন্ ঘিন্ করছিল, কিন্তু পাছে দ্বীপের লোকে অসন্তুষ্ট হয় সেজন্য তিনি কোন রকম অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন না। তিনি এসেছিলেন এদের সঙ্গে ভাব করতে, তাই এত সামান্য কারণে তাদের চটিয়ে দেওয়া উচিত বোধ করলেন না।

তারপর কুক্ তীরে নামলেন। চারজন লোক লাঠির মত এক এক খণ্ড কাঠ হাতে নিয়ে আগে আগে চলল,—লাঠির মাথায় ছিল কুকুরের লোম। পথে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে; কুক্ কাছে যেতেই তা'রা মুখ ঢেকে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল, তারপর কুক্ এগিয়ে চ'লে যেতেই তা'রা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ খুলল। শেষে লোকে বার বার শোয়া ওঠার অসুবিধা দেখে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে

আরম্ভ করল। প্রায় দশ হাজার স্ত্রী পুরুষ এই ভাবে কুকের সঙ্গে সঙ্গে গেল।

তা'রা কুক্‌কে নিয়ে গেল তাদের পূজার জায়গায়। সেখানে ছিল বড় বড় পাথরের তৈরী একটা প্রকাণ্ড বেদী,—প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ হাত উঁচু,— তার ওপর হাত বারো তেরো উঁচু একটা মাচা। পুরোহিত এই মাচার ওপর কুক্‌ ও কিং সাহেবকে নিয়ে গেল। মাচার নীচে নানা রকম অদ্ভুত চেহারার ক্ষোদাই করা মূর্ত্তি,—গায়ে লাল কাপড় জড়ানো। সেখানে একটা পচা শূয়োর ও কতকগুলো ফল প'ড়ে ছিল। কুক্‌ মাচার ওপরে গেলে পরে তাঁকে একটা জ্যান্ত শূয়োর দেওয়া হ'ল, আর তাঁর গায়ে একটা লাল বড় জামা জড়িয়ে দেওয়া হ'ল। পুরোহিতরা এই সময় সুর ক'রে একটা কি আওড়াচ্ছিল। এ সব শেষ হ'লে তাঁরা বেদীর ওপর নেমে এলেন। সেখানে দুটী কাঠের মূর্ত্তির মাঝে কুক্‌কে বসান হ'ল, কিং ও কোয়া দুধারে তাঁর দুহাত ধ'রে রইল। কিং সেখানে থাকতে পেয়েছিলেন, তার কারণ, লোকে ধারণা করেছিল তিনি কুকের ছেলে!

তার পর কি একটা চিবিয়ে সকলে একটা পাত্রে থুতু ফেলল, একটা শূয়োর বেঁধে এনে তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটা হ'ল। কুক্‌ আগের জিনিষটা মুখে একবার ঠেকালেন বটে কিন্তু কোঁয়া যখন সেই পচা শূয়োরটা ঘেঁটে সেই হাতে, রাঁধা শূয়োরটার মাংস তাঁকে দিতে গেল কুক্‌ বড় ঘৃণা বোধ করলেন,—তিনি নিলেন না দেখে কোয়া সে গুলো নিজে খানিকটা চিবিয়ে পাশের লোককে দিয়ে দিলেন।

কুক্ ও কিং সাহেব জাহাজে ফিরে এলেন, পরদিন থেকে আবার জাহাজে লোকের ভিড় হল,—যখন অসহ্য হ'ত তখন তাদের হাঁকিয়ে দেওয়া হ'ত,—তা'রা ঝুপ্ ঝাপ্ ক'রে জলে প'ড়ে সাঁতার দিত; এর মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিল।

কুক্ গ্রহ নক্ষত্র দেখবার জন্য তীরে একটা চলনসই মানমন্দির খাড়া করেছিলেন। তিনি যখনই তীরে আসতেন, একজন পুরোহিত এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যেতেন, আর লোকে সটান শুয়ে প'ড়ে তাঁকে সম্মান জানাত। হঠাৎ একদিন সব চুপচাপ হ'য়ে গেল,—তীরে একটা ডিঙ্গী বা একটা লোকও দেখা গেল না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি,—সর্দ্দার টেরিয়াবু ফিরে এসে জাহাজ দুখানিকে 'ট্যাবু' ক'রে রেখেছিলেন। কথাটা ঐ দেশের। যদি কোন জায়গা 'ট্যাবু' করা থাকে,—লোকে বাইরে বেরিয়ে কাজকর্ম্ম করতে পারবে না, ডিঙ্গী চলতে পারবে না, আলো জ্বলবে না, শব্দ, গোলমাল, স্নান সব বন্ধ। ঘর থেকে বে'র হ'তে কেউ পারবে না, কেবল সর্দ্দার পুরোহিত অর্থাৎ যারা বড় লোক,—দেবতার সন্তান, তাঁরাই শুধু বে'র হ'তে পারবেন।

২৪শে জানুয়ারী বৈকালে সর্দ্দার 'টেরিয়াবু' জাহাজে এসে কুকের সঙ্গে দেখা করলেন। পরদিন তিনি দলবল নিয়ে জমকালো পালকের পোষাক, টুপী সব প'রে জাহাজের কাছে এলেন। প্রধান পুরোহিত 'কাউ' কতকগুলি মূর্ত্তি নিয়ে এলেন তাঁদের সঙ্গে। একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ছিল, সেটি দেখলে ভয় হয়, তার চোখে ঝিনুক বসানো আর মুখে কুকুরের দাঁতের পাটি লাগানো।

এরা কেউ জাহাজে না উঠে আবার দ্বীপে ফিরলেন। কুক্‌ বুঝলেন এটা হল নিমন্ত্রণ। তিনিও তীরে গিয়ে নামলেন। সর্দ্দার তাঁকে খুব আদর ক'রে নানা রকম জামা ও খাবার উপহার দিলেন। আবার পাল্টা নিমন্ত্রণ হ'ল, সর্দ্দাররা জাহাজে এলেন, কুক্‌ তাঁদের উপহার দিলেন, নিজের একটা কামিজ সেই সঙ্গে তাঁদের দিলেন, আর তাঁর তরোয়াল একখানা বড় সর্দ্দার 'টেরিয়াবুর' কোমরে বেঁধে দিলেন।

এই রকম বন্ধুভাবে দুই দলের দিন কেটে যেতে লাগল। কুক্‌ বেশ খোস মেজাজেই ছিলেন; শীতের দেশ থেকে ফি'রে এমন আরামের জায়গায় এসে সাহেবদের সকলের মনই বেশ খুসী ছিল। কেবল মাঝে একজন বুড়ো খালাসীর মৃত্যু হ'য়ে সাহেবদের মনে দিন-কতকের জন্য একটা দুঃখের ছাপ দিয়ে গিয়েছিল। খালাসীটী পুরানো লোক,—কুকের সঙ্গে আগে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে গিয়েছিল। লোকে তাকে ভালবাসত ব'লে তার মৃত্যুতে সকলে দুঃখ পেয়েছিল। নানা রকম আয়োজন ক'রে তাকে তীরে এক জায়গায় গোর দেওয়া হ'ল।

কুক্‌ এদিকে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবার যোগাড় করছিলেন। অনেকগুলো শূয়োরের মাংস লোণা ক'রে রাখা হয়েছিল, আর অন্য খাবার জিনিষও যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছিল। যাবার আগে সর্দ্দার সাহেবদের নানা রকম উপহার দিলেন; তার বদলে সাহেবরা তাদের নানা রকম আতসবাজী দেখিয়ে অবাক ক'রে দিলেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী জাহাজ দুটী দ্বীপ ত্যাগ ক'রে গেল। কুক্‌ একেবারে দূরে চ'লে গেলেন না। কাছাকাছি থেকে দ্বীপের আশ-

পাশ ঘু'রে তিনি সেটার জরিপ শেষ করতে লাগলেন। এর মধ্যে একদিন ঝড়ে রেজলিউশন্ জাহাজের বড় মাস্তুলটা ভেঙ্গে গেল,—কাজে কাজেই এক হপ্তা পরে আবার দ্বীপে ফি'রে আসতে হ'ল।

তাঁরা এসে দেখেন উপসাগরটীতে জনমানব নেই। ডিঙ্গীতে চ'ড়ে এবার কেউই এল না; তীরে কোন রকম আদর অভ্যর্থনার ধূমধাম বা গোলমাল ছিল না, কোন লোকই ছিল না, তা কে গোলমাল অভ্যর্থনা করবে? বড় সর্দ্দার জায়গাটী 'ট্যাবু' ক'রে কোথায় চ'লে গিয়েছিলেন। পরদিন তিনি ফিরে এলেন, 'ট্যাবু' আর রইল না; তিনি নিজে গিয়ে কুকের সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন।

প্রথমবার দুপক্ষের মধ্যেই কাজ কর্ম্ম বেশ সদ্ভাবেই চলেছিল, কিন্তু এবার গোড়া থেকেই গণ্ডগোল সুরু হ'ল। দ্বীপ থেকে খাবার জল আনতে গিয়ে একটা ঝগড়া বাধবার উপক্রম হয়; কিং সাহেব সর্দ্দারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে সেটা মিটিয়ে ফেলেন।

তার পর চুরি বিদ্যা ধরা প'ড়ে একটা বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। প্রথম বারেও সাহেবদের এজন্য ভুগতে হয়েছিল, কিন্তু সেবার অল্পের ওপর দিয়েই গিয়েছিল; ছোটখাট চুরি তখন হ'ত,—একবার একজন লোক জলে ডু'বে জাহাজের তলা থেকে পেরেক তু'লে নেবার চেষ্টা করেছিল, তার এজন্য একটা যন্ত্র ছিল,—একটা ছোট শক্ত কাঠিতে একখণ্ড সরু শক্ত পাথর বাঁধা। শীঘ্র শীঘ্র ধরা না পড়লে সেবারই জাহাজের দফা রফা হ'ত।

এবার ঝগড়া বাধল একটা লোহার যন্ত্র চুরি নিয়ে। যন্ত্রটা গোড়াতেই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু যারা চুরি করেছিল তা'রা ডিঙ্গীতে

চ'ড়ে পালাচ্ছিল, আর পিছনে পিছনে তাড়া ক'রে বন্দুক আওয়াজ ক'রে রেজলিউশন্‌ জাহাজ থেকে এক ছোট নৌকা আসছিল। জাহাজ থেকে গুলি ছোড়া হয়েছিল ডিঙ্গী থামাবার জন্য। নৌকার লোকে চোরদের ধরতে পারল না, তা'রা তীরে ডিঙ্গী লাগিয়ে, লাফিয়ে প'ড়ে বনে গিয়ে ঢুকল; ডিঙ্গীখানা তীরে রইল; সাহেবরা সেটা রেগে ভাঙ্গ-বার চেষ্টা করতেই ছোট সর্দ্দার 'পারিয়া' এসে বল্লেন,—'ডিঙ্গীটা আমার।' তারপর জনকতক দ্বীপের লোক সেখানে জুটে এদের সঙ্গে খুব বকাবকি বাধিয়ে দিল। মুখ ছেড়ে শেষে হাতাহাতি। 'পারিয়া' গোলমালের মধ্যে দাঁড়ের গুঁতো খেয়ে প'ড়ে গেলেন। তাঁকে কেউ ইচ্ছা ক'রে মারে নি, কিন্তু এ কথা বুঝবে কে? দ্বীপের লোকে রেগে তীর থেকে পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে ছুড়তে লাগল। খালাসীরা নৌকা ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রাণ বাঁচাল। অসভ্যরা নৌকাখানাকে নষ্ট করত, কিন্তু 'পারিয়া' তখন খাড়া হ'য়ে উঠেছেন, তিনি বুঝিয়ে তাদের শান্ত করলেন।

এ ব্যাপারটা উপস্থিত মিটল, কিন্তু এর জের মিটল না। দ্বীপের লোকের মন তখন বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। তাদের এত শীঘ্র মন এতটা বদলে যাওয়ার কারণ ঠিক বোঝা যায় না। হয় তো এত লোকের খাবার জুগিয়ে, দিনের পর দিন নিজেদের ভাণ্ডার খালি ক'রে এদের মন বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। এও সম্ভব যে সাহেবদের ওপর তাদের আগে যতটা ভক্তি ছিল এখন তার অনেকটা কমে গিয়েছিল। যখন জাহাজের পুরানো খালাসীর দেহ দ্বীপের সকলের সমুখে গোর দেওয়া হ'ল, তখন কুকের ওপর অনেকের বিশ্বাস চ'লে গিয়েছিল। তা'রা
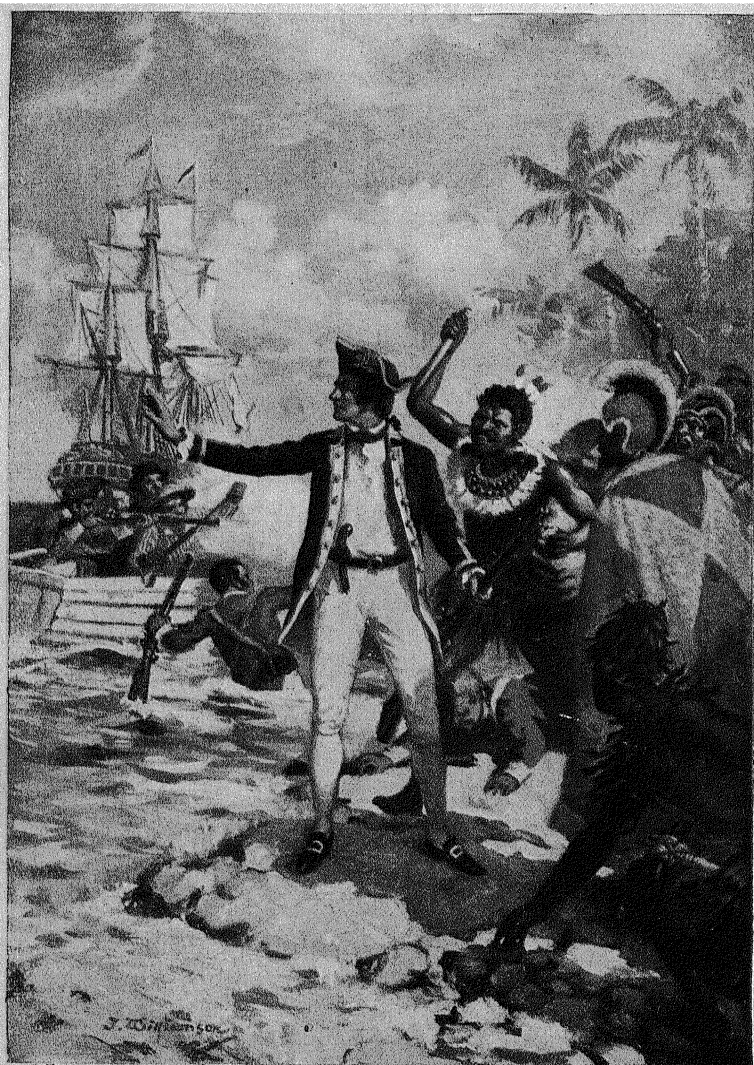
কুকের মৃত্যু

ধারণা করেছিল যে কুক্ দেবতা। কিন্তু যে দেবতা নিজের লোকের মরণ চোখের ওপর দেখলেন, তাকে বাঁচাতে পারলেন না, তাঁকে আর ভক্তি করার দরকার কি ?—এই ধারণাটা হয় তো শেষে অনেকের মনে হয়েছিল। তারপর ডিঙ্গীভাঙ্গার ব্যাপার নিয়ে তাদের মনে নতুন ক'রে রাগের সৃষ্টি হ'ল। পাল্‌টা শোধ দেবার জন্যই হোক, আর অন্য যে কারণেই হোক, তারা রাতারাতি 'ডিস্কভারি' জাহাজের একটা নৌকা চুরি করল। এই রকম দামী বা দরকারী জিনিস চুরি হ'লে কুক্ সে জায়গার সর্দ্দার বা কর্ত্তা ব্যক্তি দুএকজনকে জাহাজে এনে আটক ক'রে রাখতেন, যতদিন না তাঁর জিনিস পাওয়া যেত তিনি তাদের ছাড়তেন না। তাই এবার তিনি সর্দ্দার 'টেরিয়াবু'কে জাহাজে নিয়ে আসবার জন্য তিনখানা নৌকা ও আটত্রিশ জন লোক সঙ্গে চল্লেন। যাবার সময় তিনি হুকুম দিয়ে গেলেন যেন কোন ডিঙ্গী সেখান থেকে না যেতে পারে, কারণ দরকার হ'লে খানকতক ডিঙ্গী পুড়িয়ে এ দ্বীপের লোকদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারবে।

কুক্ সর্দ্দারকে গিয়ে বলতেই তিনি যেতে রাজী হ'লেন, কিন্তু সর্দ্দারের এক স্ত্রী কাঁদাকাটি ক'রে তাঁর মন টলিয়ে দিলেন। এদিকে দ্বীপের অনেক লোক সেখানে জড় হ'ল। তা'রা তো অনেকেই জানতো যে নৌকা চুরি গেছে। চারধারে একটা হৈ চৈ কাণ্ড চলতে লাগল। স্ত্রীলোকদের কান্না, লোকদের কথাবার্ত্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কুক্, আর মাটিতে ভয়ে অবশ হ'য়ে ব'সে সর্দ্দার 'টেরিয়াবু'— একটু দূরে সারবন্দী হ'য়ে খাড়া ছিল কুকের দলের লোক। তাদের হাতে অস্ত্র শস্ত্র ছিল।

এমন সময় এক জন অসভ্য ছু'টে এসে বলল, যে সাহেবেরা গুলি চালিয়ে একজন ছোট সর্দ্দারকে মেরে ফেলেছে। কুক্ আসবার সময় ডিঙ্গী যেতে দেখলে আটক করবার হুকুম দিয়েছিলেন। একখানা ডিঙ্গী বেরিয়ে যাচ্ছিল, বারণ করা হয়েছিল, থামে নি; শেষে যখন গুলি চলল, ডিঙ্গীতে চ'ড়ে একজন সর্দ্দার যাচ্ছিলেন, তিনি মারা পড়লেন।

এইবার আগুন জ্বলল—এতক্ষণ শুধু ধোঁয়াচ্ছিল। দ্বীপের লোকে তাড়াতাড়ি যুদ্ধের সাজগোজ করতে লাগল। একজন একটা মোটা বল্লম ও পাথর হাতে নিয়ে কুক্‌কে আক্রমণ করতে এল, কুকের দলের লোকদের ওপরেও অসভ্যরা চড়াও হবার চেষ্টা করতে লাগল। কুক্ নিজে হাতে প্রথমে দুবার গুলি ছাড়লেন। ভেবেছিলেন বন্দুক আওয়াজ করলেই তা'রা ভয়ে পালাবে। ফল হ'ল উল্টা। অসভ্যরা পাথর ছুঁড়তে লাগল; কুকের সৈন্য ক'জন বন্দুক চালাল, কিন্তু তা'রা আর বন্দুক গেদে নেবার অবসর পেলে না; শত্রুরা তাদের ওপর এসে প'ড়ে তাদের চারজনকে 'ঘাল' করল, অনেক আহত হ'ল। অসভ্যরাও ক'জন মরেছিল, কিন্তু তারা দলে পুরু। জনকতক সাহেব জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নৌকায় উঠবার চেষ্টা করছিল, তাদের বাঁচাবার জন্য নৌকা থেকেও গুলি ছোড়া হ'ল।

কুক্ নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। শুধু শুধু রক্তপাত করা তাঁর কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। তাই যখন নৌকা থেকে গুলি চলছিল তিনি সে দিকে ফি'রে তাকালেন, বোধ হয় ইচ্ছা ছিল তাদের বারণ করবেন। তিনি যেই মুখ ফিরিয়েছেন অমনি একজন তাঁর পিঠে এসে ছোরা বসিয়ে দিল। তিনি জলের মধ্যে প'ড়ে গেলেন,

তখন হুঙ্কার ক'রে অসভ্যেরা তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল,—তার পর জলের মধ্যে তাঁকে চেপে ধ'রে তা'রা তাঁকে খুঁচিয়ে মারল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সকালবেলা এই কাণ্ড ঘটে। যিনি এত দিন অসভ্যদের ওপর অত্যাচার করা দূরে থাক, নানা

হাওয়াই দ্বীপে কুকের স্মৃতিস্তম্ভ

রকমে তাদের ভালই ক'রে গিয়েছেন, যিনি জাহাজের কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছেন, সেই অসাধারণ পুরুষ একজন নগণ্য লোকের মতো একটা সামান্য হাঙ্গামার মধ্যে নিজের প্রাণ হারালেন,—একথা ভাবলে কার না মনে দুঃখ হয়?

১৩

তারপর

কুকের মৃত্যুর খবর যখন জাহাজে গিয়ে পৌঁছল, তখন সকলের মনেই একটা বিষম দুঃখ গুমরে উঠল। সকলের মুখই শোকে মলিন হ'য়ে গেল। কেউ কেউ দুঃখে আকুল হ'য়ে কেঁদে ফেলল। সকলেই বুঝল যিনি গিয়েছেন তাঁর অভাব আর পূরণ হবে না।

দ্বীপের অধিবাসীরা কুকের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে কোথায় যে নিয়ে গিয়েছিল তার খোঁজই প্রথমে পাওয়া গেল না। এ দিকে অসভ্যরা কেউ কেউ সাহস পেয়ে তীরের কাছে এসে হৈ চৈ করছিল। কিং সাহেব জন কতক লোক নিয়ে পূজার সেই বেদীটার উপর ছিলেন। তাঁর ওপরে চড়াও হবার চেষ্টা হ'ল; তিনি গুলি চালিয়ে তাদের হাঁকিয়ে দিলেন। আর একবার জাহাজ থেকে কামান দেগে তাদের এক জায়গা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়; একটা গোলায় একটা নারকেল গাছ ভেঙ্গে যায়, আর একটা গোলায় একটা বড় পাথরের চূড়া গুঁড়িয়ে যায়। এই সব হাঙ্গামার ফলে অসভ্যদেরও খুব ক্ষতি হয়। ছোট সর্দ্দার 'কালীনা', তাঁর ভাই, আরও জন তিনেক সর্দ্দার মারা যান, আর জন কুড়ি লোকও মারা যায়। সেদিন দ্বীপে সমস্ত রাত ধ'রে কান্নাকাটি, গোলমাল, আলো নিয়ে ছুটোছুটি চলল। সকালে একজন অসভ্য কুকের টুপীটা মাথায় দিয়ে তীরে এসে লম্ফঝম্প করছিল, তার সঙ্গে আরও জনকতক ছিল; কামান দাগতেই তা'রা

দিল চম্পট। তখন পুরোহিত কোয়া এসে জানালেন যে ঝগড়ায় আর কাজ কি, তিনি কুকের শরীরের যা কিছু টুকরা পাওয়া যায় পাঠিয়ে দেবেন, সব অংশ পাওয়া যাবে না, কারণ বোধ হয় সে সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

এদিকে যখনই খালাসীরা জল নিতে তীরে যেত, অসভ্যরা উৎপাত করত ; শেষে দ্বীপে কতকগুলো ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হ'ল। তখন তারা চুপ্। ২০শে ফেব্রুয়ারী দুপরের একটু আগে কুকের মাথার খুলি, হাত, পা, সামান্য কয়খানা হাড় একটি নতুন কাপড়ে জড়িয়ে দ্বীপ থেকে জাহাজে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সকলে কুকের দেহের শেষ কাজ করলেন।

জাহাজের ভাঙ্গা মাস্তুলটার ব্যবস্থা হ'ল, খাবার দাবারও পাওয়া গেল। তারপর আর সেখানে থেকে ফল কি ? কিন্তু তখনও ইংলণ্ডে ফিরবার সময় হয় নি। জাহাজ দুটি এসেছিল উত্তরমেরুর কাছ দিয়ে এশিয়া ইউরোপের মাঝেকার পথ বে'র করবার জন্য। কুকের মৃত্যুর পর ক্যাপ্টেন ক্লার্ক কর্ত্তা হয়ে সেদিকে চললেন। পথ পাওয়া গেল না, তবে কাম্চাট্কা থেকে একটা খবর ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল,—যে কুকের মৃত্যু হয়েছে ; অতিরিক্ত ঠাণ্ডায়, ভাবনায়, পরিশ্রমে সেই ঠাণ্ডা দেশেই ক্লার্কেরও মৃত্যু হ'ল। 'লেফট্‌নাণ্ট গোর্' আর 'কিং' তখন দুই জাহাজের ভার নিলেন। তাঁরা জাপান, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ঘু'রে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ইংলণ্ডে পৌঁছিলেন। প্রায় চার বছর তিন মাস বাদে তাঁরা এলেন কিন্তু কুক্ আর এলেন না ; বিদেশে বেঘোরে তাঁর প্রাণ গিয়েছিল।

যে সাগরতীরে কুকের মৃত্যু হয়েছিল চাঁদের আলোয় তার দৃশ্য।

কিন্তু তাঁর জীবন বিফল হয় নি। কত নতুন দেশের সন্ধান জানিয়ে দিয়ে পৃথিবীর লোকের মন চঞ্চল ক'রে দিয়েছেন; তিনি কত নতুন খবর এনে পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়ে দিয়েছেন, কত লোকের মনে তিনি দেশ দেখে বেড়াবার, দেশ আবিষ্কার করবার আগ্রহ জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন!

কিন্তু কুক্ এত কাজ ক'রেও কখনও নিজের মনে গর্ব্ব বোধ করেন নি। প্রথম বার পৃথিবী ঘু'রে এসে তিনি তাঁর পুরানো মনিব 'হুইট্‌বি' বন্দরের 'ওয়াকার'দের লিখেছিলেন,—'আমি বড় রকমের কিছু আবিষ্কার করি নি।' নতুন জায়গা, পাহাড়, নদী ইত্যাদি দেখে তিনি সে সবের সঙ্গে নিজের নাম গেঁথে দেন নি। কিন্তু পৃথিবীর লোকে তাঁর কীর্ত্তি ভোলেনি। নিউজিল্যাণ্ডের দুইটী দ্বীপের মাঝে যে প্রণালী, তার নাম হয়েছে,—'কুক্ প্রণালী', সাউথ্ দ্বীপের সব চেয়ে বড় পাহাড়ের নাম হয়েছে 'কুক্-শৈল', কতকগুলো ছোট দ্বীপের নাম হয়েছে 'কুক্-দ্বীপপুঞ্জ'। আমেরিকার উত্তর পশ্চিম কোণে মাউণ্ট্ সেণ্ট্ ইলিয়াসের কাছে একটা পাহাড়ের নাম মাউণ্ট্ কুক্ ছিল, সেটা এখন অনেক মানচিত্রে বদলে গিয়েছে। তবে ঐ অঞ্চলে কুকের নামে একটা নদী আছে। 'টাহিটি' দ্বীপে 'মাটাভি' উপসাগরের তীরে কুকের একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তার থামের মাথায় একটি গোলক, কারণ কুক্ এই পৃথিবীই তো ঘু'রে এসেছিলেন। 'হাওয়াই' দ্বীপে যেখানে কুকের মৃত্যু হয় সেখানেও একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। মানুষ এই সব স্তম্ভ তৈরী ক'রে নিজের মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছে; এসব না থাকলেও কুকের কীর্ত্তি কেউ ভুলত না।

কুকের বাবা কুকের মৃত্যুর কয়েক হপ্তা পরেই মারা যান, তিনি খুব বুড়ো হয়েছিলেন; মরবার সময় তিনি কুকের মৃত্যুর খবর পান নি। কুকের স্ত্রী কুকের মৃত্যুর পর ছাপ্পান্ন বছর বেঁচে ছিলেন; ইংলণ্ডের নৌবিভাগের কর্ত্তারা তাঁকে বছরে তিন হাজার টাকা পেন্সন দিয়েছিলেন।

কুক্ যখন মারা যান তখন তাঁর মাত্র তিনটি ছেলে বেঁচে ছিল। এই তিন ছেলের মধ্যে প্রথম দুটীই জাহাজে কাজ করতেন,—বাপের উপযুক্ত ছেলে কি না! যে দিন 'রেজলিউশন্' ও 'ডিস্কভারি' জাহাজ ফিরে এল, সেই দিন তাঁদের একজন মারা যান। তার চৌদ্দ বছর পরে প্রথম ছেলেটির অপমৃত্যু হয়,—তিনি বেশ বড় কাজ পেয়েছিলেন। তাঁর ছোট্ট ভাইটি মাসখানেক আগে অসুখে মারা যায়। কুকের ছেলেপিলের বংশ নেই। কিন্তু কুকের কথা ইংলণ্ডের লোক ভোলে নি, আর কখনো ভুলতেও পারবে না। কুক্ পৃথিবীর জন্য, মানুষের সভ্যতা ও জ্ঞানের জন্য যা ক'রে গিয়েছেন তার জন্য তাঁর নাম পৃথিবীতে অমর!

LESSON 27
RISING.

Sun—সূর্য্য।
Rises—উদিত হয়।
East—পূর্ব্বদিক।
Time—সময়।
To get up—উঠিতে।
Make—করে।
Haste—ত্বরা, সত্বর।
Dress—পোষাক পরা।
Wash—ধৌত করা।
Your—তোমার।
Face—মুখমণ্ডল।
Hands—হস্তদ্বয়।
Quite—সম্পূর্ণরূপে।
Clean—পরিষ্কার।
Comb—আঁচড়ান।
Hair—চুল।
After walking—ভ্রমণ করিবার পর।
Hour—ঘণ্টা।
School—বিদ্যালয়।
Open—খোলা।
Ten o'clock—দশটার সময়।
Now—এখন।
Kneel down—হাঁটু গাড়িয়া বসা।
Pray—প্রার্থনা করা।
God—ভগবান।
Thank—ধন্যবাদ দেওয়া।
Rest—বিশ্রাম।
Last night—গত রাত্রি।
Beg—ভিক্ষা করা।
To bless—আশীর্ব্বাদ করিতে।
Keep—রক্ষা করা।
Through the day—সমস্ত দিন।
Put on—পরিধান করা।
Hat—টুপি।
Dinner—মধ্যাহ্ন-ভোজন।
Start—যাত্রা করা।
Is coming—আসিতেছে।
Behind—পশ্চাতে।
Market—বাজার।

Look at those poor little girls standing at the gate. They want to come in. They want some mangoes. Their fathers and mothers have neither field nor gardens. Poor little girls! Shall we give them some mangoes?

Yes fill that basket with fine, ripe mangoes and give them to the little girls. Oh! now they are gone home. Perhaps they will give some of their mangoes to their fathers and mothers and little brothers and sisters.

Let us then go to the fruit garden again. The jack-fruits are ripe. If we do not take them home, some one may steal them.

———

Printed Capital and Small Letters

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
		Y	Z		

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w x

y z

LESSON 1

THE ALPHABET

mall tters.		Capital Letters.	Small Letters.	
a	এ	N	n	এন্
b	বি	O	o	ও
c	সি	P	p	পী
d	ডি	Q	q	কিউ
e	ঈ	R	r	আর্
f	এফ্	S	s	এস্
g	জী	T	t	টী
h	এচ্	U	u	ইউ
i	আই	V	v	ভী
j	জে	W	w	ডব্লিউ
k	কে	X	x	এক্স্
l	এল্	Y	y	ওয়াই
m	এম্	Z	z	জেড